চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 69 Thursday, 8 February, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ৬৯ সংখ্যা ❋ ২৪ মাঘ, ১৪৩০, বৃহস্পতিবার, ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

প্রয়াত বিশিষ্ট কবি ও ছড়াকার ভবানী প্রসাদ মজুমদার, সাহিত্য-সংস্কৃতি মহলে শোক। বুধবার ভোরে তাঁর জীবনাবসান হয়। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। ...বিস্তারিত পাতা ৩

এ যেন উল্টো পূরান! স্বচ্ছ প্যানেল আগেই তৈরি হয়েছিল! এবার ডিপিএসসি থেকে ওয়েবসাইটে তৈরি হল স্বচ্ছ ভেকেন্সি লিস্ট! ...বিস্তারিত পাতা ৫

জীবন বাঁচাতে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে এসে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে সে দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বর্ডার গার্ড পুলিশ-এর আরও ৬৩ সদস্য। ...বিস্তারিত পাতা ৬

বুমরার বিস্ফোরক পারফরম্যান্সের পর টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে যে লম্বা লাফ দেবেন, জানাই ছিল। তারই মধ্যে আবার ইতিহাসও তৈরি করে ফেললেন বুমরা। ...বিস্তারিত পাতা ৮

১০০ দিনের কাজ থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, মমতার বাজেটে এবার কোনটায় গুরুত্ব?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ লোকসভা ভোট আর মাত্র কয়েকমাস বাদেই। প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। এই আবহে কেন্দ্রীয় বাজেট যতটা গুরুত্বপূর্ণ, ততটাই তাৎপর্যপূর্ণ রাজ্য বাজেট। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় পেশ হতে চলেছে রাজ্য সরকারের বাজেট। এবছরের বাজেট কতটা জনমোহিনী হবে, তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে এটাই শেষ বাজেট রাজ্যের। কেন্দ্রীয় সরকার এবার অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করলেও, রাজ্যের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশে কোনও বাধা নেই। বাজেটই কি হাতিয়ার হতে চলেছে শাসক দল তৃণমূলের? সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি, ভোটের আগে জনমোহিনী বাজেট পেশ করতে চলেছেন মমতা। রেড রোডে ধরনা মঞ্চ থেকেই সেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। ইতিমধ্যেই ১০০ দিনের বকেয়া টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। সেই নিয়ে বৈঠক হয়েছে নবান্নে। প্রকাশ হয়েছে গাইডলাইনও। এবারের বাজেটে সেই বিষয়ের উল্লেখ থাকবে, এমনটাই প্রত্যাশা থাকছে। পাশাপাশি মহিলা ভোট ব্যাঙ্কের কথা মাথায় রেখে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার স্কিমে ভাতা বৃদ্ধি হতে পারে বলেও অনুমান ওয়াকিবহাল মহলের। আবাস প্রকল্পের যে সব আবেদনকারী এখনও বাড়ি পাননি, তাঁদের জন্যও রাজ্য বাজেটে কোনও বরাদ্দ থাকে কি না, সেই নিয়ে চর্চা তুঙ্গে। কিন্তু এত ভাতা দিলে তো অর্থের প্রয়োজন। প্রশ্ন হল এত টাকা আসবে কোথা থেকে? বাজার থেকে ঋণের বোঝা কি বাড়ানো হবে আবারও? প্রশাসনিক সূত্র বলছে শুধু ঋণের ওপর ভরসা নয়, মমতাকে সাহস যোগাচ্ছে তাঁর রাজস্ব ভাণ্ডার। গত অর্থবর্ষে রাজ্যের রাজস্ব আদায় বেড়েছে ৮৮ হাজার ৬০০ কোটি। গত বাজেটে সব দফতরেরই বাজেট বরাদ্দ বাড়িয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ বছর এই রোজগারের ওপর ভিত্তি করেই কি বাড়তি খরচের এত বড় ঝুঁকি নিচ্ছে রাজ্য সরকার?

মমতার কথা তুলে কংগ্রেসকে খোঁচা মোদির, প্রার্থনা করছি ৪০টি যেন বাঁচাতে পারেন

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ শুক্রবার রেড রোডের ধর্না থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কংগ্রেসের উদ্দেশে বলেছিলেন, গোটা দেশে ৩০০ আসনে লড়ুক কংগ্রেস। চল্লিশটাও পার করতে পারবে না। মঙ্গলবার সেই প্রসঙ্গ টেনে রাজ্যসভায় কংগ্রেসকে খোঁচা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিন বাজেট বিতর্কে অংশ নিয়ে রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেসের উদ্দেশে বলেন, ‘‘আজ আমি একটা

প্রার্থনা করতে চাই। প্রার্থনা করার অধিকার তো আমার রয়েছেই।’’ মোদি যখন একথা বলছিলেন, তখন বিজেপি সাংসদরা হাসি হাসি মুখ করে বসেছিলেন। তাঁরা যেন আন্দাজ করতে পারছিলেন, কোনও গুগলি আসছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়্গের দিকে তাকিয়ে বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গ থেকে চ্যালেঞ্জ এসেছে আপনাদের কাছে, আপনারা চল্লিশও পার করতে পারবেন না। আমি প্রার্থনা করছি আপনারা অন্তত যেন চল্লিশটা (পড়ুন আসন) বাঁচাতে পারেন।’’ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথার প্রসঙ্গ টেনে বিজেপি সেদিন থেকেই কংগ্রেসকে খোঁচা দিতে শুরু করেছিল। কারণ, কংগ্রেস ও তৃণমূল জাতীয় স্তরে বিরোধী জোট ইন্ডিয়ার সদস্য। সে ক্ষেত্রে একজন শরিক অন্যজনের সম্পর্কে এমন তীব্র কটাক্ষ করলে তা শাসকের অস্ত্র হয়ে ওঠা অনিবার্যই ছিল। হয়েছেও তাই। এ ব্যাপারে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী এদিন বলেন, ‘‘আমার কথাই তো মিলে যাচ্ছে। আমি আগেই বলেছি মোদি-দিদি ব্যকরণ একই। তাই শব্দ-বাক্য সব মিলে যাচ্ছে।’’ রাজ্যসভায় মল্লিকার্জুন তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্রীকে খোঁচা দিতে গিয়ে মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলেন, ‘‘এবার চারশ পার করবে বিজেপি।’’ এদিন প্রধানমন্ত্রী সেই প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেন, ‘‘ওনার ইচ্ছা যেন পূরণ হয়। সেই সঙ্গে আমারও একটা প্রার্থনা রয়েছে।’’ এদিনের বক্তৃতার শুরু থেকে কংগ্রেসকে নিশানা করে নেন প্রধানমন্ত্রী। পরিবার তন্ত্র, ঔপনিবেশিকতার মনোভাব নিয়ে সাবেক জাতীয় দলের সমালোচনা করেন। সেই সঙ্গে বলেন, ‘‘কংগ্রেসের যে পরিণতি হয়েছে তা আমার কথার জন্য হয়েছে এমন নয়। কংগ্রেস যে বীজ বপন করেছিল, এখন তারই ফল ভোগ করছে।’’ লোকসভা ভোটের আগে সংসদে এটাই সম্ভবত প্রধানমন্ত্রী মোদির শেষ ভাষণ। তাই এদিনের কথা ও সুর পুরোটাই ছিল রাজনৈতিক। বলা যেতে একপ্রকার ভোটের প্রচারই এদিন সেরে ফেলেছেন নরেন্দ্র মোদি।

কেন্দ্রের টাকা মিলছে না

টানাটানিতে কী ভাবে সরকার চালান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ ১০০ দিনের কাজ-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পে এক নম্বরে রাজ্য। তাই মোদি সরকার এই সম প্রকল্পের বকেয়া টাকা দিচ্ছে না। বুধবার হাওড়ার সাঁতরাগাছিতে প্রশাসনিক সভায় এমনটাই দাবি করলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন প্রকল্পের বকেয়া টাকা আটকে রাখার অভিযোগে লাগাতার দাবি জানিয়ে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে এমন দাবি এই প্রথমবার করলেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে জানালেন, কেন্দ্রের টাকা না পাওয়া সত্ত্বেও কী ভাবে সরকার চালান। এদিন প্রশাসনিক সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রীকে বারবার বলেও কোনও লাভ হয়নি। ৩ বছরের একশ দিনের টাকা মেলেনি। ২১ লক্ষ শ্রমিক টাকা পাননি। কেন্দ্র টাকা বন্ধ করেছে। আমরা টাকা পাঠাতে শুরু করেছি।’’ এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘অভিষেকের নেতৃত্বে বঞ্চিতরা দিল্লি গিয়েছিলেন। ট্রেন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। বাসে করে গিয়েছিল। আমি ৪৮ ঘণ্টা অনশন করেছিলাম। আমি গরিব মানুষদের জন্য। সাধারণ মানুষের জন্য কিছু করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করি।’’ একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা আটকে রাখা প্রসঙ্গ মমতা বলেন, ‘‘আমরা স্কিল ইন্ডিয়া, এমএসএমই, গ্রামীণ রাস্তা, ১০০ দিনের কাজ, বাংলার বাড়ি প্রকল্পে এক নম্বরে। তাই প্রকল্পগুলির টাকা বন্ধ করে দিয়েছে কেন্দ্র। যাঁরা করেছেন তাঁরা টাকা পেলেন না। মনে রাখবেন বাংলা মাথা নত করে না।’’ টাকা না মেলা সত্ত্বেও সরকার চলছে কী ভাবে? তা জানিয়ে মমতা বলেন, ‘‘বাংলার মা-বোনেরা বিপদে পড়লে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে টাকা বের করেন। টাকা না থাকলে কোনওদিন আলু ভাত খান, কোনওদিন মাছ ভাত খান। যে

মাসে টাকা টান পড়ে, সেই মাসে ধার করেন। দোকানদারকে বলেন আমাকে দাও ভাই। আমি আগামী মাসে তোমারটা শোধ করে দেব। যখন প্রাপ্য টাকা পাই না তখন মা-বোনেরা যেভাবে সংসার চালান আমিও সেভাবে সরকার চালাই।’’ প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই ধর্না মঞ্চ থেকে জানিয়েছেন, ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা তিনিই মেটাবেন। ২১ তারিখের মধ্যে ২১ লক্ষ শ্রমিকের প্রাপ্য টাকা দিয়ে দেবেন তিনি। নবান্ন সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই টাকা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কোথা থেকে এই টাকা দেবেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। টাকা যোগানের রাস্তা হিসাবে মদ বিক্রি এবং ডিয়ার লটারি থেকে কর বাবদ প্রাপ্য টাকার দিয়ে আঙুল তুলেছেন বিরোধী দলনেতা। এ দিন হাওড়ার সভা থেকে কী সেই টাকা আসবে তা সরাসরি না বললেও, লক্ষ্মী ভাণ্ডারের উদাহরণ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ইঙ্গিত দিলেন কী ভাবে তিনি শ্রমিকদের টাকা দেবেন। এদিন গায়ে ১০১ জ্বর নিয়েও পরিচিত ভঙ্গিতেই মঞ্চে ওঠেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যাপাধ্যায়। বললেন, খুব বেশি কথা আজ বলতে পারবেন না তিনি। দিন কয়েক আগেই একটানা ৪৮ ঘণ্টা রেড রোডের ধরনা মঞ্চে থাকতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। তারপর থেকেই অসুস্থতা বেড়েছে তাঁর। সেই অবস্থাতেই বুধবার হাওড়ার এক সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন তিনি। শুরুতেই অসুস্থতার কথা বললেও বক্তব্য শুরু করার পরই চেনা ছন্দে ফিরতে দেখা গেল মমতাকে। উঠে এল আন্দোলনের কথাও। অসুস্থতা যে তাঁকে কোনওভাবেই কাবু করতে পারে না, সে কথাও জানালেন মমতা। এদিন হাওড়ায় সরকারি পরিষেবা প্রদান ও একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস অনুষ্ঠান ছিল। সেই অনুষ্ঠানে মঞ্চে উঠেই মমতা বলেন, ‘‘আমি আজ বেশি কথা বলব না। আমার কাশিটা খুব বেড়েছে। ৪৮ ঘণ্টা ধরনার সময় রঙের যে বিষাক্ত গন্ধ সেটা গলায় ঢুকেছে। ফলে কাশিটা বেশি হচ্ছে। কিন্তু আমি কোনওদিন কোনও অনুষ্ঠান বাতিল করি না। তাই কম কথা বলছি। এতটাই ঠাণ্ডা লেগেছে যে আমার গায়ে ১০১ জ্বর। আশা করি একদিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাব।’’ এদিন মোট ২৫২ কোটি টাকার প্রকল্প উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। হাওড়ার উন্নয়নে রাজ্য সরকার কী কী করেছে, সেই হিসেবও তুলে ধরেন তিনি। প্রায় ৩০ মিনিট বক্তব্য রাখার পর মমতা হেসে বলেন, ‘‘আপনাদের কাছে এসে আমার টেম্পারেচার কমে গিয়েছে, আমি ভাল হয়ে গিয়েছি।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘আপনারা চিন্তা করবেন না। এইসব রোগ-ব্যাথা আমাকে কখনও কাবু করতে পারেনি। আর পারবেও না। আমি লাঠি-গুলির বিরুদ্ধে লড়াই করে এসেছি। বঞ্চনা-অপমান সহ্য করেছি। আমি যেদিন থাকব না, সে দিনও আমার নামের পাশে আন্দোলনের কথা লেখা থাকবে।’’

‘কেন এই সিদ্ধান্ত? জানাতে হবে সরকারকে’, আদালতের প্রশ্ন রাজ্যকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আবারও প্রশ্ন মুখে রাজ্য সরকার। সুপার নিউমেরারি পোস্টে কেন দুর্নীতিগ্রস্তদের তালিকায় রাখা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাইকোর্ট। রাজ্য সরকারের কাছে এ বিষয়ে উত্তর চাওয়া হয়েছে। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে চাকরির দাবিতে রাস্তায় বসে আছেন, তাঁরা চাকরি পাবেন বলেই ওই পোস্ট তৈরি করার কথা বলেছিল রাজ্য সরকার। শুরু থেকেই ওই পদ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হওয়ায় নিয়োগে স্থগিতাদেশও দিয়েছিল আদালত। এবার রাজ্যের কাছে এ বিষয়ে জবাব তলব করা হয়েছে। বুধবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে ছিল এই মামলার

শুনানি। আগামী সোমবার হাইকোর্টে এ বিষয়ে হলফনামা জমা দেবে রাজ্য সরকার ও এসএসসি। রাজ্যের তরফে এজি কিশোর দত্ত এদিন আদালতে জানান, এই পোস্ট মূলত ওয়েটিং লিস্ট বা অপেক্ষমান তালিকায় থাকা প্রার্থীদের জন্য। বিচারপতি উল্লেখ করেন, সুপার নিউমেরারি পদের বিজ্ঞপ্তিতে লেখা ছিল, ওয়েটিং লিস্টের প্রার্থীদের পাশাপাশি যাদের চাকরি বাতিল হয়েছে, তাদের ওই লিস্টে রাখতে হবে। বিচারপতি বসুর প্রশ্ন, এটা কেন বলা হল? এই সিদ্ধান্ত নিতে কার কার অনুমোদন লাগে? কেনই বা এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল? সরকারকে জানাতে হবে। আগামী সোমবার রাজ্য হলফনামা দিলে আশার আলো দেখা যাবে বলেই মনে করছেন বিক্ষোভরত চাকরিপ্রার্থীরা। আগামী সোমবার জট কেটে যেতে পারে বলে টুইটারে মন্তব্য করেছেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। কুণাল ঘোষ লিখেছেন, ‘এসএলএসটি শারীরশিক্ষা, কর্মশিক্ষার নিয়োগ জট খোলার দিকে আরেক ধাপ এগোল হাইকোর্টে। ইতিবাচক শুনানি হয়েছে।’ অন্যদিকে, চাকরি প্রার্থীরা বলেন, ‘‘আমরা আশাবাদী, আগামী সোমবার শুধুমাত্র যোগ্যদের জন্য, যারা সাদা খাতা জমা দেয়নি তাদের জন্য হলফনামা দেবে রাজ্য।’’

শুভেন্দুর হুঁশিয়ারির পর কি শশীর সুর নরম, অনেকেই বোঝার চেষ্টা করছেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ শুভেন্দু অধিকারীর হুঁশিয়ারির পর রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজার কি সুর নরম হয়ে গেল! শুধু বিরোধী শিবিরে নয়, তৃণমূলের মধ্যেও অনেকে তা বোঝার চেষ্টা করছেন। সোমবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে দেখা করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সন্ধ্যায় কলকাতায় ফিরে তিনি বলেছিলেন, অ্যাকশন হবে। ঘটনাচক্রে মঙ্গলবার সকাল থেকে রাজ্যের ৬ জায়গায় ইডির তল্লাশি শুরু হয়। তা নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন, শিল্প এবং মহিলা ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা। শশী পাঁজা পেশায় চিকিৎসক ছিলেন। ইংরেজি, হিন্দি ও বাংলা তিনটি ভাষায় স্বচ্ছন্দ বলে দল তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মুখপাত্র হিসাবে কাজে লাগায়। মঙ্গলবার ইডির তল্লাশি প্রসঙ্গে শশী রেড রোডে ধর্নাস্থলে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, ‘‘ক্রোনোলজি বোঝার চেষ্টা করুন। শুভেন্দু অধিকারী দিল্লিতে কারও সঙ্গে দেখা করে এলেন তার পরই তল্লাশি শুরু হয়ে গেল। উনিই কলকাঠি নাড়ছেন।’’ শুভেন্দু সে সময়ে ছিলেন বিধানসভায়। শশী পাঁজার এ কথার জবাবে শুভেন্দু বলেন, ‘‘শশী পাঁজার দফতরের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। ভাল পরিবারের উনি একজন সম্মানীয়া মহিলা। আপনার পিএ-র সঙ্গে প্রমোদ আগরওয়ালের যে সম্পর্ক, আইসিডিএসের টেন্ডার কেলেঙ্কারি নিয়ে যে কাগজ আমাদের হাতে আছে... দয়া করে বেশি ঘাঁটাবেন না। আপনার অবস্থা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, সুজিত বসুর মতো হবে।’’ এখানে বলে রাখা ভাল, গত ১২ জানুয়ারি দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুর বাড়িতে ইডি তল্লাশি চালায়। সন্ধের পর ইডি অফিসাররা বেরিয়ে যেতেই সুজিত শুভেন্দুর উদ্দেশে তীব্র আক্রমণ করেন। দমকল মন্ত্রী বোঝাতে চান, তাঁর বাড়িতে ইডির তল্লাশির নেপথ্যে শুভেন্দুরই হাত রয়েছে। শুভেন্দু বিধানসভায় বসে ওই হুঁশিয়ারি দেওয়ার পর শশী পাঁজার কী বক্তব্য তা নিয়ে কৌতূহল তৈরি হয়। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে শশী বলেন, ‘‘আমরা কারও বিরুদ্ধে ব্যক্তি আক্রমণ করি না। দলগত ভাবে আরেকটি দল ও কেন্দ্র সরকারের সমালোচনা করেছি। উনি যদি এটা বলে থাকেন, তাহলে এটা নিয়ে আমার কোনও উক্তি নেই, কোনও প্রতিক্রিয়াও নেই।’’ শশীর এই মন্তব্য নিয়েই ময়নাতদন্ত শুরু হয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। শুভেন্দু সরাসরি শশী পাঁজার দফতর, তাঁর পিএ-র বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছেন। টেন্ডার কেলেঙ্কারির অভিযোগ তুলেছেন। তার চেয়ে বড় কথা হল, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের মতো অবস্থা হবে বলেছেন। জ্যোতিপ্রিয় এখন জেলে রয়েছেন। এর পরেও শশী কোনও জবাব দিলেন না তা নিয়ে কৌতূহল তৃণমূলেরও অনেকের মধ্যে রয়েছে। পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, শুধু বাংলা নয়, সর্বভারতীয় স্তরে বিরোধী দলগুলির একাংশ নেতা নেত্রীর বিরুদ্ধে যেভাবে ইডি-সিবিআই তদন্তে নেমে পড়েছে, তা ভয়ের পরিবেশ তৈরি করেছে। রাষ্ট্র যদি কাউকে হেনস্তা করবে বলে মনে করে, তাহলে ব্যক্তি স্বাভাবিক ভাবেই অসহায় হয়ে পড়তে পারে। এই পরিবেশ এখন গোটা দেশেই রয়েছে। বাংলাও তার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

মমতার অভিযোগের প্রমাণ চাই, বিধায়কের চিঠি গেল অমিত শাহের কাছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ যারা দেশের নিরাপত্তায় মোতায়েন থাকে, সেই সংস্থাকে নিয়ে মিথ্যা দাবি করা যায় না। তাই বিএসএফ-কে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে দাবি করেছেন, তার প্রমাণ চাইলেন বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। প্রমাণ চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়ার পাশাপাশি, সেই চিঠি তিনি পাঠিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে এনআরসি ইস্যুতে মুখ খোলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি দাবি করেন, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স যে কার্ড দিচ্ছে, তা দেওয়া উচিত নয়। বিএসএফ-এর দেওয়া গেট পাস নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। শঙ্কর ঘোষ মমতাকে দেওয়া চিঠিতে

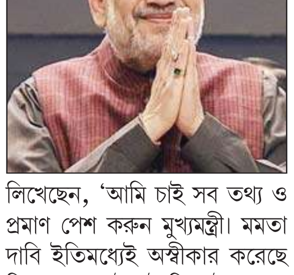

লিখেছেন, ‘আমি চাই সব তথ্য ও প্রমাণ পেশ করুন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা দাবি ইতিমধ্যেই অস্বীকার করেছে বিএসএফ। তাই এই নিয়ে উত্তরবঙ্গে মানুষের মনে যে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে, তা দূর করুন।’ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এই দায়িত্ব বর্তায় বলে মন্তব্য করেছেন শঙ্কর ঘোষ। কার্ড নিলেই এনআরসি-র আওতায় পড়তে হবে, এমনই দাবি করেছিলেন মমতা। এরপরই প্রশ্ন ওঠে বিএসএফ কি আদৌ এমন কোনও কার্ড দিচ্ছে? মমতার ওই বক্তব্যের পর বিএসএফ-এর ইস্টার্ন কমান্ডের ডিআইজি এসএস গুলারিয়া জানান, কোনও রকম পরিচয় পত্র বানানোর অধিকার তাদের নেই। তারা যেটা দিচ্ছে, সেটা হল গেট পাস। ‘নো ম্যানস ল্যান্ডে’ যাঁদের জমি আছে বা বাংলাদেশে বাড়ি অথচ এ দেশে জমি আছে, তাঁদের এই গেট পাস দেওয়া হয়। অনুপ্রবেশকারীদের আটকাতেই এই পাস দেওয়া হয় বলে জানিয়েছে বিএসএফ।

অভিষেক ফের আগের ফর্মে?

তৃণমূলের সব সাংসদ, বিধায়ক, ব্লক সভাপতিদের জরুরি বৈঠকে ডাক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ ‘কে বলে গো এই প্রভাতে নেই তুমি!’ রেড রোডে তৃণমূলের ধর্না বুধবার ৬দিনে পড়েছে। অথচ দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরই দেখা নেই। এ ব্যাপারে যখন দলের মধ্যে সাত-পাঁচ বিভ্রান্তি কাজ করছে তখন এদিন বিকেলে অভিষেকের অফিস থেকেই জরুরি বার্তা পৌঁছতে শুরু করল দলের সমস্ত সাংসদ, বিধায়ক, ব্লক সভাপতিদের কাছে। আগামী সপ্তাহের শুক্রবার জরুরি বৈঠক হবে। সেই বৈঠকের নেতৃত্ব দেবেন অভিষেক। সংসদের বাজেট অধিবেশনে যোগ দিতে অভিষেক দিল্লি গিয়েছিলেন। তার পর দিল্লি থেকে সম্ভবত মঙ্গলবার সকালে ফিরেছেন। কালীঘাট ঘনিষ্ঠ নেতাদের একাংশের দাবি, কলকাতায় ফেরার পর মঙ্গলবার সকালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অভিষেকের প্রায় ৪৫ মিনিট কথা হয়। কৌতূহলের বিষয় হল, তার পরই কি বরফ গলল? কারণ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর আগে ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি আপাতত ডায়মন্ড হারবারের মধ্যে তাঁর কার্যকলাপ সীমিত রাখবেন। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা নির্দেশ দেবেন তা পালন করবেন। অথচ কদিন আগে দেখা যায় বীরভূম নিয়ে দলের সাংগঠনিক বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন অভিষেক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর মতান্তর নিয়ে তার পর থেকেই দলের মধ্যে ধারণা আরও জোরদার হয়। কিন্তু সমস্ত সাংসদ, বিধায়ককে বৈঠকে ডাকার বার্তা ইতিবাচক বলেই দলের অনেকে এখন মনে করছেন। অভিষেকের অফিস থেকে জানানো হয়েছে, ১৬ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার বিকেল ৩টের সময়ে ওই বৈঠক হবে। যেহেতু এক সঙ্গে প্রায় চারশ জনকে নিয়ে বৈঠক করার মতো জায়গা নেই। তাই ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ওই বৈঠক হবে। গত দু’বছর ধরে অভিষেক নিজের মতো সংগঠন সাজিয়েছেন। সুব্রত বক্সীদের তাতে বিশেষ ভূমিকাই ছিল না। এখন অভিষেক নিজেকে গুটিয়ে নিলে নিচুতলার ওই সংগঠনকে দিয়ে সুব্রত বক্সীরা কীভাবে ভোট করাবেন সেই ভাবনা দলের মধ্যে চেপে বসতে শুরু করেছিল। ঠিক এমন একটা পরিস্থিতিতে বুধবার যেভাবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলের মিটিং ডাকার কথা ঘোষণা করেছেন, তাতে অনেকেই যেন ধরে প্রাণ ফিরে পাচ্ছে। তাঁরা মনে করছেন, দিদি ও অভিষেকের মধ্যে কোনও মতান্তর থেকে থাকলে এই বৈঠক ডাকার মধ্যেই বরফ গলার বার্তা রয়েছে। বাকিটা বোঝা যাবে আগামী শুক্রবার।

‘খুব শিগগিরই সবার মুখে হাসি ফুটবে’

এসএলএসটি নিয়োগ নিয়ে বড় দাবি কুণালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে বিরোধীরা অস্ত্র করেছে। আর এই শিক্ষাক্ষেত্রেই নিয়োগের নতুন খবর আসতে চলেছে বলে এবার পাল্টা জবাব দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। নবম থেকে দ্বাদশের (এসএলএসটি) শারীরশিক্ষা এবং কর্মশিক্ষা চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগে আইনি জট তৈরি হয়েছিল। এবার সেটাই কাটার ব্যাপারে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া গিয়েছে বলে দাবি করলেন কুণাল ঘোষ। এমনকা কুণালের দাবি, আগামী সোমবার এই নিয়োগ জট কাটার ব্যাপারে বড় পদক্ষেপ হতে পারে। এই দাবি করে কুণাল ঘোষ নিজের এক্স হ্যান্ডেলে বিষয়টি পোস্ট করতেই বিরোধীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। এদিকে এই আতঙ্কের কারণ হল, সামনে লোকসভা নির্বাচন। তার আগে এই নিয়োগ হয়ে গেলে ৩৫টি আসন বাংলায় স্বপ্নই থেকে যাবে। আজ, বুধবার এসএলএসটি নিয়োগ নিয়ে মামলার শুনানি ছিল কলকাতা হাইকোর্টে। বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে এই মামলা নিয়ে। রাজ্য সরকারের পক্ষে সওয়াল করেন অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত। এই নিয়ে গত

সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে গিয়ে কুণাল কথা বলেছিলেন এজি’র সঙ্গে। আর আজ, বুধবারের শুনানির পর অ্যাডভোকেট জেনারেলকে ধন্যবাদ জানিয়ে কুণাল এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, ‘মনে রাখুন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়োগের সব ব্যবস্থা করে দিলেও বিরোধীদের অন্যায্য মামলার জটে আটকে ছিলেন যোগ্যরা।’ অন্যদিকে এই এক্স হ্যান্ডেলে নিজের লেখায় বিরোধীদের তোপ দেগেছেন কুণাল ঘোষ। আর তাতেই রাজনীতির আকাশের ঈশান কোণে মেঘ জমতে দেখছেন প্রধান বিরোধী দল। এই নিয়োগ নিয়ে কুণাল লিখেছেন, ‘আশা করি খুব শিগগিরই সবার মুখে হাসি ফুটবে। জট কাটার দিকে এগোচ্ছে।’ কুণালের আশা, সোমবার ইতিবাচক কিছু একটা হবে। কারণ তেমনই সওয়াল করেছেন এজি বলে দাবি কুণালের। ২০১৬ সালে এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীদের প্যানেল তৈরি হয়ে গেলেও নতুন মামলায় তা আটকে গিয়েছে। যদিও রাজ্য সরকার শূন্যপদ তৈরি করেছিল। কিন্তু আইনি জটে নিয়োগ থমকে যায়। এছাড়া এই নিয়োগের জন্য চিঠিও দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। প্যানেল বৈধ ছিল। তারপরও আইনি জটে আটকে ছিল নিয়োগ। এবার তা খুলতে শুরু করেছে। কুণাল ঘোষ এই বিষয়ে বলেছিলেন, ‘‘কিছু আইনজীবী চাকরিপ্রার্থীদের ক্ষতি করছেন। চাকরিপ্রার্থীদের ধরনা মঞ্চে গেলে তাঁরা আমাকে স্মারকলিপি দেন। তা আমি মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আন্দোলনকারীদের প্রত্যেকের চাকরি হয়েছিল। কিন্তু কিছু আইনজীবী মামলা করে নিয়োগ আটকে দিচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী চান, সবাই চাকরি পান।’’ কুণাল ঘোষের নেতৃত্বে চাকরিপ্রার্থীদের প্রতিনিধি হিসাবেই বিকাশ ভবনে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে বৈঠকেও উপস্থিত ছিলেন কুণাল। এবার সেই জট কেটে নিয়োগ হতে চলেছে বলে দাবি তাঁর।

ফের তপ্ত সন্দেশখালি, গ্রামবাসীদের উপর হামলার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, সন্দেশখালি, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ সন্দেশখালিতে নতুন করে উত্তেজনা। সনেন্দশখালি ফেরিঘাটে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি। স্থানীয় সূত্রে খবর, তৃণমূলের জমায়েত সন্দেশখালি ঘাট থেকে ধামাখালি ঘাটে যাওয়ার সময় উত্তেজনা ছড়ায়। শিবু হাজরার অনুগামীরা গ্রামবাসীদের উপরে হামলা করে বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের দাবি, বোতলের আঘাতে জখম তিন। বন্ধ সন্দেশখালি, ধামাখালি, তুষখালি ফেরি চলাচল। ব্যাপক উত্তেজনা এলাকায়। তৃণমূলের দাবি, সন্দেশখালি থেকে ধামাখালি যাওয়ার সময় উল্টোদিক থেকে আক্রমণ শুরু হয়। সে কারণেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বন্ধ সন্দেশখালি, ধামাখালি, তুষখালি ফেরি চলাচল। তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার মাহাতোর দাবি, কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে দলের কর্মসূচি ছিল। দলীয় কর্মসূচি সেরে ফেরার পথে আমাদের ছেলে যারা বিক্ষিপ্তভাবে ছিল, তাঁদের উপরেই হামলা হয়েছে। আমাদের ছেলেরাই আক্রান্ত হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ৫ জানুয়ারি রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে সন্দেশখালি গিয়েছিল ইডি। সেখানে গ্রামবাসীদের হামলার মুখে পুড়ে। অভিযোগের তির ওঠে সন্দেশখালির বেতাজ বাদশা শেখ শাহজাহানের দিকে। সেই ঘটনার পর থেকেই শেখ শাহজাহানের ছায়াসঙ্গী হিসাবে সন্দেশখালি-২ ব্লকের সভাপতি শিবপ্রসাদ হাজরা ওরফে শিবু হাজরার নামে সামনে আসে। শেখ শাহজাহান ও শিবু হাজরার বেশ কিছু ছবিও ভাইরাল হয়।

আরএলডি এনডিএ-তে যোগ দিলে খুশি হবঃ অনুপ্রিয়া, গুঞ্জন খারিজ করলেন শিবপাল

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ রাষ্ট্রীয় লোক দল (আরএলডি) যদি এনডিএ-তে যোগ দেয় তাহলে খুশি হব। আনন্দ ব্যক্ত করে বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা আপনা দল পার্টির জাতীয় সভানেত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেল। বুধবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনুপ্রিয়া বলেছেন, আমি মিডিয়া রিপোর্ট পড়েছি, আরএলডি নাকি এনডিএ পরিবারে যোগ দিতে চলেছে। আমি তাঁদের আমার দলের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই। আমি আরএলডি এবং বিজেপির মধ্যে আসন বণ্টন সম্পর্কে অবগত নই। আমি উত্তর প্রদেশ অথবা অন্য কোথাও থেকে যে কোনও দলকে স্বাগত জানাব। এনডিএ-তে যোগ দিন, যাতে এনডিএ আরও শক্তিশালী হয়।এদিকে, আরএলডি-র এনডিএ-তে যোগ দেওয়ার গুঞ্জন খারিজ করলেন সমাজবাদী পার্টির নেতা শিবপাল যাদব। তিনি বলেছেন, জয়ন্ত (সিং)-কে আমি খুব ভালো করে জানি। তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ। মিডিয়ার মাধ্যমে বিজেপি শুধুমাত্র বিভ্রান্তি ছ।াচ্ছে। তাঁরা (আরএলডি) আইএনডিআই জোটেই থাকবেন এবং বিজেপিকে হারাবেন।

অক্লান্ত প্রচেষ্টায় মিলল সাফল্য

জামনগর, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃঅক্লান্ত প্রচেষ্টার পর মিলল সাফল্য। গুজরাটের জামনগরে নলকূপে পড়ে যাওয়া শিশুকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। বুধবার ভোরে উদ্ধার করার পর দুই বছরের ওই শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জামনগরের গোভানা গ্রামের ঘটনা। দুই বছরের ছোট্ট শিশুটি সুস্থ হয়েছে

সমস্যা সমাধান সংযোগ কর্মসূচি রূপায়ণে রাজ্যের মধ্যে প্রথম স্থানে উঠল মালদা

তনয় কুমার মিশ্র, মালদাঃসমস্যা সমাধান সংযোগ কর্মসূচি রূপায়ণে রাজ্যের মধ্যে প্রথম স্থানে উঠল মালদা। মঙ্গলবার জেলা প্রশাসনিক ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন কোরে এমনটাই জানালেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া।গোটা রাজ্য জু।ে শুরু হয়েছে সমস্যা সমাধান ও জনসংযোগ কর্মসূচি। এই কর্মসূচিতে ব্যাপক সাড়া গোটা মালদা জুড়ে। ইতিমধ্যে জেলা জুড়ে যে সমস্যা সমাধানের ক্যাম্প চালু রয়েছে সেখানে প্রায় তিন লক্ষ মানুষ তাঁদের বিভিন্ন রকম সমস্যা নিয়ে আবেদন জমা করেছেন। এই সমস্যা সমধান ক্যাম্পে সাফল্যের নিরিখে গোটা রাজ্যের মধ্যে মালদা জেলা প্রথম স্থানে রয়েছে। ইতিমধ্যে প্রায় ৩ লক্ষ মানুষ শিবিরে এসে আবেদন করেছেন এবং সমাধান পেয়েছেন। পাশাপাশি মোট আবেদনের ৫০ শতাংশ মানুষের আবেদনের ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। বাকিগুলি আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে পরিষেবা দিয়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। রাজ্যে সমস্যা সমাধান ও জনসংযোগ কর্মসূচিতে পরিষেবা দেওয়ার নিরিখে প্রথম স্থানে জেলা উঠে আসায় খুশি প্রশাসনিক কর্তারা। জেলায় যাতে কোনও মানুষ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না থাকেন, সেই ভাবে বুথস্তর থেকে প্রশানের আধিকারিকরা কাজ করে চলেছেন। এমনকী কোথাও কোথাও সন্ধের দিকেও শিবির করা হচ্ছে। দিনে অনেকেই জমিতে মজুরের কাজে থাকেন, অনেকেরই সময় না। তাই তাঁরা সুবিধে মতো সন্ধের শিবিরে আসতে পারছেন। আবার কোনও প্রয়োজনীয় কাগজ না থাকলে, প্রশাসন থেকে উসাহিত করে দ্রুত তা করে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গোটা জেলা জু।ে গত ২৮ জানুয়ারি থেকে সমস্যা সমাধান কর্মসূচির শিবির শুরু হয়েছে। চলবে ১২ ফেব্রুয়ার পর্যন্ত। গোটা জেলায় ৩০৮৫টি বুথ রয়েছে। ৫ হাজার ৮৪৯ টি শিবির করার পরিকল্পনা নিয়েছে জেলা প্রশাসন। এখন ৪ হাজার ২৮৮টি শিবির হয়ে গেছে। অধিকাংশ বুথে দু'বার করে শিবির হচ্ছে। অর্থা প্রথম শিবিরে আবেদন নেওয়া হয়েছে এবং সমস্যার কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। দ্বিতীয় শিবিরে তার সমাধান করে দেওয়া হয়েছে। জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানান, ' আমাদের এই সাফল্য পুরো দলের অংশ গ্রহণে হয়েছে। এই দলগতভাবে কাজ করার ফলে খুব ভাল সাড়া পাওয়া গেছে। আমাদের জেলায় এখন পর্যন্ত প্রায় ৩ লাখ মানুষ শিবিরে এসেছে এবং সুবিধে পেয়েছেন। সেই দিক থেকে আমরা রাজ্যে ওপরে রয়েছি। আমাদের লক্ষ্য কোনও মানুষ যাতে সরকারি এই ২০টি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না হন।'

প্রকৃতি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের দিক থেকে সমৃদ্ধ হয়েছে ভারতঃপ্রধানমন্ত্রী

মারগাঁও, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রকৃতি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের দিক থেকে সমৃদ্ধ হয়েছে ভারত। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, বিশ্ববাসী বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পর্যটনের জন্য যায়। ভারত শুধুমাত্র একটি ভিসায় বিভিন্ন পর্যটন অফার করে। তবে, ২০১৪ সালের আগে সরকার পর্যটনের দিকে কোনও মনোযোগ দেয়নি। পর্যটন গন্তব্য, সমুদ্র সৈকত ও দ্বীপের উন্নয়নে তাঁদের কোনও দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল না। প্রধানমন্ত্রী মোদী মঙ্গলাবার দক্ষিণ গোয়ার মারগাঁও-এ একটি জনসভা থেকে ১৩৩০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন। অনুষ্ঠানটির নাম 'বিকশিত ভারত, বিকশিত ভারত ২০৪৭'।প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, আমাদের প্রচেষ্টা হল, গোয়ার অভ্যন্তরীণ অঞ্চলে ইকো-ট্যুরিজমের প্রচার করা। এতে ওই সব এলাকার মানুষ সরাসরি উপকৃত হবেন। পর্যটকরা গোয়ার গ্রামে পৌঁছলে সেখানে আরও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ডাবল ইঞ্জিন সরকার দরিদ্রদের কল্যাণে বড় প্রকল্প চালানোর পাশাপাশি পরিকাঠামোতে রেকর্ড বিনিয়োগ করছে। আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন, দেশে রাস্তা, রেল ও বিমানবন্দর কত দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। এই বছরের বাজেটে, আমরা পরিকাঠামোর জন্য ১১ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছি।

অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ভাবমূর্তিকে নষ্ট করার জন্যই ইডি-র অভিযান চালানো হচ্ছেঃঅতিশী

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর অভিযানের আবারও সমালোচনা করলেন দিল্লির মন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেত্রী অতিশী। বুধবার সকালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অতিশী বলেছেন, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ভাবমূর্তিকে নষ্ট করার জন্যই ইডি-র অভিযান চালানো হচ্ছে। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবারই কেজরিওয়ালের ব্যক্তিগত সচিব-সহ আম আদমি পার্টির সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের ১০টি ঠিকানায় তল্লাশি অভিযান চালায় ইডি। এই অভিযানের সমালোচনা করে অতিশী বলেছেন, ১৬ ঘন্টা অভিযানের পর, ইডি মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিবের দু''টি জিমেইল অ্যাকাউন্ট ডাউনলোড করেছে। তারপরে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব এবং তাঁর পরিবারের তিনটি মোবাইল ফোন নিয়ে. যায়...প্রধানমন্ত্রী মোদী জানেন, যদি এমন একজন নেতা থেকে থাকেন যিনি তাঁকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে পারেন, তিনি হলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।দিল্লি আবগারি নীতি কেলেঙ্কারি মামলায় কেজরিওয়ালকে বারবার সমন পাঠিয়েছি ইডি, কিন্তু একবারও তিনি হাজিরা দেননি। এ ব্যাপারে কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে ইডি-র অভিযোগ শুনবে দিল্লির রাউস এভিনিউ আদালত। এ প্রসঙ্গে অতিশী বলেছেন, অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে শেষ করতে চায় বিজেপি ও প্রধানমন্ত্রী মোদী। এখন তাঁরা সাফ জানিয়ে দিয়েছে কোনও মামলা অথবা ইসিআইআর ছাড়াই অভিযান চালানো হচ্ছে। এটি কি প্রধান তদন্তকারী সংস্থা?..এখন ইডি শুধুমাত্র তাঁদের (বিজেপি) রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের শেষ করতে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং অরবিন্দ কেজরিওয়াল এই তালিকায় এক নম্বরে রয়েছেন।

মধ্যপ্রদেশের বাজি কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে মোট ধৃত ৩, পাকড়াও কারখানার দুই মালিকও

ভোপাল, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ মধ্যপ্রদেশে হরদায় বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনায় কারখানার দুই মালিক-সহ গ্রেফতার করা হয়েছে ৩ জনকে। অভিযুক্তদের নাম সোমেশ আগরওয়াল, রফিক খান এবং রাজেশ আগরওয়াল। পুলিশ সূত্রে খবর, রাজেশ ও সোমেশ ওই কারখানার মালিক। রাজেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ, কারখানায় বিস্ফোরণের পর গাড়ি করে দিল্লির উদ্দেশে পালিয়ে যাচ্ছিল সে। পুলিশের অনুমান, বিস্ফোরণের ঘটনার সঙ্গে সোমেশ এবং রফিকের কোনও যোগসূত্র থাকতে পারে। গ্রেফতারির পর ৩ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।হরদার পুলিশ সুপার সঞ্জীব কাঞ্চন বলেছেন, রাজগ। জেলার সারঙ্গপুর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে রাজেশ ও সোমেশকে। রফিককেও মঙ্গলবার রাতের মধ্যে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ ও ৩০৮-সহ বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।উল্লেখ্য, মঙ্গলবার বেলা ১১টা নাগাদ ভোপাল থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরে হরদা শহরের বৈরাগড় এলাকার মাগার্ধা রোডের ধারে একটি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ হয়। আচমকা বিস্ফোরণের ফলে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে কারখানার আশপাশের বাড়িগুলিতে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দমকল কর্মীদের পাশাপাশি সেখানে পৌঁছয় পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে ১৭৪ জনকে উদ্ধার করা হয়। তাঁদের মধ্যে ৩৪ জনকে ভোপাল এবং হোসাঙ্গাবাদের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। বাকি ১৪০ জন আহতকে ভর্তি করানো হয় জেলা হাসপাতালে। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত কারখানায় বিস্ফোরণের ফলে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে প্রশাসন।

বাংলার পর উত্তরপ্রদেশের ধাক্কা খেতে চলেছে 'ইন্ডিয়া',বিজেপিতে যোগ দিচ্ছে এই দল?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বিহারে ইন্ডিয়া জোট জট ছেড়ে বিজেপির হাত ধরেছেন নীতিশ কুমার। পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছেন কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের জোট হচ্ছে না। বাংলায় জোড়াফুল শিবির একাই লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে মোকাবিলা করবে। এবার দেশের সবচেয়ে বড় রাজ্য উত্তরপ্রদেশেও ভাঙ্গনের মুখে ইন্ডিয়া জোট। সমাজবাদী পার্টি সুপ্রিমো অখিলেশ যাদবের সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের আসন বণ্টন নিয়ে কথা হয়েছিল আরএলডি প্রধান জয়ন্ত চৌধুরীর। যেখানে আরএলডি-কে সাতটি আসন দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন অখিলেশ। তবে তা সত্ত্বেও বিজেপির এনডি জোটের সঙ্গে হাত মেলানোতেই বেশি আগ্রহ দেখিয়েছেন জয়ন্ত। ইতিমধ্যেই নাকি বিজেপির সঙ্গে আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনার জন্য দিল্লিতে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা করেছেন তিনি। গেরুয়া শিবিরের তরফে চারটি আসন আরএলডি-কে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। জানা গিয়েছে, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কাইরানা, বাঘপাত, মথুরা এবং আমরোহা- এই চারটি আসন জয়ন্ত চৌধুরীর দলকে ছেড়ে দেবে বিজেপি বলে দাবি করা হয়েছে।এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই আরএলডি-র বিজেপি তথা এনডিএ জোটে শামিল হওয়ার জল্পনা জোরালো হয়েছে। সূত্রের খবর, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারিই নাকি এ বিষয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করবে আরএলডি। তবে এনডিএ-র সঙ্গে জয়ন্ত চৌধুরীর দল হাত মেলালে নিঃসন্দেহে তা ইন্ডিয়া জোটের জন্য বড় ধাক্কা হতে চলেছে। কারণ ইতিমধ্যেই ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গে সম্পর্কে ইতি টেনেছে নীতীশ কুমারের জেডিইউ।এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও জানিয়ে দিয়েছেন, বাংলায় তৃণমূল একাই লড়বে। যদিও এর পরও মমতাকে জোটবার্তাই দিয়েছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। তিনি বলেন, মমতা ইন্ডিয়ার এক উল্লেখযোগ্য অংশ। তবে এরই মধ্যে যোগীরাজ্যে পা রাখার আগেই আরএলডি-র দলবদলের সিদ্ধান্ত ইন্ডিয়া জোটের কাছে ফের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। শোনা যাচ্ছে, বিজেপি জানিয়েছে, আরএলডি এনডিএ জোটের সঙ্গে হাত মেলালে তাদের সভায় যোগ দেবেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

মায়ানমারে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দাবিতে বার বার বিদ্রোহ

নয়াদিল্লি,৭ফেব্রুয়ারিঃ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকেই মায়ানমারে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দাবিতে বার বার বিদ্রোহ হয়েছে। গত বছরের অক্টোবর থেকে সশস্ত্র জাতিগোষ্ঠী এবং মায়ানমারের সেনাবাহিনীর মধ্যে তীব্র লড়াই শুরু হয়েছে। নভেম্বর থেকে সে দেশের তিন বিদ্রোহী গোষ্ঠী- ' ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি' (টিএনএলএ), 'আরাকান আর্মি' (এএ) এবং ' ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স আর্মি' (এমএনডিএএ)-র নয়া জোট ' অ্যালায়্যান্স' সামরিক জুন্টা সরকারের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে।তার পর থেকেই ভারতের সীমান্তবর্তী মায়ানমারের বেশ কয়েকটি অঞ্চল অশান্ত হয়ে উঠেছে। যার প্রভাব মণিপুর এবং মিজোরামের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় পড়েছে। যা ভারতের কাছে অন্যতম মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।মায়ানমারের সামরিক বাহিনী তার বিরোধীদের লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালাচ্ছে। জানা গিয়েছে, রাখাইন রাজ্যের রামরি শহরের রামরি বিমানঘাঁটি থেকেই হামলার ছক কষা হচ্ছে। দেশের পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হবে, তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছেন মায়ানয়ারের সাধারণ মানুষ। প্রাণ বাঁচাতে এক প্রদেশ থেকে আর এক প্রদেশ ছুটে বেড়াচ্ছেন তাঁরা।

গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া'র কাছে ভেসে এল ভিনদেশি নৌকা,২৬।১১ মনে পড়তেই আতঙ্ক মুম্বইয়ে

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ২৬।১১ মুম্বই হামলার সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতি এখনও তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় বাণিজ্যনগরীকে। ২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর আরব সাগরের পথ দিয়েই পাকিস্তান থেকে মুম্বইয়ে পৌঁছেছিল আজমল কাসব ও তাঁর সঙ্গীরা। পরের কয়েকটা ঘণ্টা গোটা মুম্বই তছনছ করেছিল তারা। গেটওয়ে অব ইন্ডিয়ার কাছে তাজ হোটেল থেকে শুরু করে শহরের হাসপাতাল, রেস্তোরাঁ, রেলস্টেশন, ধর্মীয় স্থান কিছুই বাদ দেয়নি। নৃশংস এক হত্যালীলা চলেছিল শহরজুড়ে। সেই স্মৃতি মনে করে ফের আতঙ্কে মুম্বই। গেটওয়ে অব ইন্ডিয়ার কাছে ঘুরঘুর করতে দেখা গেছে ভিনদেশি এক নৌকাকে। সেই নৌকাতেও কয়েকজন সওয়ারি ছিলেন। নৌকার গতিবিধি রহস্যজনক দেখেই এলাকা ঘিরে ফেলে পুলিশ।ন্ডওই তিন ব্যক্তি একটি মৎস্য সংস্থায় কাজ করতেন। কিন্তু সেখানে কাজের পরিবেশ ছিল খুবই খারাপ। কিছু বলতে গেলেই জুটত মালিকের মারধর। তার উপর বেতন হত না নিয়মিত। ফলে অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন ভারত থেকে সেখানে কাজ করতে যাওয়া তিন মৎস্যজীবী। কর্মীরা যাতে পালিয়ে যেতে না পারেন সে জন্য মস্য সংস্থাটি সকলের পাসপোর্ট কেড়ে নিয়েছিল। ছিল না টাকাপয়সাও। ফলে সাধ থাকলেও সাধ্য বিশেষ ছিল না তিন ব্যক্তির। অনেক ভেবে তাঁরা ঠিক করেন, মালিকের নৌকা নিয়েই পালাবেন দেশের দিকে। সেই অনুযায়ী, মালিকের খারাপ ব্যবহার থেকে নিস্তার পেতে কুয়েতের সংস্থা থেকে নৌকা চুরি করে তাঁরা ভেসে পড়েন পারস্য উপসাগরে, তার পর ভাসতে ভাসতে আরব সাগর। একটানা ১২ দিন আরব সাগরে ভেসে তাঁরা পৌঁছন মুম্বই উপকূলে। সেখানেই পুলিশ তাঁদের আটক করে। তাঁরা পুলিশকে জানিয়েছেন, শেষ চার দিন কিছুই খাবার জোটেনি। কারণ পানীয় জল এবং রেশন শেষ হয়ে গিয়েছিল। পুলিশ তিন জনকেই আটক করেছে। তবে এখনও পর্যন্ত এ মামলায় কোনও এফআইআর দায়ের করেনি পুলিশ। তাঁদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া কুয়েতের নৌকাটিকে পুলিশ কোলাবায় তাজ হোটেলের কাছে আটকে রেখেছে।ন্তযদিও এই ঘটনায় বিপদঘণ্টি শুনছেন অনেকেই। তাঁদের মনে পড়ে যাচ্ছে, মুম্বই উপকূলে ঢিলেঢালা নিরাপত্তার ফাঁক গলেই ২০০৮ সালে একই ভাবে নৌকায় ভেসে মুম্বই শহরে ঢুকে পড়েছিল কসাভের মতো জঙ্গি। এ বারও কি তেমন কিছুই হতে পারত? এমন নয় তো যে, ইতিমধ্যেই কুয়েতের নৌকা থেকে কয়েক জন নেমে মিশে গিয়েছেন বলিউডের শহরের জনারণ্যে? ঘরপোড়া মুম্বইবাসীর চিন্তা এখন সেটাই।

উৎসাহ ও উদ্দীপনায় খামতি নেই, ওড়িশার রৌরকেলা থেকে নতুন উন্মাদনায় শুরু ন্যায় যাত্রা

রৌরকেলা, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ উৎসাহ ও উদ্দীপনায় খামতি নেই একটুকুও, বুধবার সকালে ওড়িশার রৌরকেলা থেকে নতুন উন্মাদনার সঙ্গে শুরু হয়েছে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা। এদিন সকালে রৌরকেলার সু ন্দরগড়ে বেদব্যাস মন্দিরে পুজো দিয়ে দিনের শুরু করেন রাহুল গান্ধী। এরপর রৌরকেলা থেকে হুডখোলা গাড়িতে চেপে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা শুরু করেন রাহুল গান্ধী।বিপুল সংখ্যক কংগ্রেসের নেতা, কর্মী ও সমর্থকরা ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় অংশ নেন, সাধারণ মানুষের মধ্যেও উৎসাহ লক্ষ্য করা গিয়েছে। রাস্তার দুই ধারে উপস্থিত মানুষজনের উদ্দেশ্যে মাঝেমধ্যেই হাত না।নে রাহুল গান্ধী। প্রসঙ্গত, ওড়িশায় রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা বুধবার দ্বিতীয় দিনে পড়ল।

লালকৃষ্ণ আডবাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ অমিত শাহ ও নাড্ডার, ভারতরত্ন ঘোষণায় শুভেচ্ছা উভয়ের

নয়াদিল্লি,৭ ফেব্রুয়ারি ঃপ্রবীণ বিজেপি নেতা ও লৌহপুরুষ লালকৃষ্ণ আডবাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। গত মঙ্গলবার দিল্লিতে আডবাণীর বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন অমিত শাহ। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছেন, ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত করা হবে লালকৃষ্ণ আডবাণীকে। সেই ঘোষণার পর গত মঙ্গলবার আডবাণীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অমিত শাহ। আডবাণীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।এদিনই প্রবীণ বিজেপি নেতা ও লৌহপুরুষ লালকৃষ্ণ আডবাণীর সঙ্গে সাক্ষা করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগ প্রকাশ নাড্ডা। নাড্ডা নিজের এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রবীণ নেতা, আমাদের আদর্শ শ্রদ্ধেয় লালকৃষ্ণ আডবাণীজিকে 'ভারতরত্ন' প্রদানের সিদ্ধান্তের পরে তাঁর বাসভবনে গিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছি। ভারতীয় গণতন্ত্র ও রাজনীতিকে শক্তিশালী, জ্ঞাত ও উন্নত করার ক্ষেত্রে আডবাণীজির অবদান অবিস্মরণীয়। মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম ও জনসেবার দৃঢ় অনুভূতি তৈরির জন্য তাঁর কাজ সর্বদা বিজেপি কর্মীদের অনুপ্রেরণা জোগায়।

প্রধানমন্ত্রীর ৪০০ পার মন্তব্যে প্রতিক্রিয়া কংগ্রেসের, কটাক্ষ করলেন ফারুক আব্দুল্লাহ

নয়াদিল্লি,৭ ফেব্রুয়ারি ঃ''এবারের লোকসভা নির্বাচনে ৩৭০ আসন পাবে বিজেপি, আর এনডিএ ৪০০ আসন পার'', প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানাল কংগ্রেস। কংগ্রেস নেতা কে সি বেণুগোপাল মঙ্গলবার সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে বলেছেন, এখন নির্বাচনের প্রযোজেন নেই। তিনি ইতিমধ্যে ৪০০টি আসন পেয়েছেন, তাই নির্বাচন করে কী লাভ। গণতন্ত্রে সবকিছুই জনগণের দ্বারা নির্ধারিত হয়। আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে, দেশের জনগণ এই স্বৈরাচারী সরকার পরিবর্তন ও অপসারণের সিদ্ধান্ত নেবে।এদিকে, প্রধানমন্ত্রীর ৪০০ পার মন্তব্য প্রসঙ্গে কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেছেন, মনে হচ্ছে ইভিএম-এ মোদীজির কিছু হাত থাকবে। আর জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স সাংসদ ফারুক আব্দুল্লাহ বলেছেন, তাঁরা কাছে একটা জাদুর প্রদীপ আছে, তাই সে যা বলে তা সত্যি হতে পারে।

রাম মন্দির দর্শনে ৭০ জনের দল নিয়ে অযোধ্যা পৌঁছলেন অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু

অযোধ্যা, ৭ফেব্রুয়ারি ঃ ভব্য রাম মন্দির দর্শন এবং রামলালার পুজো দিতে অযোধ্যা পৌঁছেছেন অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু। তাঁর সঙ্গে আছেন রাজ্য মন্ত্রিসভার সব সদস্য, দলীয় কয়েকজন বিধায়ক সহ ৭০ জন পুণ্যার্থী।গত ২২ জানুয়ারি উদ্বোধিত রাম মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রার্থনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী খান্ডু।গত মঙ্গলবার দুপুরের দিকে অযোধ্যায় মহর্ষি বাল্মীকি আন্তর্জাতিক বিমানন্দদরে অবতরণ করার পর অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু এবং তাঁর সঙ্গী ৭০ জন পুণ্যার্থীকে পুষ্পস্তবক, কপালে টিকা, গলায় পুষ্পমাল্য পরিয়ে উষ্ণ স্বাগত জানান বিশ্বহিন্দু পরিষদ, বিজেপির পুরুষ-মহিলা কার্যকর্তারা।বিমানবন্দরে উপস্থিত সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পেমা খান্ডু বলেন, ভারতজুড়ে কোটি কোটি মানুষের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের প্রতীক রাম মঃিদর। সদ্য উদ্বোধিত মন্দিরে প্রভু শ্রীরামলালাকে দর্শন ও তাঁর পুজো দিতে তাঁর আসা।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত ২২ জানুয়ারি রাম মন্দিরের অভিষেক অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছিল অরুণাচল প্রদেশ। কেবল অরুণাচল প্রদেশই নেয়, গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ওইদিন বিশেষ প্রার্থনা, দীপাবলি এবং সমাবেশ অযোধ্যার ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণীয় করে রেখেছে।সেদিন সংহতি এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শনে অরুণাচল প্রদেশ জুড়ে এলইডি স্ক্রিনে অনুষ্ঠানের লাইভ স্ট্রিম সম্প্রচার করা হয়েছে। এতে অরুণাচল প্রদেশের অসংখ্য মানুষ দূর থেকে শুভ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। ভব্য ওই অনুষ্ঠান বিজেপির সব স্তরের নেতা-কার্যকর্তা, মন্ত্রী, বিধায়ক এবং সাধারণ নাগরিকগণ উপভোগ করেছেন, বলেন মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু।

সকালবেলাই ব্যবসায়ীর বাড়িতে হাজির ইডি,রয়েছে হেমন্ত সোরেন যোগ

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ মঙ্গলবারের পর বুধবারও অ্যাকশন মোডে ইডি। সূত্রের খবর, রাঁচির একটি আর্থিক তছরুপ মামলায় এই তল্লাশি। মুদিয়ালিতে যোগেশ আগরওয়াল নামক এক ব্যবসায়ী বাড়িতে হানা দিয়েছেন গোয়েঃদারা। একজন মহিলা সহ মোট ইডির তিনজন আধিকারিক রয়েছেন ।ন্তরিয়েল্ এস্টেট ও ফিনান্সের ব্যবসা রয়েছে যোগেশ আগরওয়াল নামের এই ব্যবসায়ীর। সূত্রের খবর, হেমন্ত সোরেনকে গ্রেফতার করার পর তাঁর বাসভবন থেকে যে গাড়িটি পাওয়া গিয়েছিল, সেই গাড়িটির রেজিস্ট্রেশন করেছিল মুদিযালির এই কোম্পানি। অর্থা হেমন্ত সোরেনের গাড়িটি নথিভুক্ত মুদিয়ালির এই কোম্পানির নামে। সেই প্রেক্ষিতেই কলকাতার এই ব্যবসায়ীর বাড়িতে ইডির আগমন। হেমন্ত সোরেনকে গ্রেফতারের নেপথ্যে কলকাতার দুই ব্যবসায়ীর জবানবন্দিই ছিল ইডির হাতে অন্যতম প্রমাণ। একজন দিলীপ ঘোষ, অন্যজন অমিত আগরওয়াল। গত বছর জুন মাসে দিলীপ ও অমিত দু'জনকেই কলকাতা থেকে গ্রেফতার করে ইডি। তারপর তাঁদের জেরা করে গোটা কেলেঙ্কারিতে হেমন্ত সোরেনের যোগ নিয়ে সুর্নির্দিষ্ট কিছু তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় বলে কেন্দ্রীয় এজেন্সি সূত্রে দাবি। দুই ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করার পর হেমন্ত সোরেনকে জেরা করার জন্য বারবার নোটিস পাঠিয়েছিল ইডি। মোট ন'বার নোটিস পাঠানো হয় ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীকে। শেষমেশ তিনি গ্রেফতার হন। এখন এটাই দেখার, মুদিয়ালির ব্যবসায়ীর সঙ্গে এই কেলেঙ্কারির আলাদা কোনও যোগ পাওয়া যায় কিনা।

মার্কিন মুলুকে ফের হামলার শিকার ভারতীয় পড়ুয়া,জয়শংকরের দ্বারস্থ পরিবার

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ প্রাণপনে ছুটছেন এক যুবক। পিছনে ধাওয়া করছে চার জন। মারমুখী সেই আততায়ীদের ছুটে আসতে দেখে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে গিয়ে কখনও পড়ে যাচ্ছেন, আবার উঠে ছুটছেন যুবক। এমনই একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। জানা গেছে, শিকাগোতে একজন ভারতীয় ছাত্রের উপর প্রাণঘাতী হামলা হয়েছে। অস্ত্রধারী ছিনতাইবাজদের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। সাহায্যের জন্য ভারতীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের কাছে আবেদন করেছেন আক্রান্ত যুবকের স্ত্রী।সইদ মাজাহির আলি হায়দরাবাদের বাসিন্দা। তিনি শিকাগোর ইন্ডিয়ানা ওয়েসলেয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পাঠরত। নিজের বাড়ির খুব কাছেই তিনি আক্রান্ত হন। এক ভাইরাল ভিডিওয় আক্রান্ত পড়ুয়াকে বলতে শোনা গিয়েছে, আমি খাবার নিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। সেই সময় চারজন আমার উপরে হামলা করে। ওরা সশস্ত্র ছিল। আমাকে লাগাতার লাথি, ঘুসি মেরে ফোন ছিনিয়ে পালিয়ে যায়। আমাকে দয়া করে সাহায্য করুন। জানা গিয়েছে, আলির শরীরে বহু জায়গায় গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে হামলার ফলে।আক্রান্তের পরিবার হায়দরাবাদে থাকে। স্ত্রী ও তিন ছোট্ট শিশু রয়েছে তাঁর। স্বাভাবিক ভাবেই বিদেশে এভাবে আলির আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় সকলেই উদ্বিগ্ন। ইতিমধ্যেই তাঁর স্ত্রী বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। মঙ্গলবারই শিকাগোর ভারতীয় দূতাবাসের তরফে জানানো হয়েছে, তাঁরা আলির সঙ্গে সব রকম যোগাযোগ রেখেছেন। এবং সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য করা হচ্ছে তাঁকে। বিদেশে ভারতীয় পড়ুয়াদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা নতুন নয়। আলির তুতো ভাই আবদুল ওয়াহাব মহম্মদও আমেরিকাতেই স্নাতকোত্তর পড়ছেন। তিনি জানাচ্ছেন, কখনও কখনও মনে হয়, পড়া অসমাপ্ত রেখেই দেশে ফিরে যাই। এই ধরনের ঘটনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, এখানে কারও কোনও নিরাপত্তা নেই। এদিকে আলিও জানাচ্ছেন, আমেরিকা আমার স্বপ্নের দেশ। এখানে এসেছি নিজের স্বপ্নপূরণ করতে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৮ফেব্রুয়ারি ঃবৃহঃবার, ২৪মাঘ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৪ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ২৪মাঘ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৪মাঘ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ২৪মাঘ মাস ১৯৪৪, মৈতেঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৫১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি বুধবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ১৫মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ১৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার ক্ষমতা শক্তি বেশী থাকবে। আপনার নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রম দৃষ্টি গোচর হবে এবং আজ আপনার জন্য কিছু
বৃষভ রাশিঃআপনার আশা একটি সু ঃদর কোমল সুগন্ধি এবং উজ্জ্বল ফুলের মত প্রস্ফুটিত হবে।
মিথুন রাশিঃঅসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার সুযোগ বেশী যা আপনাকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলাতে অংশ নিতে সাহায্য করবে।
কর্কট রাশিঃআপনার ভদ্র ব্যবহার প্রশংসনীয় হবে। অনেক মানুষ আপনার সামনেই মৌখিক প্রশংসা বর্ষণ করবে।
সিংহরাশিঃআপনার সমস্যা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার অভ্যাস এবং তাদের অতিরঞ্জিত করে দেখার ফলে আপনার নীতিবোধ দুর্বল হতে পারে। আপনি যদি বিবাহিত
কন্যারাশিঃবয়স্করা তাঁদের বাড়তি শক্তি কোনো ইতিবাচক কাজে লাগালে শুভ ফল পাবেন।
তুলারাশিঃস্বাস্থ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। শুভদিন
বৃশ্চিক রাশিঃ আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে
ধনু রাশিঃ আপনার ঈর্ষাপরাযণ ব্যবহার আপনাকে দু ঃখিত এবং অবসাদগ্রস্থ করতে পারে। আর্থিক সীমাবদ্ধতা এড়াতে আপনার বাজেটে আটকে থাকুন। শুভদিন
মকর রাশিঃবন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। আপনি আজ আপনার অর্থ সঙ্গীর খারাপ স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় করতে
কুম্ভ রাশিঃযেহেতু, আপনি শক্তি নয় ইচ্ছা হারিয়ে ফেলছেন, তাই আপনার প্রকৃত সম্ভাবনা উপলব্ধি করুন। আপনি আজ আপনার মায়ের পক্ষ থেকে আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন। আপনার মামা বা মাতামহের পক্ষে আপনাকে ফলের চেয়ে সমস্যা বেশি সৃষ্টি করবে-
মীন রাশিঃমানসিক চর্চার জন্য আকর্ষণীয় কিছু পুন। আপনি যদি ভ্রমণ করে থাকেন তবে আপনার মূল্যবান জিনিসগুলির বিশেষ যত্ন নিন। অযত্নে অভিনয় করা আপনার

প্রয়াত কবি ভবানী প্রসাদ মজুমদার, সাহিত্য-সংস্কৃতি মহলে শোক

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ প্রয়াত বিশিষ্ট কবি ও ছড়াকার ভবানী প্রসাদ মজুমদার, সাহিত্য-সংস্কৃতি মহলে শোক। বুধবার ভোরে তাঁর জীবনাবসান হয়। মৃত্যু কালে বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তাঁর স্ত্রী ও দুই মেয়ে বর্তমান। বিগত কয়েক বছর ধরেই বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। সোমবার তাঁকে কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বুধবার ভোরে সেখানেই প্রয়াত হন তিনি। কবির পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মরণোত্তর দেহদান করে গিয়েছেন ভবানী প্রসাদ বাবু। মূলত ছোটদের জন্যই তিনি লিখতেন। তাঁর মজার মজার লেখনীর মধ্যে থাকত সামাজিক স্যাটায়ার। 'বাংলাটা ঠিক আসে না' এরই এক জ্বলন্ত উদাহরণ। সারা জীবনে তিনি প্রায় কুড়ি হাজারেরও বেশি কবিতা ও ছড়া লিখেছেন। করেছেন নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। 'মজার ছড়া', 'সোনালী ছড়া, 'কোলকাতা তোর খোল খাতা', 'হাওড়া-ভরা হরেক ছড়া' সহ অসংখ্য বই লিখেছেন তিনি। সত্যজিৎ রায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়েও লিখেছিলেন। ১৯৫৩ সালের ৯ এপ্রিল হাওড়ার জগাছা থানার অন্তর্গত দাশনগরের কাছে দক্ষিণ শানপুর গ্রামে জন্ম ভবানী প্রসাদের। বাবা নারায়ণ চন্দ্র মজুমদার ও মা নিরুপমা দেবী। গ্রামের সবুজ ঘেরা পরিবেশেই কেটেছে তাঁর শৈশব। সময়ের সঙ্গে মানুষের জীবনের পরিবর্তন, দিনযাপনের আদবকায়দা সবটাই একটা সময় নিজের কলমের মাধ্যমে তুলে ধরেছিলেন তিনি।

কবি ভবানী প্রসাদ মজুমদার পেশায় ছিলেন একজন শিক্ষক। বিশিষ্ট এই কবি ও ছড়াকার হাওড়া জেলার শানপুর গ্রামের কালিতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। পরে তিনি সেই বিদ্যালয়েরই প্রধান শিক্ষক হিসাবেও নিযুক্ত হয়েছিলেন। আর সেই সঙ্গেই চালিয়ে গিয়েছেন লেখালেখি। সেজন্য রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পেয়েছেন রাষ্ট্রীয় পুরস্কার। এছাড়াও পেয়েছেন 'শিশুসাহিত্য পরিষদ পুরস্কার', 'অভিজ্ঞান স্মারক', 'ছড়া সাহিত্য পুরস্কার'-সহ একশোর বেশি পুরস্কার। তাঁর হাতে সুকুমার রায় শতবার্ষিকী পুরস্কার তুলে দিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে পেয়েছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী পুরস্কার। এ ছাড়াও আরও বহু সম্মানে ভূষিত হয়েছেন।

প্রশ্ন জমা দিলেও অধ্যক্ষ বিধায়কদের একাংশকে ভৎসনা করেছেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ প্রশ্ন জমা দিলেও নির্ধারিত দিনে অনুপস্থিত থেকে অধিবেশন কক্ষে তা উত্থাপন না করায় অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বিধায়কদের একাংশকে ভৎসনা করেছেন। আজ বিধানসভায় প্রশ্ন উত্তর পর্বে তিনি বলেন অনেক বিধায়ক প্রশ্ন জমা দেওয়ার পরে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী তার উত্তর দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে আসলেও ওই সদস্য সেইদিন সভায় অনুপস্থিত থেকে প্রশ্ন উত্থাপন না করায় সভার কাজ বিঘ্নিত হচ্ছে। এইরকম পরিস্থিতি চলতে থাকলে তিনি কঠোর পদক্ষেপ নেবেন বলে জানিয়েছেন।

পার্থ উপর কি নতুন করে নজর ইডির

এবার তৃণমূলের সেই কাউন্সিলরকেই তলব করল ইডি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃএবার প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য দাসগুপ্তকে তলব করল ইডি। আগামিকাল সিজিও কমপ্লেক্সে ডেকে পাঠানো হয়েছে তাঁকে। নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেফতার হওয়া রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত এই বাপ্পা। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর বাড়িতেও তাঁর যাতায়াত ছিল বলেও তৃণমূলের তরফ থেকে দাবি করা হয়।আর তা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পার্থ 'ঘনিষ্ঠ' আরও এক কাউন্সিলরকে তলব করল ইডি। ইডি তলব করছে কলকাতা পুরসভার ১০১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্তকে। চলতি সপ্তাহেই তাঁকে ইডির কলকাতার দফতর সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাটুলি, নাকতলা-সহ সংলগ্ন এলাকায় গত ১০ বছরের বেশি সময় ধরে বাপ্পাদিত্যের 'দাপট' সর্বজনবিদিত। সাম্প্রতিক সময়ে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থের 'ঘনিষ্ঠ এবং আস্থাভাজন' হিসাবেও পরিচিতি গড়ে উঠেছিল তাঁর। ইডি মনে করছে, পার্থের সঙ্গে নিয়মিত ওঠাবসা ছিল বাপ্পাদিত্যের। তাই নিয়োগ মামলায় পার্থের ভূমিকা সম্পর্কে বাপ্পাদিত্য অনেকটাই জানেন বলে মনে করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। প্রাথমিকের মামলায় পার্থের ভূমিকা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই বাপ্পাদিত্যকে চলতি সপ্তাহে ইডি দফতরে তলব করা হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর।

পাশাপাশি ইডির একটি সূত্র এ-ও দাবি করেছে যে, পার্থের বাড়িতে কাদের যাতায়াত ছিল এবং সেখানে কী নিয়ে বৈঠক চলত, তা নিয়েও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তৃণমূল কাউন্সিলরকে।গত বছরের নভেম্বর মাসে নিয়োগকাণ্ডে নাম জড়ায় বাপ্পাদিত্যের। তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে চাকরি সংক্রান্ত নথি পাওয়া গিয়েছিল বলে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই একটি সূত্র দাবি করেছিল। সূত্রের খবর, নিয়োগের সুপারিশপত্রও পাওয়া গিয়েছিল। এর আগে ২৫ জানুয়ারি সিবিআইয়ের তলবে নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিয়েছিলেন বাপ্পাদিত্য। সেখানে তাঁকে নিয়োগ মামলায় ধৃত রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থের বাড়িতে কারা আসতেন, সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। নিজাম প্যালেস থেকে বেরোনোর সময় সে কথা নিজেই জানিয়েছিলেন বাপ্পাদিত্য।

প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ 'ঘনিষ্ঠ' হিসাবে পরিচিত আরেক কাউন্সিলর পার্থ সরকারকে তলব করেছিল ইডি। এই পার্থ রাজনৈতিক মহলে 'ভজা' নামেই অধিক পরিচিত। তিনি বহু দিন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর আপ্তসহায়ক হিসাবে কাজ করেছেন। এর আগে ইডির তলব এড়ালেও গত ২৩ জানুয়ারি তিনি সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দেন। রাত পর্যন্ত সিজিওতে জেরা করা হয় তাঁকে।

সূত্রের খবর, নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে প্রাক্তন শিক্ষমন্ত্রীর ভূমিকা আরও গভীরে খতিয়ে দেখতেই তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল ইডি।সিবিআই দাবি করেছিল, শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে কাকে নিয়োগ করা হবে, কাকে সরানো হবে, পার্থ সেই প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করতেন। যাঁরা এই কাজে তাঁকে সাহায্য করতেন না, তাঁদের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর কোপে পড়তে হত। পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হত তাঁদের। পার্থের বাড়িতে বিভিন্ন বৈঠক হত। যাঁরা দুর্নীতিতে সাহায্য করতেন না, তাঁদের সরিয়ে দেওয়ারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সিবিআইয়ের পর ইডিও এ বার বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে বলে সূত্রের খবর। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার একটি সূত্র এ-ও দাবি করছে যে, প্রাথমিকের নিয়োগে পার্থের কী ভূমিকা ছিল, তা-ও খতিয়ে দেখতে চাইছে ইডি। আর তা নিয়েই ভজার পর এ বার বাপ্পাদিত্যকে তলব করা হয়েছে বলে ইডি সূত্রে খবর।

বাংলার নারী সুরক্ষা নিয়ে তোপ অগ্নিমিত্রার, পালটা তোপ চন্দ্রিমার

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ সম্প্রতি মুর্শিদাবাদে ১৩ বছরের মেয়েকে খুন করার অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। মালদার ১০ বছরের মেয়ের গলা কাটা দেহ উদ্ধার হয়েছে। গত শনিবার দিঘায় ঘুরতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন এক পর্যটক। এই ঘটনাগুলিকে সামনে রেখেই বাংলার নারী সুরক্ষা নিয়ে বুধবার বিধানসভায় মুলতুবি প্রস্তাব আনে বিজেপি। এর পাল্টা প্রতিক্রিয়া ধেয়ে এসেছে শাসক শিবির থেকে। রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, এরা এখানে নারীর সুরক্ষা নিয়ে কথা বলছে। কিন্তু বিলকিস বানো কিংবা মণিপুরের ঘটনা নিয়ে বিজেপি কোনও কথা বলে না কেন? আসলে শান্ত বাংলাকে অশান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। তৃণমূল বিধায়ক তাপস রায় বলেন, বিজেপির বিধায়করা বিধানসভায় অংশগ্রহণ করতে চান না, তাই পরিকল্পিতভাবে বিশৃঙ্খলা তৈরি করেন। এর আগে বগটুই, হাঁসখালি, জয়নগর নিয়েও কথা বলতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করে বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, বিধানসভা রয়েছে কী জন্য? আমাদের যদি কথাই বলতে না দেওয়া হয়, তাহলে বিধানসভার অধিবেশন ডেকে কী লাভ? প্রয়োজনে আমরা বিধানসভা বয়কট করব।

পরে অগ্নিমিত্রা বলেন, বয়কট করা উচিত। কারণ, আমাদের জনপ্রতিনিধিদের কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না। শুধু কি বাজেট পেশ করার জন্য বিধানসভা? তাই এই বিষয়টি দলের উচ্চ নেতৃত্বকে জানাব।

লকেটকে শ্রীরামপুর লোকসভায় চাপিয়ে দেওয়া চলবে না, এই মর্মে পোস্টার পড়ল হুগলিতে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি,৭ ফেব্রুয়ারিঃ লকেট চট্টোপাধ্যায়কে শ্রীরামপুর লোকসভায় চাপিয়ে দেওয়া চলবে না, এই মর্মে পোস্টার পড়ল বৈদ্যবাটি, শেওড়াফুলি ও শ্রীরামপুরে। সামনেই লোকসভা ভোট। স্থানীয় স্তরে শুরু হয়েছে চর্চা কে কোথায় প্রার্থী হবেন! ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে হুগলিতে জিতে সাংসদ হয়েছিলেন লকেট চট্টোপাধ্যায়।সেই হুগলির বিজেপি সাংসদের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়ল শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রে। পোস্টারে লেখা হয়েছে, ''কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে আবেদন বহিরাগত পরিযায়ী লকেট চট্টোপাধ্যায়কে শ্রীরামপুর লোকসভায় চাপিয়ে দেওয়া চলবে না। তৃণমূলকে হারাতে শ্রীরামপুরের ভূমিপুত্র চাই। এই কথার নীচে বন্ধনীতে লেখা হয়েছে, ''দয়া করে কেউ আমাদের তৃণমূল বা কংগ্রেস বলবেন না, আমরা বিজেপি কর্মী। শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের শেওড়াফুলি, বৈদ্যবাটি, শ্রীরামপুর-সহ একাধিক জায়গায় দেখা গেছে এমন পোস্টার। আর এনিয়ে শুরু হয়েছে তৃণমূল বিজেপি তরজা। বিজেপি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি মোহন আদক বলেন, ''লকেট চট্টোপাধ্যায় আবার হুগলি থেকে জিতে সাংসদ হবেন। তৃণমূলের আপামর নেতারা দুর্নীতিতে ডুবে রয়েছেন। সেদিক থেকে নজর ঘোরাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এই পোস্টার মারা হয়েছে। এসব করে লাভ হবে না বিজেপি ৪০০ আসন নিয়ে আবার সরকার গড়বে নরেন্দ্র মোদী পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হবেন। তৃণমূল হুগলি জেলা সহ সভাপতি বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, ''শুনলাম শ্রীরামপুর লকেট চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে পোস্টার পরেছে বিজেপির নাম দিয়ে। বাংলায় ৪২ টাই তৃনমূল জিতবে কোথাও পালিয়ে বাঁচা যাবে না। হুগলিতে দাঁড়ালে এবার পাঁচ লক্ষ ভোটে হারবে তাই শ্রীরামপুর পালাচ্ছে। তাঁর কথায়, ''৪২ টা আসনেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী। আর শ্রীরামপুরে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে লকেটকে বিজেপিই হারাবে।

বসিরহাট সুপার স্পেশালিটিতে নাইট শেল্টারের ভার্চুয়াল উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

সৌরভ দাশ, বসিরহাট, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ বুধবার বসিরহাট জেলা হাসপাতালের সুপার স্পেশালিটি ভবনের পাশে নব নির্মিত নাইট শেল্টার এর ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বসিরহাট মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ চিকিৎসার জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালে আসেন।বসিরহাট সন্নিহিত এলাকা,টাকী, হাসনাবাদ সহ মহকুমার বেশ কিছু এলাকার সঙ্গে সড়ক বা রেল যোগাযোগ থাকলেও মহকুমার দুরবর্তী এলাকা যেমন নদী বেষ্টিত সুন্দরবন লাগোয়া এলাকা মূলত হিঙ্গলগঞ্জ,সন্দেশখালি থেকে বসিরহাট দুরবর্তী হওয়ায়, চিকিৎসাধীন পরিজন কে রেখে বাড়ি ফিরে ফের পরের দিন যথা সময়ে আসতে পারার ঝুঁকি সামলাতে অনেকে হাসপাতাল লাগোয়া স্থানেই রাত কাটান।পাশাপাশি চিকিৎসাধীন নিকটজনের প্রয়োজনেও অনেক কেই রাত কাটাতে হয় বসিরহাট জেলা হাসপাতালের অঙ্গনে।স্বাভাবিক ভাবেই হাসপাতাল লাগোয়া স্থানে কোনো জায়গায় বা অনেক ক্ষেত্রেই খোলা আকাশের নীচে ই রাত কাটাতে হয় রোগী আত্মীয়দের। এবার তাদের কথা মাথায় রেখে নাইট শেল্টারের উদ্বোধন হলো বসিরহাট জেলা হাসপাতালে। মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়াল উদ্বোধনের সময় এই নব নির্মিত ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট দক্ষিনের বিধায়ক ডা. সপ্তর্ষি ব্যানার্জী, এটিএম আব্দুল্লা রণি সহ, হাসপাতালে র আধিকারিক সহ অন্যান্নরা। যারা রাত্রি বাস করবেন তাদের থেকে মেনটেনেন্স চার্জ নেওয়া হবে কিনা সরকারের তরফে তা এখনও ঠিক করা হয়নি।এই ব্যাবস্থার মাধ্যমে দুর দুরান্ত থেকে আসা রোগী আত্মীয়রা খুব উপকৃত হবে,প্রায় দেড় শত জন এই স্থানে রাত্রি যাপন করতে পারবে বলে জানান বসিরহাট দক্ষিনের বিধায়ক।

সাড়া মেলেনি দ্বিতীয় ডাকেও, শাহজাহানের বিরুদ্ধে কি ভাবছে ইডি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ইডির দেওয়া সময়সীমা পার, দ্বিতীয় তলবে এখনও এলেন না শেখ শাহজাহান। রেশন বণ্টন দুর্নীতিকাণ্ডের তদন্তে আজ সকাল সাড়ে ১০টায় সন্দেশখালির তৃণমূল নেতাকে তলব করে ইডি ।এবার কী পদক্ষেপ করবে ইডি? সেদিকেই নজর সকলের।রেশন বন্টন দুর্নীতিতে দীর্ঘদিন ধরে নজরে সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখ। ৫ জানুয়ারি পর গত ২৪ তারিখ উত্তর ২৪ পরগনায় সন্দেশখালির সরবেড়িয়ায় শাহজাহানের বাড়ির তালা ভেঙে ইডি তল্লাশি চালায়। সেদিনই বাড়ির দরজায় নোটিস দিয়ে তাঁকে গত ২৯ জানুয়ারি সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করা হয়। যদিও সেদিন তিনি যাননি। কোনও পরিচিতর মাধ্যমে ইডির সঙ্গে যোগাযোগও করেননি শাহজাহান। সম্প্রতি তাঁকে মেল পাঠায় ইডি। বুধবার তাঁকে হাজিরা দিতে বলা হয়। যদিও দ্বিতীয়বার তিনি আদৌ হাজিরায় সাড়া দেবেন কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন ছিল ইডির অন্দরে।সেই আশঙ্কাই সত্যি হল। এদিনও হাজিরা দিলেন না শাহজাহান। এবার কী পদক্ষেপ করবে ইডি? ফের তাঁকে তলব করা হতে পারে। যেহেতু শাহজাহানের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই লুক আউট নোটিস জারি করা হয়েছে, তাই তিনি হাজিরা দিলে ইডির হাতে গ্রেপ্তারও হতে পারেন বলে ধারণা আইনজীবীদের। তবে ইডির সূত্র জানিয়েছে, শাহজাহান যদি একেবারেই তলবে সাড়া না দেন, তবে তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার পথে যেতে পারেন গোয়েন্দারা। ইতিমধ্যেই ইডির তরফে শাহজাহান ও তাঁর পরিবারের লোকেদের সম্পত্তির খতিয়ান নেওয়া শুরু হয়েছে। এই ব্যাপারে আইনজীবী ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে ইডি।

প্রস্তুতি ভালো হয়নি, এই কারণে বাড়ি থেকে উধাও দুই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, আজমের শরিফ থেকে তাদের উদ্ধার করল রিষড়া থানার পুলিশ

বনস্পতি দে, হুগলি, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ ঘটনার সূত্রপাত ২৯ জানুয়ারি। ওইদিন রিষড়ার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের আরএন শাহ রোডের বাসিন্দা দুই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী পড়তে যাবে বলে বাড়ি থেকে বের হয়। সহপাঠিদের জানায়, তারা জেরক্স করাতে যাবে। তার পর খাবারের দোকানে যায়। সেখান থেকে আর খোঁজ পাওয়া যায়নি তাদের। সেই থেকে বন্ধ মোবাইল। ওইদিন রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ছাত্রীরা বাড়িতে ফোন করে জানায় তারা বিপদে। এর পরই ফোন বন্ধ হয়ে যায়। তখন ছাত্রীর

পরিবার রিষড়া থানার দ্বারস্থ হয়। রিষড়া থানার পুলিশ ছাত্রীদের ছবি অন্যান্য থানায় দেয়। জিআরপি-কেও মেসেজ করা হয়। ছাত্রীদের মোবাইলের শেষ টাওয়ার লোকেশন বর্ধমান দেখানোয় পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান পুলিশের কন্ট্রোল রুমেও জানানো হয়।

চন্দননগর পুলিশ কমিশনার অমিত পি জগলভি নিজে বিষয়টির তদন্ত করেন। পরেরদিন জানা যায়, রাজস্থানের আজমের শরিফে রয়েছে দুই ছাত্রী। সেখানকার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে চন্দননগর কমিশনারেটের পুলিশ। দুই ছাত্রীকে উদ্ধার করে নিরাপদ জায়গায় রাখা হয়। রিষড়া থানা থেকে একটি টিম রওনা হয় আজমের শরিফের পথে। বুধবার সকালে তাদের নিয়ে ফেরে পুলিশ। চন্দননগর পুলিশ কমিশনার জানান, দুই ছাত্রী কোথায় যেতে পারে তার খোঁজ করতে গিয়ে তাদের মোবাইল ট্রাক করা হয়। পাশাপাশি দেখা যায় তাদের ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুকের মতো সামাজিক মাধ্যমও। সেই সময়ই আজমের শরিফে সন্ধান মেলে। রিষড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান জাহিদ হাসান খান বলেন, ''দুই ছাত্রী রিষড়ার একটি স্কুলের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল। আমরা ভেবেছিলাম হয়ত অপহরণ হয়েছে। পরে জানা যায় মাধ্যমিকের প্রস্তুতি না হওয়ায় তারা পালিয়ে যায়।

কার নির্দেশে সুপার নিউমোরারি পোস্ট, নিয়োগ মামলায় আদালতের প্রশ্ন রাজ্যকে

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আবারও প্রশ্ন মুখে রাজ্য সরকার। সুপার নিউমেরারি পোস্টে কেন দুর্নীতিগ্রস্তদের তালিকায় রাখা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাইকোর্ট। রাজ্য সরকারের কাছে এ বিষয়ে উত্তর চাওয়া হয়েছে। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে চাকরির দাবিতে রাস্তায় বসে আছেন, তাঁরা চাকরি পাবেন বলেই ওই পোস্ট তৈরি করার কথা বলেছিল রাজ্য সরকার। শুরু থেকেই ওই পদ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হওয়ায় নিয়োগে স্থগিতাদেশও দিয়েছিল আদালত। এবার রাজ্যের কাছে এ বিষয়ে জবাব তলব করা হয়েছে। বুধবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে ছিল এই মামলার শুনানি। আগামী সোমবার হাইকোর্টে এ বিষয়ে হলফনামা জমা দেবে রাজ্য সরকার ও এসএসসি। এই মামলায় এর আগে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বিচারপতির ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে মামলা হয়। সেখান থেকে মামলাটি এখন সুপ্রিমকোর্টের বিচারাধিন। অন্যদিকে এই সুপার নিউমোরারি পোস্ট তৈরি নিয়েই পৃথক একটি মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে।এদিন এজলাসে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, ''এই পোস্টটা তৈরি হয়েছে চাকরিহারাদের চাকরি দেওয়ার জন্য। এই শিক্ষকদের জন্য চিন্তিত নয়। কারণ, তাঁরা চাকরি পাওয়ার জন্য ঝুলোঝুলি করবে, তারপর বলবে আমাকে বাড়ির কাছে বদলি দাও। আজকে উৎসশ্রী, কাল শুভশ্রী বলে আবেদন করবে! পিএফ, বেতন-সহ একাধিক বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবে। আসল কাজ পড়াবে না।

এসএলএসটি-র চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগে আইনি জট কাটছে ঃ কুণাল

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ নবম থেকে দ্বাদশ (এসএলএসটি)-এর শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষা চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগে আইনি জট কাটার ব্যাপারে আরও এক ধাপ অগ্রসর হওয়া গিয়েছে বলে দাবি করলেন তৃণমূলের মুখাপাত্র তথা শাসকদলের অন্যতম রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ। কুণালের আরও দাবি, আগামী সোমবার এই নিয়োগ জট কাটার ব্যাপারে বড় পদক্ষেপ হতে পারে। বুধবার এসএলএসটি নিয়োগ জটিলতা নিয়ে মামলার শুনানি ছিল কলকাতা হাই কোর্টে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে। রাজ্যের তরফে সওয়াল করেন অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত। বস্তুত, এ বিষয়েই কিশোরের সঙ্গে কথা বলতে গত সোমবার হাই কোর্টে গিয়েছিলেন কুণাল। দীর্ঘ ক্ষণ দু'জনের মধ্যে কথা হয়েছিল। বুধবারের শুনানির পর অ্যাডভোকেট জেনারেলকে ধন্যবাদ জানিয়ে কুণাল এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ''মনে রাখুন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়োগের সব ব্যবস্থা করে দিলেও বিরোধীদের অন্যায্য মামলার জটে আটকে ছিলেন যোগ্যরা।'' কুণাল লিখেছেন, ''আশা করি খুব শিগগিরই সবার মুখে হাসি ফুটবে। জট কাটার দিকে এগোচ্ছে।'' পরে কুণাল ফোনে বলেন, ''অ্যাডভোকেট জেনারেল যথাযথ সওয়াল করার কারণেই বিচারপতি এত কম সময়ের মধ্যে ফের শুনানির দিন ধার্য করেছেন।

পানীয় জল ও রাস্তা নিয়ে অভিযোগের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর প্রকাশ রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ পানীয় জল ও রাস্তার সমস্যা নিয়ে অভিযোগ জানানোর জন্য রাজ্য সরকার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর প্রকাশ করেছে। আজ বিধানসভায় অধিবেশনের প্রথমার্ধে পূর্ত মন্ত্রী পুলক রায় রাস্তা সংক্রান্ত অভিযোগ জানানোর জন্য ৯০৮৮৮২২১১১ এবং পানীয় জল সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগের ক্ষেত্রে ৮৯০২০২২২২২ নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ করা যাবে বলে জানান। পাশাপাশি জল সংক্রান্ত বিষয়ে অভিযোগ জানানোর জন্য বিধানসভার লবিতে একটি জন অভিযোগ ড্রপবক্স বসানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার জল প্রকল্পে রাজ্যকে টাকা দিচ্ছে না বলে তিনি আজ আবার অভিযোগ করেন। কেন্দ্র টাকা না দেওয়ায় রাজ্যের ৭৫ শতাংশ অর্থ খরচ বহন করতে হচ্ছে বলেও মন্ত্রী জানিয়েছেন।

প্রশাসনের হস্তক্ষেপে বন্ধ হলো অবৈধভাবে পুকুর ভরাট

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ অবৈধভাবে পুকুর ভরাট বন্ধ হলো প্রশাসনের হস্তক্ষেপে। বুধবার উলুবেড়িয়া ১নং ব্লকের মহেশপুর পঞ্চায়েতের দাভাঙ্গা গ্রামের খাঁ পাড়ায় ভুমি দপ্তরের রেকর্ড ভুক্ত একটি পুকুর অবৈধভাবে ভরাট করার কাজ চলছিল, গ্রামবাসীদের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে বন্ধ হলো অবৈধভাবে পুকুর ভরাটের কাজ। মঙ্গলবার উলুবেড়িয়া ১নং ব্লক প্রশাসন,ভুমি সংস্কার দপ্তর, উলুবেড়িয়া থানা ও স্থানীয় মহেশপুর পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে পুকুর ভরাট বন্ধ করে দেয়া হয়। ভুমি সংস্কার দপ্তরের পক্ষ হতে জানা যায় রায়তি সম্পত্তির ৬ ডেসিবেল জায়গা পুকুর হিসাবে রেকর্ড ভুক্ত এবং তার মালিক ২৩ জন।

ম্যাসাজের নামে নাবালিকাদের দিয়ে মধুচক্র, কলকাতায় পুলিশের কবলে ২

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ ম্যাসাজের নামে নাবালিকাদের দিয়ে মধুচক্র! কলকাতায় পুলিশের কবলে ২উত্তর কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিটের একটি ম্যাসেজ পার্লারে একটু বেশি কড়ি ফেললেই ম্যাসাজ করবে নাবালিকারা। এমন টোপেই খদ্দের পৌঁছে যেত সেই ম্যাসাজ পার্লারে। অর্থাৎ ম্যাসাজ পার্লারের নামে মধুচক্র। ঘটনায় দুই কিশোরী নাবালিকাকে উদ্ধার করলেন লালবাজারের গোয়েন্দারা। এছাড়াও উত্তর কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিটের এই ম্যাসেজ পার্লার থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আরও চার সাবালিকা তরুণীকেও।পুলিশ জানিয়েছে, এই ম্যাসাজ পার্লার তথা মধুচক্র থেকে ধৃত চক্রের দুই মাথারা হচ্ছে পূর্ব কলকাতার নারকেলডাঙার বাসিন্দা বিন্দেশ্বর ঠাকুর ও উত্তর শহরতলির কামারহাটির বাসিন্দা শাহনওয়াজ হোসেন ওরফে নিখিল। তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ পকসো আইনে মামলা রুজু করেছে। তারা বিভিন্নভাবে রাস্তায় পোস্টার দিয়ে বিজ্ঞাপন দিত। এ ছাড়াও এজেন্টের মাধ্যমেও ম্যাসাজ পার্লারে আসতে ইচ্ছুক, এমন ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করত। একই সঙ্গে তারা চাকরির টোপ দিয়ে কলকাতা ও তার আশপাশের অঞ্চল থেকে নাবালিকা ও তরুণীদের নিয়ে আসত ম্যাসাজ পার্লারে। এখানে তাদের যৌন ব্যবসায় নামতে বাধ্য করা হত। বিজ্ঞাপনে যে খদ্দেররা সাড়া দিত, তাদের রাজাবাজার বা শিয়ালদহে আসতে বলা হত। সেখান থেকে রাজাবাজার হয়ে রাজা রামমোহন রায় রোডের ওই ম্যাসাজ পার্লারে নিয়ে যাওয়া হত।

ইন্ডিয়ান ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক্স ম্যানুফ্যাকচারার্স এ্যাসোসিয়েশনের ৩ দিনের সেমিনার শুরু হলো বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে। অনুষ্ঠানে ইমা-র কর্মকর্তাদের সঙ্গে সি.ই.এস. সির ম্যানেজিং ডিরেক্টর দেবাশিস ব্যানার্জী। ছবি -আশিস কুমার ঘোষ

বন্যপ্রানী হামলায় মৃত্যু, পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ ২০১১ সাল থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বন্যপ্রানী হামলায় যে ৬৭৫ জনের মৃত্যু হয়েছে বন সম্পদ রক্ষায় রাজ্য সরকার তাদের পরিবারের একজনকে স্বেচ্ছাসেবকের চাকরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মৃতের পরিবারকে এককালীন ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরন দেওয়া ছাড়াও পরিবারের একজন সদস্যকে চুক্তির ভিত্তিতে মাসিক বারো হাজার টাকা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এই কাজ দেওয়া হচ্ছে বলে বন বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী বীরবাহা হাসদা জানিয়েছেন। ইতিমধ্যেই কয়েকজনের হাতে এই নিয়োগ পত্র তুলে দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। উল্লেখ্য এই সময়ে রাজ্যের উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলায় সব চেয়ে বেশি ১৬৩ জনের মৃত্যূ হয়েছে। সারা রাজ্যে সবচেয়ে বেশি ৫৮৬ জনের মৃত্যু হয়েছে হাতির আক্রমনে।

জয়নগরে সাহাজাদাপুরের ময়লাপোতায় শুরু হয়েছে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র তৈরির কাজ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ ১৫৪ বছরের প্রাচীন জয়নগর মজিলপুর পুরসভা এলাকায় ৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে। এর জেরে পচনশীল ও অপচনশীল পদার্থের পৃথকীকরন কাজ সহজ হবে বলে মনে করেন পুরসভা প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা। পুরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার বলেন, ৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকায় এই কেন্দ্র নির্মাণ চলছে।পুরসভার সব ওয়ার্ডের বর্জ্য পদার্থ এখানে ফেলা হবে। তারপর তা পৃথকীকরন করে সার উৎপন্ন করে তা বাজার জাত করা হবে।পুরসভা থেকে কিছু দূরে জয়নগর ২ নং ব্লকের সাহাজাদাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ময়লাপোতা এলাকায় ১০ বিঘা জমিতে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের নির্মাণের কাজ চলছে জোরকদমে।সম্প্রতি এর উদ্বোধন করেছেন জয়নগর

বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস। জয়নগর মজিলপুর পুরসভা ১৪টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত।জনসংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার। প্রত্যেক ওয়ার্ডের পুর নাগরিকদের পচনশীল ও অপচনশীল পদার্থ ফেলার জন্য সবুজ ও নীল বালতি দেওয়া হয়েছে। সেই সব বর্জ্য পদার্থ এই ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের পাশেই জমা করা হচ্ছে। পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মণ্ডল বলেন, জমিতে শেড নির্মাণ করা হবে। তারপর সেখানে মেশিনের মাধ্যমে পৃথকীকরনের কাজ শুরু হবে। পুরসভার আয় বাড়াতে উন্নত মানের সার তৈরি করে তা বাজারজাত করে আয় বৃদ্ধি করবে। প্ল্যাস্টিক গুলো একেবারে আলাদা করা হবে।আর পুরসভার এই উদ্যোগে খুশি এলাকার মানুষ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ৬৯ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৪ মাঘ ১৪৩০

‘এক দেশ এক নির্বাচন’

একই ভোটাররা লোকসভায় এবং বিধানসভায় ভোট দেবে। এতে কারোর কোনও রকমভাবে বারণ করার কোনও কারণ দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা এবং সংবিধান বিশেষজ্ঞরা বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন, ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের লক্ষ্য নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং সঙ্ঘ পরিবারের সদস্যরা মিলে দেশটাকে একনায়কতান্ত্রিকতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে এক দেশ এক নির্বাচন চালু হলে কয়েক হাজার কোটি টাকার সাশ্রয় হবে। মানুষকে বারবার ভোট দেওয়ার জন্য হয়রানি হতে হবে না। দেশের সবচেয়ে বড় নির্বাচন হলো লোকসভার নির্বাচন। তারপরে রয়েছে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন। এই দুটো নির্বাচনকে সুষ্ঠু এবং অবাধ করতে গেলে যে কত কোটি টাকা ব্যয় হয় সেটা দেশের জনগণ জানেই না। তাদের দেওয়া করের টাকা দিয়ে নির্বাচন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে কেবল ব্যয় করতে হচ্ছে। অন্থত দেশের উন্নয়ন এতে ব্যাহত হচ্ছে। যদি দুটো নির্বাচনকে এক সঙ্গে করা যায় তাহলে অনেক টাকা বেঁচে যায় যা পরবর্তীকালে দেশের উন্নয়নের স্বার্থে ব্যয় করা যেতে পারে বা দেশের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে ব্যয় করা যেতে পারে। এই মুহূর্তে দেশের ঘাড়ের ওপরে নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করে দিয়েছে চিন এবং পাকিস্তান। এই দুটো দেশ বারবার ভারতকে আঘাত দেওয়ার চেষ্টা করছে। ফলে ভারতের প্রতিরক্ষা বিভাগকে শক্তিশালী করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ভারতের প্রতিরক্ষা বিভাগকে শক্তিশালী না করতে পারলে আগামী দিনে কাশ্মীর, লাদাখ এবং চিন সীমান্তে ভারতের অঞ্চলগুলো বেহাত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দেশের সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করতে আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হতে হবে ভারতকে পাশাপাশি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় শক্তিশালী হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। স্থল বাহিনী থেকে শুরু করে বায়ু সেনা এবং নৌবাহিনীকে আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজন রয়েছে। চিন যেভাবে তাদের প্রতিরক্ষা বিভাগকে শক্তিশালী করেছে ভারতেরও প্রয়োজন সেই রকম শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তোলার। সেই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে মোদি সরকার। আগামি দিনে ভারতে রাফাল বিমান তৈরি করা হবে। বিশ্বের বেশ কয়েকটি উন্নতশীল দেশ ভারতে তাদের অস্ত্র কারখানা গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ভারত শ্রমিক দেবে। কারখানা তৈরি করার স্থান দেবে। কিন্তু অস্ত্র উৎপাদনের একটি অংশ ভারতকে বরাদ দিতে হবে। অস্ত্র ভারতের খুবই প্রয়োজন। বিশেষ করে পরমানু অস্ত্র। ভারতকে পরমানু শক্তিশালী দেশে পরিণত করতে হবে। এখন গোটা বিশ্ব পরমানু শক্তির ওপরে নির্ভর করে চলে। বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলো পরমানু জ্বালানি ব্যবহার করে তারা উৎপাদন করতে শুরু করে দিয়েছে। ফলে আণবিক শক্তির ভারতের খুবই প্রয়োজন। সেই আণবিক এবং পরমানু শক্তি সঞ্চয় করতে গেলে অর্থের প্রয়োজন। দেশের আর্থিক অবস্থা একেবারে কাহিল বলা যেতে পারে। দেশের সম্পদ লুটপাট করে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই লুটপাটের হাত থেকে যদি বাদ দিয়ে দেশটাকে কীভাবে রক্ষা করা যেতে পারে বিদেশি শক্তির হাত থেকে তার দিকে লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন রয়েছে। যতই আমরা হিন্দি চিনি ভাই ভাই বলিনা কেন চিন কিন্তু ভারতের জমি দখল করার দিকে নজর দিয়ে থাকে। তারা এই নীতি থেকে সরে আছে না। ফলে চিন থেকে ভারতকে রক্ষা করতে গেলে এখন বিশাল অঙ্কের টাকার প্রয়োজন রয়েছে। সেই টাকা কীভাবে জোগাড় করা যেতে পারে এবং দেশের যে আর্থিক আয় হচ্ছে তার থেকে ব্যয় কমিয়ে কীভাবে অর্থ সঞ্চয় করা যেতে পারে তার নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। তার জন্যই বলা হচ্ছে এক দেশ এক নির্বাচন। অতীতেও এক দেশ এক নির্বাচনের পক্ষে সাওয়াল করে ছিলেন লালকৃষ্ণ আদবানি।

বাজারে ভারত চাল

এবারে বাজারে এলো ভারত চাল। আগামি দিনে প্রতিটি রাজ্যে ভারত চাল বিক্রি করার ব্যবস্থা করা হবে। এই ভারত চালের মূল্য ধরা হয়েছে কেজি প্রতি ২৯ টাকা। চাল বিক্রির সূচনা করেন মন্ত্রী পীযূষ গয়াল। দিল্লিতে একশোটি চলমান ভ্যান গাড়ির উদ্বোধন করেন তিনি। পাওয়া যাবে ৫ এবং ১০ কেজির মোড়কে। দুই সরকারি সমবায় সংস্থা নাফেড এবং এনসিসিএফ এর খুচরো বিক্রয় কেন্দ্র কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারকে মোট পাঁচ লক্ষ টন চাল দেবে ফুট করপোরেশন। এর আগে ২৭.৫০ টাকা দরে ভারত আটা এবং ৬০ টাকা কেজি দরে ভারত চানা বিক্রি করেছিল সরকার। দেকিে অর্থমন্ত্রী দাবি করেছেন যে বাজারে পচনশীল পণ্যের সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ার জন্য মূল্যবৃদ্ধি হার বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট কমিটি নিয়মিত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে শুরু করে দিয়েছে। একন বাজারে মূল্যবৃদ্ধি হার নিয়ন্ত্রণে এসেছে। যদিও অনেকে বলতে শুরু করে দিয়েছে যে বাস্তব পরিস্থিতি আরও অনেক বেশি কঠিন। পশ্চিমবঙ্গ ফোরাম অব ট্রেডার্স অর্গানাইজেশন এর সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ কোলে বলেছেন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য অনেক উঁচুতে। শীতকালে কাচা আনাজের দাম কম থাকে। তবুও বেগুন কড়াইশুঁটি দাম এখন ৪০ টাকা কেজি। ফুলকপি বিক্রি হচ্ছে ১৫ টাকায়। তা এখন কোনও কোনও বাজারে ২৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। বেট্রাল সারের দাম কমেনি। তাই আনাজেদর দাম কমছে না। অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী বলেছেন যে এক কোটি আয়ে মানুষের সংখ্যা বেড়ে ২.১৬ লক্ষ হয়েছে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে মা সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

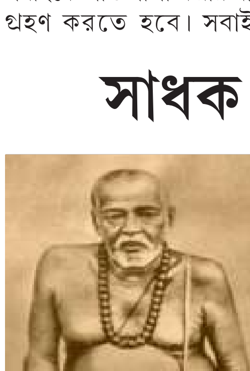

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, তারাপীঠের কালী মন্দির বন্ধ থাকলেও কয়েকদিন ধরে তারাপীঠে ভক্তদের ভিড় হতে শুরু করে দিয়েছে। সাধক বামাক্ষ্যাপার সাধনার স্থান হচ্ছে তারাপীঠ। বামাক্ষ্যাপা বলতেন, নারী জাতিতে সম্মান না রাখলে একটি সমাজ সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে। স্ত্রী জাতি কাউকে দোষারোপ করে না। স্ত্রী জাতি কাউকে ঘৃনা করতে শেখায় না। মা কালী স্বয়ং নারীরূপী ভগবান। তিনি ভয়ঙ্করী হলেও তিনি সৃষ্টি কর্ত্রী। তিনি এই বিশ্বের ধারক এবং বাহক। তারাপীঠের মা হচ্ছেন জ্ঞান চক্ষু দানকারী। তিনি জ্ঞান চক্ষু দিয়ে থাকেন। জগতকে চেনাতে শেখান। তিনি আছেন বলেই তার সন্তানরা শক্তিশালী এবং বলবান হয়ে থাকেন। মা তার সন্তানদের জ্ঞান চক্ষু দান করে থাকেন। মা হচ্ছেন সর্বশক্তির অধিকারিনী। তিনি শক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি শক্তি দেন বলেই তাঁর সন্তানরা মাথা উঁচু করে হাঁটতে পারে। জীবনটাকে শক্তির সঙ্গে পরিচালনা করতে হবে তবেই উত্তরণ ঘটবে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এলাহাবাদের ‘আনন্দভবন’ একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠল

রবীন্দ্র কুমার শীল
(পূর্ব প্রকাশের পর)

এই বাড়িতে আসার আগে তিনি সেখানে আধুনিক সংস্কার করেন। সেই বাড়িতে সুইমিং পুল থেকে শুরু করে, সবুজ ঘাসের বিশাল প্রান্তর ও টেনিস কোর্ট পর্যন্ত তৈরি করেছিলেন। অভিজাত ইণ্ডিয়ান হাউসের মতো সেটাকে রূপ দেওয়ার দিকে নজর দিয়েছিলেন মতিলাল। তারপরে মতিলাল সেই বাড়ির নামকরণ করলেন ‘আনন্দ ভবন’ বা ‘সিটি অব জয়’। তখন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর বয়স মাত্র এগারো বছর। এই সম্পত্তির আসল মালিক ছিলেন এলাহাদাবাদের শেখ ফৈরাজ আলি। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে এই বালোটি বিনা ভাড়ায় বসবাস করতে দিয়েছিল ১৮৬১ সালে যখন সিপাহী বিদ্রোহের ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশদের পক্ষ নিয়েছিলেন। এটা তারই উপহার স্বরূপ ছিল। ১৮৭৩ সালে ফৈয়াজ আলি মারা গেলেন তখন তার পুত্র ছিল একেবারে নাবালক। তার ফলে আদালত তত্ত্বাবধানে সম্পত্তি দেখাশুনা করার দায়িত্বভার গ্রহণ করলো। ১৮৮৮ সালে তাঁর উত্তারাধিকারীদের অনুরোধে আদালত জেলা কালেক্টরদের সম্পত্তি বিক্রিকরার আদেশ দিল। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সৈয়দ আহমেদ খানের পুত্র এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি সৈয়দ মহম্মদ এই বাড়িটি ৯ হাজার টাকায় ক্রয় করেন। তারপরে তিনি এই বাড়িটির সংস্কার করেছিলেন। ছয় বছর বাদে ১৮৯৪ সালে মহম্মদ রাজা জয়কৃষেন দাসকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন ২০ হাজার বা ১৯ হাজার টাকা দিয়ে। তারপরে যখন মতিলাল নেহরুর হাতে এই সম্পত্তি এসে উপস্থিত হল তখন তিনি এটিকে আধুনিকীকরণ করছিলেন। তাঁর জীবন সগ্রাম স্বার্থক হল। তিনি এবারে অভিজাত সম্প্রদায়ের একজন হয়ে উপস্থিত হলেন। সেই সময়ে সুইমিং পুলে আলোর ব্যবস্থা করেছিলেন মতিলাল। সেখানে সাঁতার কাটতেন জওহরলাল । তাঁর বোন বিজয় লক্ষনী বাবার সঙ্গে টেনিস খেলতেন। সেই সময়ে মতিলাল বাড়িতে জনসমাবেশ করতেন সেখানে সাহেব থেকে শুরু করে উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার থেকে শুরু করে অভিজাত শ্রেণির লোকেরা উপস্থিত থাকতো। সেখানে উপস্থিত থাকতেন জওহরলাল নেহরু। জওহরলালের মা স্বরূপরানি ভারতীয় বেশভূষা পরতেন। তিনি বাড়ির অভিজাত সম্প্রদায়ের সমাবেশে যোগদান করতেন। তিনি সামান্য ইংরেজি জানতেন। তিনি বাড়ির মধ্যেই আভিজাত্যকে ধরে রাখতেন তা বাইরে প্রকাশ করতেন না। মতিলাল ওকালতি ব্যবসায় সাফল্য লাভ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তার ফলে তিনি তখন এলাবাদ ওকালতি জগতে বিখ্যাত আইনজীবী হিসাবে পরিচিত হতে থাকলেন। তিনি পরিস্কার করে বলতেন আমি টাকা পাওয়ার জন্য আইনী ব্যবসা করছি। তিনি লখনউতে তালুকদারদের মামলায় অংশ গ্রহণ করতেন এবং রাজার মতো সেখানে বসবাস থেকে শুরু করে চলাফেরা করতেন। এরপরে মতিলাল তাঁর পুত্র জওহরলালকে আইসিএস করা জন্য চিন্তাভাবনা করতে শুরু করলেন। ব্রিজলাল নেহরুকে অক্সফোর্ড পাঠালেন ১৯০৫ সালে। ১৯০০ সালে যখন জওহরলাল মাত্র দশ বছরের তখন মতিলাল একজন সাহেবিয়ানায় দক্ষ ইরেজি শিক্ষক নিয়োগ করেছিলেন জওহরলালকে ইংরেজি ভাষা শেখানোর জন্য। তারপরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে জওহরলালকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষক দিয়ে শিক্ষা দেওয়াবেন যাতে সব বিষয়ে পারদর্শী হতে পারে। পণ্ডিত গঙ্গানাথা ঝা’কে নিয়োগ করলেন সংস্কৃত এবং হিন্দি শিক্ষক হিসাবে। তারপরে যাতে সঠিক পদ্ধতিতে আইসিএস পঠনপাঠন গ্রহণ করতে পারে তার জন্য আইরিশ-বেলজিয়ান ফার্দিনান্দ টি ব্রুকসকে গৃহ শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করলেন। এই শিক্ষককে মতিলালের কাছে পাঠিয়ে ছিলেন অ্যানি বেসান্ত (১৮৪৭-১৯৩৩)। অ্যানি বেসান্ত একজন রাজনীতিবিদ ও দার্শনিক ছিলেন পাশাপাশি তিনি আবার জর্জ বানার্ড শ’র পরিচিত ছিলেন। ফার্দিনান্দ জওহরলালকে এমনভবে শিক্ষিত করে দিয়েছিলেন যা পরবর্তীকালে ভারতের রাজনীতিবিদ হতে সাহায্য করছিল । শিক্ষক ব্রুকসের অধীনে জওহরলাল ছিলেন ১৯০১ সাল থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত। সেই সময়ে বালক জওহরলালকে সুশিক্ষিত করতে ব্রুকস বই পড়ার অভ্যাস তৈরি করে দিয়েছিলেন। বিশ্বের সেরা সেরা পণ্ডিতদের বই পড়তে থাকতেন বালক জওহরলাল। তাঁর ইংরেজি বইয়ের মধ্যে ছিল লুইস ক্যারলের ফ্যানটাসি জঙ্গল বুকস, ডন কইসট, ওয়ালটার স্কট, চার্লস ডিকেনস, উইলিয়াম মেকপিস, থ্যাকার, এইচজি ওয়েলস, মার্ক টোয়েন, সালর্ক হোমস, অ্যান্টনি হোপ, পিটার

ইবসেন সহ আপও বিভিন্ন স্বাদের বই। ইংরেজি ক্লাসিক্যাল বইগুলি পড়ানোর নেশা তৈরি করে দিয়েছিলেন বালক জওহপকে শিক্ষক ব্রুকস। ব্রুকস জওহরলালকে ইংরজি কবিতা পড়া করা থেকে শুরু করে ইংরজি কবিতা রচনা করাও শিখিয়েছিলেন। সেই কারণে আমরা দেখতে পাই যে জওহরলালের ইংরেজি ভাষার একটি মাধুর্য ছিল। জওহরলাল আবার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) কবিতা পড়তে বেশি ভালোবাসতেন। তবে জওহরলাল নেহরু ছবি আঁকা এবং গানের ওপরে আকর্ষিত হতে পারেনি। তবে শিল্প নিয়ে তিনি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতেন। তিনি প্রায় সময়ে রাজনীতি এবং ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। ব্রুকস আবার জওহরলালকে বৌদ্ধ, হিন্দু এবং গ্রীক সাহিত্য সম্পর্কে উৎসাহিত করেছিলেন। বৌদ্ধদের ধর্মপাদ, উপনিষদ, ‘ভাগবত গীতা’ নিয়ে জওহরলাল চর্চা করতেন। জাতিরজনক মহাত্মা গান্ধি (১৮৬৯-১৯৪৮) ভারতীয় ‘উপনিষদ’, ‘ভাগবত গীতা’ পাঠ করেছিলেন তরুণ বয়সকালে তখন তিনি বিলাতে ছিলেন। ১৯০৫ সালে রুশ জাপান যুদ্ধ শুরু হলে জওহরলাল জাপান সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকেন এবং জাপান সম্পর্কিত বই নিযে এসে পড়তে শুরু করলেন। এই পাঠ গ্রহণ করার ফলে তিনি ভারতের স্বাধীনতা এবং এশিয়ার স্বাধীনতা সম্পর্কে ধারনা লাভ করতে থাকেন। বাড়িতে একাকী থাকতেন জওহরলাল। তাঁর এই একাকী থারার জীবনটা বিলাতে হ্যারো স্কুলে পড়ার সময়ে কাজে লেগেছিল। সুভাষ চন্দ্র বোস (১৮৯৭-১৮৪৫) কেমব্রিজের অসাধারণ ছাত্র হিসাবে ছিলেন। তবুও তিনি ভাগ্যবান ছিলেন না ফিজউইলিয়াম মাধ্যমের। সুভাষ বোস বেশি ভাগ্যবান ছিলেন তাঁর বন্ধুত্বের সাথে, কিন্তু জওহরলাল কারোর সঙ্গে বেশি মিশতে পারতেন না বন্ধুত্বও বেশি দিন রাখতে পারতেন না। প্রায় সময়ে তিনি খুব গুরুগম্ভীর ব্যাপারে যুক্ত হয়ে পড়তেন। সুভাষ বোস যেমন সঙ্গীত পচ্ছন্দ করতেন। তিনি কবি নজরুলের ‘কারার ওই লোহ কপাট’ টি যেমন পচ্ছন্দ করতেন আবার নজরুলের ‘দুর্গম গিরি কান্তার মেরু’ গানটি নিজের কণ্ঠে গাইতেন। পণ্ডিত জহেরলাল কোনও সময়ে নিজের কণ্ঠে গান গাইতেন না। বা করোর গান শুনতে ভালো লাগলেও নিজ কণ্ঠে গান গাইতেন না। মতিলাল যখন কোর্টে যেতেন সকাল বেলায় তখন তাঁর বাড়িতে লোকে পরিপূর্ণ থাকতো। আবার আদালত থেকে ফিরে আসার পর বাড়িটা আলোয় ঝলমল করতো এবং তার সঙ্গে চলতো হাসাহাসি, আড্ডা এবং বিতর্ক। মতিলাল এই বাড়ির একক মলিক ছিলেন। তাঁর আদেশে বাড়ির সব কাজ সমাপ্ত হতো। তিনি ছিলেন শেষ কথা। কোন চাকরের ওপরে রেগে গেলে তিনি শাস্তি দিতেন। তবে ছোটোখাটো বিষয়ে তিনি মাথা ঘামাতেন না। যখন কোনও সময়ে খারাপ পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে তখনই তিনি হাল ধরতেন এবং কঠোর হাতে তা দমন করতেন। বড়ির মহিলাদের মধ্যে ধর্মাচরণ করতে তিনি মত দিয়েছিলেন। কিন্তু মহিলারা কোনও সময়ে কোনও অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে পারতো না। মতিলালের আন্দভবন দুইটি অন্দরে বিভক্ত ছিল। সামনের প্রথম দিকে ঘরগুলিতে মতিলালের অফিস যেখান দিয়ে বাগান দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে আবার পাশ্চাত্য ঘরানা পদ্ধতিতে ঘরগুলি সন্নিবিষ্ট ছিল। একদিকে ভারতীয় ঘারানা এবং অন্য দিকে পাশ্চাত্য ঘারানা। ভারতীয় ঘারানার দেখভাল করতেন মতিলালের স্ত্রী স্বরূপারানি। সেখানে ভারতীয় রান্নার পরিবেশ ছিল। ব্রাহ্মণ পাচক থেকে শুরু করে উচ্চবর্ণের হিন্দু চাকরও থাকতো। এখানে স্বরূপরানি থাকতেন এবং খানাপিনা করতেন। তাঁর বোন বিবিমা এবং জওহর এই অংশে থাকতেন। বাড়ির পাশ্চাত্য ঘারানা অংশের দায়িত্বে ছিলেন মিস স্মিথ। সেখানে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান থেকে শুরু করে মুসলিম চাকরও ছিল। সেই সময়ে এই দুই জগতের সঙ্গে কোনও রকম ঝামেলা সৃষ্টি হতো না। সবার মধ্যে একটি সদভাব বজায় ছিল। স্ত্রী স্বরূপরানি স্বামীর সঙ্গে কখনও কখন খাবার টেবিলে গিয়ে উপস্থিত হতেন এবং ছেলের সঙ্গে খারার টেবিলে যোগ দিতেন। শুধু মাত্র মতিলালের জন্য কাজের সময় ইচ্ছা মতো খাবার মিলে দেওয়া হতো এবং খেতেন পাশ্চাত্য ঘারানার খাবার টেবিলে। বালক জওহরলাল মা, মাসি, পিসিদের সঙ্গে থাকতেন এবং মাঝে মধ্যে গঙ্গায় যেতেন মায়ের সঙ্গে। তাঁর বড় কাকা ব্রিটিশদের ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ করতেন এবং কোনও ইংরেজদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতেন না। তিনি অনুভূতিকে একটি মধ্যস্থতায় নিয়ে আসতে সক্ষম হতেন। রাজনীতিতে তিনি উচ্চস্থান গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। জওহরলাল নিজের অনুভূতিকেএকটি মধ্যস্থতায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তিনি ভয়ঙ্কর রকমের ভয় পেতে কেউ যদি উগ্র মেজাজ ধারন করতো। মতিলাল রেগে গেলে চাকরদের মারধোর করতেন তখন জওহরলাল তা দেখেও কেনও কথা বলতেন না। তিনি শুধু চুপ করে পিতার রাগান্বিত আচরণ দেখতে থাকতেন। পিতা মতিলালের পেন চুরি নিয়ে ছোটবেলায় তাঁকে আঘাত সহ্য করতে হয়েছিল। তখন পিতার প্রতি কোনও বিরাগ পোষন করেননি। তবে তিনি তখন বাড়ির একজন ছেলে হয়ে এই সাজাকে মেনে নিয়েছিলেন। জওহরলাল এই সময় থেকে পোগনীয়তা এবং বুদ্ধিচালনা গ্রহণ করতে শিখে নিয়েছিল। এই ধরনের আচরণ দেখত পাওয়া গিয়েছিল রাজনীতির করার সময়ে। জওহরলাল আনন্দ ভবনে থেকে অন্যান্য স্থানীয় ভারতীয়দের মতো চালচলন শিখতে অভ্যস্ত হল না। সেই সময়ে পণ্ডিত নেহরুর মনের মধ্যে কোনও দেশত্ববোধ এবং জাতীয়বোধ জাগ্রত হয়নি। পরিবারের বহুজন দূর দূরান্তে থাকলে তারা এলাহাবাদে এসে বসবাস করতে শুরু করে এবং সেই সময়ে তারা পার্শ্ববর্তী মানুষদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক তৈরি করার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন না এবং স্থানীয় মানুষের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতেন। এলাহাবাদ শহরের জীবন সংস্কৃতি সম্পর্কে তারা অজ্ঞাত ছিল। জওহরলাল এই বিষয়টাকে প্রকাশ করেছে। তিনি তা চাপা রাখেননি। সেই সময়ে বহু কাশ্মীরা এলাহাবাদে বসবাস করতো

ভারত বাংলাদেশের মধ্যে দ্বৈরথ শুরু ঃ ঢাকা ও দিল্লির মধ্যে টানাপোড়েন টাঙ্গাইল শাড়ির স্বত্ব নিয়ে

বেশ কয়েক বছর আগে বাংলার রসগোল্লার জিআই নিয়ে শুরু হয়েছিল ওড়িশার সঙ্গে লড়াই। তাতে বাংলা জিতে গিয়েছিল। জিআই তকমা পেয়েছিল বাংলা। কলকাতার বাগবাজারের বাসিন্দা নবীন চন্দ্র দাস প্রথম রসগোল্লা তৈরি করেছিলেন বলে ইতিহাসবিদরা স্বীকার করে নিয়েছেন। ওড়িশা হেরে গিয়েছিল। তবুও ওড়িশা সরকার বলেছিল আগামি দিনে আরও তথ্য সংগ্রহ করে রসগোল্লার জিআই পাওয়ার জন্য লড়াই করবে। এত সহজে তারা হার মেনে নেবে না। এবারে ভারত বাংলাদেশে মধ্যে শাড়ির জিআই নিয়ে দ্বৈরথ শুরু হয়ে গেল। টাঙ্গাইল শাড়ি স্বত্ব কার তা নিয়ে তৈরি হল দর কষাকষি। ভারত টাঙ্গাইল শাড়ির স্বত্ব নিয়ে জেনিভার ওয়ার্ল্ড ইনটেকলেচ্যুয়াল প্রপার্টি অরগাইনেজেশন (উইপো) কাছে আবেদন করে তা সম্প্রতি পেয়েছে। এদিকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে টাঙ্গাইল শাড়ি বাংলা বা ভারতের নয়, এটা তাদের পণ্য। কারণ টাঙ্গাইল বাংলাদেশে অবস্থিত। ভৌগলিক দিয়ে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে টাঙ্গাইল এখন বাংলাদেশের অবস্থিত। সেই কারণে বাংলাদেশের জোর বেশি। কিন্তু ভারত সেই স্বত্ব নিয়ে নেওয়ার ফলে বাংলাদেশের কপালে ভাঁজ পড়তে শুরু করেছে। কূটনৈতিক সূত্র থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে দেরিতে হলেও বাংলাদেশ সরকার এ ব্যাপারে তৎপর হতে শুরু করেছে। তারা ইউপোর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে টাঙ্গাইল শাড়ির জন্য স্বত্ব আবেদন করেছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিয়মানুসারে একাধিক দেশ তথ্যপ্রমাণ সহ স্বত্বাধিকারের জন্য আবেদন করতে পারে। এমনকী অন্য দেশ প্রথমে করলেও তার পরে আর একটি দেশ আবেদন করতে পারে। এই সব ক্ষেত্রে ইউপো সব কিছু খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। গত জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে টাঙ্গাইল শাড়িকে পশ্চিমবঙ্গের ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ভারতের শিল্প বাণিজ্য মন্ত্রকের অধীন পেটেন্ট ডিজাইন এবং ট্রেড মার্কস বিভাগের তরফ থেকে এ কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। সুন্দরবনের মধুও পশ্চিমবঙ্গ নিজস্ব পণ্য হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ‘জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন রেজিস্ট্রি’ তথ্য থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এর জন্য আবেদন করেছিল। টাঙ্গাইল শাড়িকে ধরা হয়েছিল নদিয়া এবং পূর্ব বর্ধমানের পণ্য হিসাবে। টাঙ্গাইল শাড়ি জিআই পশ্চিমবঙ্গ লাভ করার পরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত সবাইকে অভিনন্দন জানান। এই সংবাদ প্রকাশ্যে আসার পরই বাংলাদেশ ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। তারা এর প্রতিবাদ করে টাঙ্গাইল প্রেস ক্লাবের সমানে মানব বন্ধন করেছিল বাংলাদশের নাগরিকেরা। কর্মসূচির শেষে বক্তারা বলতে শুরু করে দিয়েছিল টাঙ্গাইল বাংলাদেশের গর্ব। ভারত তা কোনও সময়ে পেতে পারে না। বাংলাদেশকে বঞ্চিত করে টাঙ্গাইল শাড়ির স্বত্ব তুলে দেওয়া হল ভারতকে। বাংলাদেশ এর প্রতিবাদ করবে। টাঙ্গাইল

শাড়ির সঙ্গে বাংলাদেশের টাঙ্গাইলের নাম জড়িত হয়ে রয়েছে। ভারত কীভাবে টাঙ্গাইল শড়ির স্বত্ব পেল তা নিয়ে প্রতিবাদ করা উচিত। টাঙ্গাইল শাড়ির জিআই পাওয়ার অধিকার বহন করে একমাত্র বাংলাদেশ। এদিকে বিশেষজ্ঞরা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে এই শড়ির উৎপত্তি স্থল হিসাবে উঠে আসতে শুরু করে দিয়েছে ভিন্ন স্থানের নাম। তার মধ্যে রয়েছে পাথরাইল, নলশোধা, ঘারিন্দাসহ টাঙ্গাইলের এমন বাইশ তেইশটি গ্রাম। এইসব গ্রামগুলিকে এক সঙ্গে বলা হতো বাইশ গ্রাম। এই গ্রামে টাঙ্গাইল শিল্পরা বসবাস করতো। তাদের পদবি ছিল বসাক। ভারত স্বাধীনতা লাভ করলে এবং দেশ ভাগ হয়ে গেলে টাঙ্গাইল শিল্পরী ভারতে চলে আসে। তাদের বসতি নদিয়ার ফুলিয়া এবং পূর্ব বর্ধমানের ধাত্রী গ্রাম ও সমুদ্রগড়ে। ফলে সেখানেই এই টাঙ্গাইল শাড়ি পরিচিতি লাভ করে। জানা গিয়েছে বাংলাদেশের জিআই পণ্যের সংখ্যা হল ১৭টি। ২০২৩ সালে নিবন্ধ পণ্যের সংখ্যা হল নাটোরের কাঁচাগোল্লা, বাংলাদেশের শীতলপাটি, রাসশাহির শিল্ক, রংপুরের শতরঞ্চি, কালিজিরা চাল, দিনাজপুরের কাটারী ভোগ চাল এবং নেত্রকোনার সাদামাটি। এছাড়াও বাগদা চিংড়ি, বগুড়ার দই, নববগঞ্জের ল্যাংড়া ও আশ্বিনা আমও রয়েছে। বাংলাদেশের জামদানি ২০১৬ সালে জিআই লাভ করে। এরপরে বাংলাদেশের ইলিশ ২০১৭ সালে, খিরসাপতি আম ২০১৯ সালে, ঢাখাই মসলিন ২০২০ সালে জিআই লাভ করে বাংলাদেশ। এর পর থেকে বাংলাদেশ এই সব পণ্যগুলিতে নিজস্ব পণ্য বলে বিশ্বের কাছে স্বীকৃতি লাভ করছে। এদিকে টাঙ্গাইল শাড়ি নিয়ে যেভাবে বাংলাদেশ জুড়ে প্রতিবাদ হতে শুরু করে দিয়েছে তাতে ভারত বাংলাদেশের মধ্যে এই নিয়ে একটি আলোচনায় বসা উচিত বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। টাঙ্গাইল শাড়ির সঙ্গে টাঙ্গাইল অঞ্চলের নাম জড়িত হয়ে থাকলে শিল্পীরা ভারত ভাগ হওয়ার সময়ে পূর্ব পাকিস্তান (আধুনা বাংলাদেশ) ছেড়ে ভারতে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করে।

চিন্তা নেই, জম্মু কাশ্মীরে ভোট যথা সময়ে হবে

জম্মু কাশ্মীরের নির্বাচন নিয়ে বিরোধী দলের সাংসদেরা সরব হতে শুরু করে দিয়েছেন। সরকার থেকে পরিস্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে জম্মু কাশ্মীরের অবস্থা স্বাভাবিক হলে তবেই সেখানে বিধানসভার নির্বাচন। বিরোধী দলের নেতারা যেভাবে কেন্দ্রের ওপরে চাপ দিতে শুরু করে দিয়েছে তাতে মনে হচ্ছে বিরোধী দলের কোনও লাভ রয়েছে দ্রুত জম্মু কাশ্মীর অঞ্চলকে রাজ্যে পরিণত করার। সরকার থেকে বলা হয়েছে পাকিস্তানের সঙ্গে তাদের সাধারণ নির্বাচন। তারপরে সেখানে সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তান অতীতের যে অবস্থানে ছিল তাকে আরও শক্তিশালী করতে পাকিস্তানের আগামি দিনের নয়া সরকার উদ্যোগী হবে। সব দিক খতিয়ে দেখেই সবে কাশ্মীরে নির্বাচন করা হবে। তার আগে কোনও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে না। এদিকে এক দেশ এক ভোট করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার তৎপর হতে শুরু করে দিয়েছে। কাশ্মীরের আবদুল্লা পরিবারের থেকে এ ব্যাপারে আপত্তি উঠতে শুরু করেছে। তারা বলতে শুরু করেছে যে বিজেপি দল এখন কাশ্মীরে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে চাইছে। কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদার রাজ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। বিজেপি সরকার সেই বিশেষ রাজ্যের মর্যাদাকে বিদায় দিয়ে দিয়েছে। তার ফলে কাশ্মীর এখন ভারতের অন্য রাজ্যগুলির মতোই অবস্থান করবে। বিধানসভার নির্বাচনের সঙ্গে লোকসভার নির্বাচন করা হবে কিনা তা নিয়ে দিল্লিতে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে বিরোধী দলগুলিকে বৈঠকে ডাকা হয়েছে। বিরোধী দলের নেতারা সবাই এক দেশ এক ভোট করা বিরোধিতা করতে শুরু করেছে। এদিকে বণিকসভাগুলি এক দেশ এক ভোট করার পক্ষে সায় দিয়েছে। তার বলেছে যে ভারতের মতো একটি গবির দেশের বারবার ভোট করে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করটা একেবারেই অনুচিত। এখন ব্যয় কমাতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারও ব্যয় কমানোর দিকে বেশি করে ঝোঁক দিতে শুরু করেছে। যার ফলে এক দেশ এক ভোট এখন প্রধান মুখ্য আলোচনা সূচিতে পরিণত হয়েছে। আগামি দিনে এক দেশ এক ভোট করার দিকে ভারত এগিয়ে চলবে। এদিকে বিজেপি দলের নেতারা বলতে শুরু করেছেন যে যারা গণতন্ত্র নষ্ট হয়ে যাবে এক দেশ এক ভোট করলে বলতে শুরু করেছেন তাদের জানা থাকা উচিত যে আমেরিকার মতো দেশ গণতন্ত্র নষ্ট হয়ে যায়নি। সেখানেও গণতন্ত্র রয়েছে। প্রেসিডেন্টিশিপ রুল চালু থাকলে সেখানকার গণতন্ত্র অত্যন্ত শক্তিশালী। ফলে যারা গণতন্ত্র বিপন্ন হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছেন তারা আসলে ক্ষমতা হারানোর ভয় পেতে শুরু করেছেন। তারা চাইছেন ভারত ক্রমশ পিছনের দিকে পড়ে থাক। এগানোর কোনও দরকার নেই।

কলকাতার কথা ঃ আকাশবাণীর ঐতিহ্য

শহর কলকাতায় তৈরি হল ১৯২৭ সালে রেডিও সম্প্রচার। জন্ম গ্রহণ করলো ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি। ১৯৩৬ সালে তার নাম পাল্টে হল অল ইণ্ডিয়া রেডিও। পরে রবীন্দ্রনাথ আকাশবাণী নাম দেন। এখানেই মহালায়ার দিন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র চণ্টীপাঠ করে সারা বিশ্বের বাঙালি সমাজকে একেবারে মাতিয়ে দিয়েছিলেন। মহালয়া অনুষ্ঠান করার সময়ে বহু

পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। বাংলার সব বিখ্যাত শিল্পীদের এক সঙ্গে করা খুবই কঠিন কাজ ছিল। তার মধ্যে আবার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের হল জ্বর। তিনি গাইতে পারবেন না বলে জানালেন। দ্বীজেন মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে গাওয়ানো হল ‘জাগো দুর্গা’ গানটি যা হেমন্ত মুখার্জির গাওয়ার কথা ছিল। মহালয়ার সুরকার ছিলেন পঙ্কজ মল্লিক। খুবই নিয়মনিষ্ঠা ছিলেন। সেই সময়ে বাংলার সব শিল্পীরা চণ্ডীপাঠে অংশ গ্রহণ করে কোনও পয়সা গ্রহণ করেনি।

চিঠি ঃ কলকাতার পরিবেশ দূষিত হচ্ছে

কলকাতার শব্দ দূষণের পাশপাশি । পরিবেশ দূষিত হতে শরু করেছে। এটা আরও ভয়ঙ্কর ব্যাপার। কলকাতা কার্বনডাই অক্সাইডে ডুবে যাচ্ছে। সেখান থেকে রক্ষা পাওয়া খুবই মুশ্‌কিল সেবন করা। সেটা হচ্ছে না। ফলে ক্যান্সার রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কান্সার মুক্ত কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তুলতে গেলে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। সচেতন হতে হবে। ক্যান্সার রোগকে রাজ্যে নিরোগ করে তোলার জন্য প্রয়োজনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। না হলে কলকাতা একেবারে মৃত নগরী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। বিদেশিরা এই শহর দেখতে আসবে না। পরিদর্শন করতে আসবে না। কলকাতাকে তারা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবে। এদিকে বিদেশি শিক্ষা বা জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হবে কলকাতাবাসীরা। এই বিদেশি জ্ঞান বা শিক্ষা বাংলাকে মহান করেছে। দূষণ কলকাতার গতিকে স্তব্ধ করে দেবে। একেবারে পঙ্গু করে দেবে কলকাতাকে। এর থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় আমাদেরকেই খুঁজে বের করতে হবে।। পরিবেশ সম্পর্কে সবাইকে সচেতন হতে হবে। তবেই কলকাতা রক্ষা পাবে না। নাহলে কলকাতা মৃত নগরী হিসাবে স্থান লাভ করবে। আগামি দিনে কোনও বিদেশি পর্যটকেরা কলকাতা সফর করতে ইচ্ছা প্রকাশ করবে না। আসুন বিযাক্ত পরিবেশ মুক্ত করি। **রতনলাল সরকার, কলকাতা-৭০০০১৪**

ওয়েবসাইটে ভ্যাকেন্সি লিস্ট, স্বচ্ছ মেরিট লিস্ট, প্যানেল সহ কাউন্সিলিং-র ভিডিওগ্রাফি

সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশে শিক্ষক নিয়োগ করতে চলেছে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ

তনয় কুমার মিশ্র, মালদা, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ এ যেন উল্টো পুরান! স্বচ্ছ প্যানেল আগেই তৈরি হয়েছিল! এবার ডিপিএস সি থেকে ওয়েবসাইডে তৈরি হল স্বচ্ছ ভেকেন্সি লিস্ট! কাউন্সিলিং কক্ষে হচ্ছে ভিডিওগ্রাফি ! প্রধান শিক্ষক পোস্টিং এর মতোই বুধবার থেকে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সংসদ শিক্ষক নিয়োগ করতে চলেছে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ। আগামী তিনদিন বুধ-বৃহস্পতি- শুক্রবার এই কাউন্সেলিং উপলক্ষ্যে প্রাথমিক সংসদে ভিড় উপর পরে। সংসদ সূত্রে খবর, ২০২২ সালের টেট পরীক্ষায় নিয়োগের প্যানেল অনুযায়ী যে তালিকা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ থেকে এসেছে সেই ভিত্তিতেই আজ বুধবার থেকে শুরু হয় নিয়োগের কাউন্সেলিং এবং প্যানেল ভুক্ত কর্মপ্রার্থীদের নথিপত্র যাচাই। এই নিয়োগে পোস্টিং নিয়ে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কাউন্সেলিংয়ের ভিডিওগ্রাফি করে প্রাথমিক সংসদ। শুধু তাই নয়, কোন কোন স্কুলে শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে সেই তালিকা মঙ্গলবারই ওয়েবসাইটে আগাম প্রকাশও করে দেওয়া হয়েছে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের তরফে। কিছুদিন আগেই মালদা জেলায় প্রাইমারি স্কুলে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। তাতে 'স্বচ্ছতা' বজায় রাখতে অভিনব পদ্ধতিতে কাউন্সেলিং করে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ। এবারে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২০২২ সালের টেট পরীক্ষার প্যানেল ভুক্ত ৪৮৩ জনকে প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য আজ বুধবার থেকে অভিনব পদ্ধতিতে কাউন্সেলিং প্রাথমিক সংসদ। আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি অবধি সেই কাউন্সেলিং পর্ব চলবে। প্রথম দিন ১৫৭ জন প্যানেলভুক্ত কর্মপ্রার্থীর কাউন্সেলিং হয়। জানা গেছে মোট তেরা সৃজন ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সেলিং ছাড়াও ৮৫ জনের স্টেট কাউন্সেলিং হবে। কেমন হলো কাউন্সেলিং ? সংসদ সূত্রে খবর, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ থেকে নিয়োগের যে প্যানেল এসেছে, সেই প্যানেল অনুযায়ী আগে কর্মপ্রার্থীদের নথিপত্র যাচাই করা হবে। পরে ১৫ থেকে ২০ জন কর্মপ্রার্থীকে সংসদেরই একটি হলঘরে ঢুকিয়ে সিরিয়াল নম্বর অনুযায়ী আসনে বসানো হয়। এরপরেই জায়ান্ট স্ক্রিনে জেলার কোন কোন স্কুলে শিক্ষক পদ ফাঁকা রয়েছে তা দেখানো হবে। সেই মতো বসার আসনের সিরিয়াল অনুযায়ী কর্মপ্রার্থীরা তাঁর স্কুল চিহ্নিত করে নেন নিয়ম মেনে। পুরো কাউন্সেলিং পর্ব ভিডিয়োগ্রাফি করে রাখা হবে এবং রুদ্ধদ্বারেই সবটা হবে। কাউন্সেলিং শেষে সুনির্দিষ্ট স্কুলের নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হবে কর্মপ্রার্থীদের হাতে। চাকরি প্রার্থী আইরিন বিশ্বাস জানিয়েছেন সম্পূর্ণ ফ্রেশ অ্যাপয়েন্টমেন্ট হল। কাউন্সেলিং এ কোন দুর্নীতি হয়নি। ভেবেছিলাম শিক্ষা ক্ষেত্রে যা নৈরাজ্য হচ্ছে তাতে আর কোনদিন চাকরি হবে না। কিন্তু কাউকে কোন এক পয়সা না দিয়ে এত স্বচ্ছ ভাবে নিয়োগ পাবো তা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেনি। মালদা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারপার্সন বাসন্তী বর্মণ বলেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী কাউন্সেলিং করে নিয়োগ পত্র দেওয়া হবে। নিয়োগের পোস্টিংয়ে স্বচ্ছতা বজায় রাখতেই ওই পদ্ধতিতে কাউন্সেলিং করা হবে। সবাই সবটা দেখে স্কুল বেছে নেবেন। কোন কোন স্কুলের শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে তা আমরা মঙ্গলবার ওয়েবসাইটে প্রকাশও করে দিয়েছি।

বাঘেদের খাদ্য ভান্ডার সুনিশ্চিতের লক্ষ্যে ৫২টি হরিণ ছাড়া হলো বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ বাঘেদের খাদ্য ভান্ডার সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ফের ৫২টি চিতল হরিণ ছাড়া হলো বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে। এই হরিণ গুলিকে বেথুয়াদাহারী ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি থেকে বক্সায় নিয়ে আসা হয়েছে। এই নিয়ে ধাপে ধাপে বক্সার জঙ্গলে গত তিন বছরে মোট কয়েকশো চিতল হরিণ ছাড়া হলো। বক্সার জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে সম্বর ও বার্কিং ডিয়ার থাকলেও, বাঘেদের খাদ্য তালিকার অতিপ্রিয় চিতল হরিণের বসতি কম ছিল বক্সায়। স্বাভাবিক কারনেই ওই ঘাটতি মেটাতে রাজ্যের বিভিন্ন অভয়ারণ্য থেকে বক্সার জঙ্গলে চিতল হরিণ নিয়ে আসার পরিকল্পনা নেয় বনদপ্তর। বুধবার বনদপ্তরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে ৫২টি চিতল হরিন বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের রাজাভাতখাওয়া জঙ্গলের কোর এলাকাতে ছাড়া হয়।

ABRIDGE TENDER NOTICE

NIT NO- WB/PM/CHP/EO/ NIT_29/2023-24

E-Tenders are hereby invited by Executive Officer on behalf of Chandipur Panchayat Samity, Last Date of submission of tender is on **15 th February, 2024 up to 17:00 hrs.** All other details will be available in **www.wbtenders.gov.in** or in the office notice board during office hours up to maintain date.

Sd/- Executive Officer
Chandipur Panchayat Samity

যশমান দীপক লিমিটেড
কর্পোরেট পরিচয় নম্বর: L67120WB1975PLCO29901
নিবন্ধিত অফিস: ৫৮, রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রিট, প্রথম তলা, কালাকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০০৭
ইমেইল: yashmandeepakltdgmail.com
ওয়েবসাইট: www.yashmandeepak.com
যোগাযোগের নং ৯৮৩৯০৩৪৪৪২

নোটিশ

সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৭-এর সাথে পড়া রেগুলেশন ২৯ অনুসারে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানির প্রশাসনিক কার্যালয় ৪৯ এমআইজি, রতন লাল নগর, কানপুর-২০৮০২২, বিকাল ৩.৩০ টায়, ৩১শে ডিসেম্বর,২০২৩-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য কোম্পানির অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা ও অনুমোদন করার জন্য।

বোর্ডের পক্ষে
যশমান দীপক লিমিটেড
এসডি-
(সুপ্রীত কৌর)
কোম্পানি সচিব,
সদস্য সংখ্যা A46267

স্থানঃ কানপুর
তারিখঃ ০৭.০২.২০২৪

রঙিয়া ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজগুলি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ আরটি-ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-৩১-২০২৩-২৪, তারিখ ঃ ০৫-০২-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার নং ঃ আরটি-ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-৩১-২০২৩-২৪; কাজের নাম ঃ** (ক) সরভোগে ২১.৬/৩০.২৪ এমভিএ ট্রান্সফরমারের কনজারভেটর ট্যাঙ্কে এমওএলজি সরঞ্জাম পরীক্ষা/মেরামত করা। (খ) নিউ বঙাইগাঁও টিএসএস-এ এয়ারসেলের চার্জিং এবং তার পরিদর্শনের জন্য তদারকি। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ১৪,৭৭,৬০০/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ২৯,৬০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ২৩-০২-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখুন।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ওএইচই নবীকরণ কাজের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-৩৩-২০২৩-২৪। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **টেণ্ডার সংখ্যা. ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-৩৩-২০২৩-২৪। কাজের নামঃ** (ক) রঙ্গিয়া মণ্ডলে-৩৭৯/৫-৬ এ প্রস্তাবিত আরইউবি/এলএইচএসের জন্যে ওএইচই নবীকরণ কাজের ব্যবস্থা করা। (খ) রঙ্গিয়া মণ্ডলে-৩৭৯/৫-৬ এ প্রস্তাবিত আরইউবির জন্যে ওএইচই নবীকরণ কাজের ব্যবস্থা করা। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৯৯,৭১,৯৫১.৭৮/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,৯৯,৪০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়** ২৬-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।

জ্যেষ্ঠ ডিইই, রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

NABASTHA-II GRAM PANCHAYAT
PALSIT: BARDHAMAN-II P.S: PURBA BARDHAMAN
Notice Inviting e-Tender/NIT No. 44/ NAB-II/2023, Dated-05/02/2024

"The Prodhan, NABASTHA-II Gram Panchayat." Invites e-tender for Installation of Community Garbage Containers for collecting the biodegrable and non biodegrable waste materials at various places. Last date of submission of Bid on **17/02/2024 up to 10.00 Am**. Date of opening of tender (online): **19/02/2024 at 12.00 pm**. For details please visit website **https://wbtender.gov.in**

Sd/- Prodhan
Nabastha-II Gram Panchayat

লামডিং ডিভিশনে সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এসআর.ডিইই/এলএমজি/৩৬ অফ ২০২৩-২৪। তারিখ: ০৫-০২-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **ক্রম নং. -১; টেন্ডার নং.:** ইএল/এলএম/২৩-২৪/২৭। **কাজের নাম:** দুই বছরের জন্য শিলচর কোচিং ডিপোতে প্রাইমারি রক্ষণাবেক্ষণ করা রেকের পাওয়ার কারগুলিতে আনুষাঙ্গিকগুলি সহ ৫০০ কেভিএ -এর ডিজি সেটের (কামিন্স, গ্রিভস এবং কির্লোস্কর -এর তৈরি) সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি ("বি" এবং "সি" নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণ)। **টেন্ডার মূল্য: ₹** ১,৬৩,০২,৭৩৭.৮৯; **বায়না মূল্য: ₹** ২,৩১,৫০০/-; **ক্রম নং. -২; টেন্ডার নং.:** ইএল/এলএম/২৩-২৪/২৮। **কাজের নাম:** শিলচর কোচিং ডিপোতে ০২ বছরের জন্য (৭৩০ দিন) শিলচর ভিত্তিক ট্রেনের এসকর্টিং, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সমস্যা সমাধান সহ এসি কোচের (এলএইচবি এবং এসজিএসি) রুফ মাউন্টেড প্যাকেজ ইউনিটের (আরএমপিইউ-গুলির) সার্বিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য: ₹** ৭,৩৪,৯০,৯৪৫.৯১; **বায়না মূল্য: ₹** ৫,১৭,৫০০/-; **টেন্ডার বন্ধের** তারিখ ও সময় **১১:০০** ঘন্টায় এবং খোলা **২৭-০২-২০২৪** তারিখে **১১:৩০** ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সঙ্গে সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে **২৭-০২-২০২৪** তারিখে**১১:০০** ঘন্টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে, প্রধান প্রশাসনিক মাধ্যমে অভিনয়, অফিসার / কন, উত্তর পূর্ব রেল, এবং গোরখপুর নিম্নলিখিত ই-কে আমন্ত্রণ জানায় কাজের দরপত্রঃ **ই-টেন্ডার নম্বরঃ** ডিওয়াই সিই-কন-হেড- ২ ৮-২০২৩, তারিখ ০৫.০২.২০২৪, কাজের নামঃ প্রধান সেতু নির্মাণ নং- ০২ (৭X৬.১০) পিএসসি স্ল্যাব, ০৭ (৩X৬.১০) এবং ০৯ (৩X ৬.১০) আরসিসি বক্স, ১৬ (৩X৯.১৫) সিএসসি স্ল্যাব, ১৯ (২X১২.৫৯) এবং ২২ (৬X১২.২০) কম্পোজিট গার্ডার (স্টিলের অংশ ছাড়া) মধ্যে পাইল ফাউন্ডেশন / আরসিসি বক্স সহ গোরখপুর ক্যান্ট (বাছাই) - কাপ্তানগঞ্জ (incl.) এর সাথে সম্পর্কিত বিভাগ গোরখপুর ক্যান্টকে দ্বিগুণ করা বারাণসী বিভাগের বাল্মীকিনগর এন.ই.রেলওয়ে, **আনুমানিক মান (₹)** ঃ২৪,২১,৩৯,০৪২.৯৪, **আর্নেস্ট মানি (₹)** ঃ ১৩,৬০,৭০০.০০, **টেন্ডার ফর্মের খরচ** ঃ শূন্য, **সমাপ্তির সময়কাল** ঃ ২৪ (চব্বিশ) মাস। **দ্রষ্টব্যঃ** বিডিং শুরুর তারিখ- ১৯.০২.২০২৪, শেষ তারিখ পর্যন্ত উপরোক্ত ই-টেন্ডার জমা দেওয়া ০৪.০৩.২০২৪ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টা, তারিখ উপরের ই-টেন্ডার ১৫.০০ ঘন্টা খোলা ০৪.০৩.২০২৪, বিস্তারিত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, যোগ্যতা, মানদণ্ড, শর্তাবলী এবং শর্ত হল ওয়েব সাইটে উপলব্ধ **https://ireps.gov.in**। কোন ক্ষেত্রে হিন্দির মধ্যে বৈষম্য দেখা দেয় এবং দরপত্রের ইংরেজি সংস্করণ নোটিশ, ইংরেজি সংস্করণ রাখা হবে ভাল এবং অনুসরণ করা হবে।

শ্রী রবি প্রকাশ AXEN/Con/HQ
মোবাইল নং ৯৭৯৪৮৪৪২৮১
উপ-প্রধান প্রকৌশলী / কন/ হেড/ গোরখপুর
CPRO/W-531

''ট্রেনে দাহ্য বস্তু নিয়ে ভ্রমণ করবেন না''

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : (১) এসটি-ওটি-কেবলশিফ্ট-এবিবিএস-২, তারিখ ০৫.০২.২০২৪, (২) এসটি-ওটি-কেবলশিফ্ট-এবিবিএস-৩, তারিখ ০৬.০২.২০২৪। সিনিয়র ডিএসটিই (কো.) দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়্গপুর-৭২১৩০১ ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে নিম্নলিখিত কাজের জন্য আইটেমের ক্ষেত্রে উল্লিখিত তারিখে দুপুর ১২টার পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন এবং টেন্ডারটি দুপুর ১২.৩০ মিনিটে খোলা হবে। **ক্রমিক নং, কাজের বিবরণ : (১)** এসএসই/এস/আরআরআই/কেজিপি, এসএসই/এস/ওয়েস্ট/কেজিপি, এসএসই/এস/এনএমপি, এসএসই/এস/জিটিএস, এসএসই/টি/সিএনএল/কেজিপি ও এসএসই/টি/ডব্লু/কেজিপি-র অধিকারক্ষেত্রের অধীনে কেজিপি-এমডিএন শাখা সহ কেজিপি-টাটা শাখায় এবিবিএস প্রকল্পের অধীনে ১২ মি চওড়া এফওবি-র ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত এস অ্যান্ড টি অংশের কাজ সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ ও চালুকরণ এবং দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়্গপুর ডিভিশনের অধীনে এমডিএন স্টেশনে ২টি এস্কালেটরের ব্যবস্থা। (২) (i) এসএসই/এস/সাউথ/কেজিপি, এসএসই/এস/বিএলএস, এসএসই/টি/সিএনএল/কেজিপি ও এসএসই/টি/বিএলএস-এর অধিকারক্ষেত্রের অধীনে কেজিপি-বিএইচসি শাখায় এবিবিএস প্রকল্পের অধীনে ১২ মি চওড়া এফওবি-র ব্যবস্থা এবং (ii) রূপসা-বাংরিপোসি শাখায় পিএফ সারফেসের উন্নয়ন এবং ওয়াটার ভ্যাট ও টয়লেটের ব্যবস্থা-র সঙ্গে যুক্ত এস অ্যান্ড টি অংশের কাজ সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ ও চালুকরণ। **টেন্ডার মূল্য** : ৩৯,২২,৪৪৩.৭৮ টাকা (ক্র.নং ১-এর জন্য) ও ৪৬,৯৭,৮৯৩.৩৬ টাকা (ক্র.নং ২-এর জন্য)। **ইএমডি** : ৭৮,৫০০ টাকা (ক্র.নং ১-এর জন্য), ৯৪,০০০ টাকা (ক্র.নং ২-এর জন্য)। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য:** শূন্য প্রতিটির জন্য। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমা** : ৬ মাস প্রতিটির জন্য। **জমার তারিখ** : ২৮.০২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা পর্যন্ত প্রতিটির জন্য। **খোলার তারিখ** : ২৮.০২.২০২৪ প্রতিটির জন্য। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ, স্পেসিফিকেশনের জন্য ইচ্ছুক টেন্ডারদাতারা **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। কোনও অবস্থাতেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। **(PR-1115)**

নানুরের ব্রাহ্মণ খণ্ডে কেষ্ট বনাম কাজল সেখের গোষ্ঠীর খণ্ড যুদ্ধ, গ্রেফতার পাঁচ, অভিযুক্তদের জেল হেফাজত

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৭ জানুয়ারি ঃ বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে ফের সংঘর্ষ। সংঘর্ষের জেরে আহত একই পরিবারের তিন থেকে চারজন সদস্য। সরকারি আইনজীবী ফিরোজ পাল জানান, আহতর ভাই সেখ বকুল নানুর থানায় দশ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৩, ৩৪১, ৩২৬, ৫০৬, ৩৫৪, ৩০৭, ৩৪ ধারায় মামলা রুজু করেছে। বুধবার পাঁচজনকে গ্রেফতার করে বোলপুর আদালতে তোলে পুলিশ। তাদের নিজস্ব হেফাজতে নেয় নি পুলিশ। আদালত কেস ডাইরী তলব করেছে পনেরো ফেব্রুয়ারি এবং ওই দিনেই অভিযুক্তদের আদালতে হাজির করা হবে। জানা গেছে, নানুরের ব্রাহ্মণ খণ্ড গ্রামের সেখ বকুল নানুর থানায় অভিযোগ করে, মঙ্গলবার রাতে তার ভাই মুকুল সেখ তার বাজার করে বাড়ি ফেরে, তখন দশ বারো জন দুস্কৃতী তার ভাই মুকুল সেখ, ভাইয়ের স্ত্রী সারিনা বিবি ও তার মেয়ে মহিমা খাতুনকে মারধর করে। মুকুল সেখের অভিযোগ, আজাহার ও জামু সেখের নেতৃত্বে সাহেব, সাদ্দাম, সঞ্জয়, হাসমত, বুধু সহ জনা দশেক ছেলে তাকে ও তার পরিবারের লোকজনকে মারধর করা হয়, অনুব্রত মণ্ডলের দল করার জন্য। মুখে মুখোশ পড়ে ছিল কয়েকজন। তারা বলে, কেন কাজল সেখের দল করা হচ্ছে না। যদিও, কাজল সেখ বলেন, গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব বলে কিছু নেই। পুলিশ তদন্ত করছে। জানা গেছে, আহত মুকুল সেখ এবং তার স্ত্রী সেরিনা বিবিকে বর্ধমান স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বর্তমানে সেখানে তাঁরা চিকিসাধীন। তাঁদের মেয়ে মহিমা খাতুন এবার মাদ্রসা বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। বুধবার বোলপুরে তার পরীক্ষা ছিল। সে পরীক্ষা দিয়েছে। রাজনৈতিক গুঞ্জন যে, কোর কমিটি থেকে কাজল শেখকে ব্রাত্য হাওয়ার পর অনুব্রত গোষ্ঠীর সঙ্গে কাজল গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব দিন দিন বেড়েই চলেছে। ফের একবার কাজল গোষ্ঠীর দল বলের বিরুদ্ধে অনুব্রত গোষ্ঠীর অনুগামীদের মারধরের অভিযোগ উঠলো ।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান, পাকা সেতু পেতে চলেছে গ্রামবাসীরা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। বাঁশের সাঁকো থেকে অবশেষে প্রায় ৫৬ লক্ষ্য টাকা ব্যয়ে পাকা সেতু পেতে চলেছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের জলপাইগুড়ি খারিজা বেরুবাড়ি ২ ও নগর বেরুবাড়ির ঢোলোগ্রাম এলাকার বাসিন্দারা। মালকানি, বোয়ালমারী নন্দনপুর, নগর বেরুবাড়ি, সাউথ বেরুবাড়ি সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষের যাতায়াতের সুবিধা হবে এই সেতুর মধ্য দিয়ে। খুশির হাওয়া এলাকা জুড়ে। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের খারিজা বেরুবাড়ি (২) ঢোলোগ্রাম মন্দিরে ১৪০ বছর ধরে বারুণী তথা শ্রাবণী মেলা হয়। এছাড়াও এখানকার যমুনা নদীর উত্তরাস্রোত রয়েছে। ফলে প্রতিবছর হাজার হাজার মানুষ পূজো দিতে আসেন। কিন্তু মন্দির যেতে হয় দুর্বল বাঁশের সাঁকোর উপর দিয়ে। এখানেই সদর পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে তৈরি হবে ব্রীজ। সেই ব্রীজের কাজের শিলান্যাস হলো। উপস্থিত ছিলেন সদর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিনয় কুমার রায়, সদর বিডিও মিহির কর্মকার, এসজেডিএ-এর সদস্য কৃষ্ণ দাস সহ অনেকেই। সদর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিনয় কুমার রায় জানান প্রায় ৫৬ লক্ষ্য টাকা ব্যায়ে ব্রিজটি তৈরি করা হবে।

জুবুথুবু জলপাইগুড়িবাসী

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ বুধবার ভোর থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে জলপাইগুড়িতে। কুয়াশার চাদরে মোড়া গোটা জলপাইগুড়ি। তবে অন্যান্য দিনের থেকে কুয়াশা কিছুটা কম হলেও ঠান্ডার দাপট রয়েছে। ঠান্ডায় জুবুথুবু জেলাবাসী। বেলা যতো বাড়ছে বৃষ্টির পাশাপাশি কুয়াশার দাপটও ততই বাড়ছে। ছাতা মাথায় রাস্তায় মানুষজনেরা।

OFFICE OF THE COUNCILLORS, BARUIPUR MUNICIPALITY
Kulpi Road, Baruipur, South 24 Pgs, Kolkata - 700144

E-tender are invited from reputed Agency/Supplier/Contractor for Sinking of Hand Tube well of 300m depth with PVC pipe at ward no. 07 & 16 under Baruipur Municipality. **NIT no. WBMAD/ULB/ BM/NIT-26 (e)/2023-24, last date: 23.02.2024 up to 12 NOON.** Details information may be obtained during office hours. **Website: http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
By Order,
Executive Officer, B.M.

নোটিশ

যে আমার মক্কেল গোপাল চন্দ পরমেশ্বর লালের ছেলে কেদিয়া, ১২৮ গিরিশের বাসিন্দা। ডনবোস্কোর কাছে ঘোষ রোড স্কুল, বালি, জগাছা, হাওড়া নং হওয়ায় আসল দলিল হারিয়েছে। ২৯০ বছরের জন্য ১৯৯৮ এবং জেনারেল পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি হচ্ছে নং ২২৩২। ২০০৩ সালের জন্য এবং নং. ২০০৩ সালের জন্য ৪৮৯০ এবং এছাড়াও সাধারণ ডায়েরি করেছেন। বুড়াবাজার থানার মোড় ১-০২-২০২৪ জিডি এন্ট্রি নম্বর ৬৭. যে কোন ব্যক্তির কোন দাবি আছে, ভাগ, অধিকার, শিরোনাম, আগ্রহ, বিষয় বা যে কোনো বিষয়ে আপত্তি যাইহোক না কেন অবহিত করা আবশ্যক সঙ্গে নিম্নস্বাক্ষরিত একই সমর্থনকারী দলিল প্রমাণ, এই তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে যেখানে দাবির পরে যদি থাকে মওকুফ করা হবে বলে মনে করা হয় এবং না আরও দাবি আপ্যায়ন করা হবে।

পল্লবী কর্মকার
অ্যাডভোকেট
ফোন নং.৯০০৭৮২৪৯৫৭

Hooghly Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist. - Hooghly, West Bengal, India
Tel: 2680-2899/2319, TeleFax: 2680-6092

Memo No. 5286HC-HD/HCM **Dated: 07/02/2024**

Notice

This is to notify that Hooghly-Chinsurah Municipality has declared finally SWM Bye-Law (Municipality Solid Waste Management Bye- Law,2023) in our ULB dated on 31.01.2024. Earlier draft SWM Bye - Law resolution (Municipality Solid Waste Management Bye-Law,2023) was published in the news paper "ARTHIK LIPI (Bengali)", "DURANTA BARTA (Bengali)", "THE ECHO OF INDIA (English)" dated on 06.12.2023 as against the memo no. 4397/HC-HD/HCM, dated 05.12.2023 The Municipality office have not received any objection to the notification published in the above mentioned Newspaper dated 05.12.2023 regarding declaring draft SWM Bye-Law resolution, hence on 31.01.2024 BOC of the Hooghly-Chinsurah Municipality declared final SWM Bye Law (Municipality Solid Waste Management Bye-Law,2023).

Sd/- Chairman
Hooghly-Chinsurah Municipality

হাওড়া পৌর নিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া - ৭১১১০১

নং. **WB-H MC/TN/ED/WS/ 21/23-24** তারিখ ঃ ০৬.০২.২০২৪

ই- টেন্ডার নোটিশ

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ইলেক্ট্রো মেকানিক্যাল কাজের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ, অনলাইন ক্লোরিনেশনের জন্য অনলাইন ক্লোরিনেশনের জন্য একই ধরনের কাজের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য সম্পদশালী এবং প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার (নির্ধারিত আকারে) আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এইচএমসি-র বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত গভীর নলকূপের জল এবং জল সরবরাহের উন্নতির জন্য নতুন পাইপলাইন স্থাপন। বিশদ সম্পর্কিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং ওএসডি (ডব্লিউএস), অফিসের ওয়েবসাইট এবং www.wbtenders.gov.in থেকে পাওয়া যাবে। বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ (অনলাইন)১৬.০২.২০২৪, বিকাল ৩.০০টা। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ ব্যতিরেকে কোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

265 (2)/ 23-24
7.2.2024

হাওড়া পৌর নিগম

IN THE PUBLIC TRUST REGISTRATION OFFICE
GREATER MUMBAI REGION, MUMBAI
Dharmadaya Ayukat office Sasmira Bhavan,
Sasmira Road, Worli, Mumbai- 400 030

Public Notice of Inquiry

Change Report No. ACC/ II/ 136/ 2024
Filed by**- Shri Nilesh Mehta**
In the Matter of **"Shrimad Rajchandra Aatma Tatva Research Centre"**
PTR No. E- 19123 (MUMBAI)

All concerned having Interest:-

Whereas the applicant of the above trust has filed application under section 22 of the Maharashtra Public Trust Act, 1950 for bringing the below described property on the record of the above named trust and an inquiry is to be made by the Asst. Charity Commissioner II, Greater Mumbai Region, Mumbai viz.

Whether below mentioned property is the property of the trust and could be registered in the name of the trust

DESCRIPTION OF THE PROPERTY:-

19/2A Shyamananda road, Kolkata- 700025, under Police Station- Bhowanipore, KMC Ward No:072 sub Registry Office- Alipore, District- 24 Parganas (South), admeasuring 02 cottah together with 2 storied building admeasuring 1580 sq.ft.

Purchase consideration - Rs.58,88,053/-
Bounded as under
On the North by: Portion of Premises No.21, Beltola road
On the South by: Portion of Premises No.21, Beltola road
On the East by: Premises No 20, Beltola road
On the West by: 8ft and Partly 6th wide common passage, leading to Shyamananda road.

This is to call upon you to submit your objections if any, in the matter before the Assistant Charity Commissioner II, Greater, Mumbai Region, Mumbai at the above address in person or by a pleader on or before 30 days from the date of publication of this notice failing which the change report will be decided and disposed off on its own merits.

Given under my hand and seal of the Jt. Charity Commissioner, Maharashtra State, Mumbai

This **30th** day of Month of **January 2024**

Seal

Sd/-
Superintendent
Public Trust Registration Office
Greater Mumbai Region, Mumbai

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

অ্যাডমিন ইউনিট/জোনঃ শিয়ালদহ ডিভিসন-কমার্শিয়াল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ** এসডিএএইচ-পার্সেল-২২। **অকশনিং অথোরিটিঃ** সিনিয়র ডিসিএম/এসডিএএইচ। **অকশন শুরু (সকল লট)ঃ** ২৩.০২.২০২৪ তারিখ সকাল ১০টা। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ২৩.০২.২০২৪ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিট। **অটো এক্সটেনশন জোনঃ** ১২০ সেকেন্ড। **অটো এক্সটেনশন সময়সীমাঃ** ১২০ সেকেন্ড। **ইনিশিয়াল কুলিং অফ সময়সীমাঃ** ৩০ মিনিট। **সাকসেসিভ লটস্ ক্লোজিং ইন্টারভালঃ** ১০ মিনিট। **সর্বাধিক অটো এক্সটেনশনঃ** ১০ বার। **বিবরণঃ** এসএলআর কোচে (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট) পার্সেল স্পেস। **ক্যাটেগরিঃ** পার্সেল-এসএলআর। **এসইকিউ নং, লট নং, ট্রিপ/দিন, টার্নওভার প্রয়োজন, বন্ধের তারিখ/সময়** নিম্নরূপঃ **এএ/১,** ১৩১০৫-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-বিইউআই-২৩-১, ৭৩০, ২০০০০০০ টাকা, ২৩.০২.২০২৪ তারিখ সকাল ১০.৩০ মিনিট। **এএ/২,** ১৩১০৫-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-বিইউআই-২৩-১, ৩১২, ০ টাকা, ২৩.০২.২০২৪ তারিখ সকাল ১০.৪০ মিনিট। **এএ/৩,** ১৩১৫৩-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এমএলডিটি-২৩-১ , ৭৩০, ০ টাকা, ২৩.০২.২০২৪ তারিখ সকাল ১০.৫০ মিনিট। **এএ/৪,** ১৩১৫৩-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-এমএলডিটি-২৩-১ , ৭৩০, ০ টাকা, ২৩.০২.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা। **এএ/৫,** ১৩১৪৯-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এপিডিজে-২৩-২ , ৭৩০, ২০০০০০০ টাকা, ২৩.০২.২০২৪ তারিখ সকাল ১১.১০ মিনিট। **এএ/৬,** ১৩১৪৯-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এপিডিজে-২৩-২ , ৭৩০, ২০০০০০০ টাকা, ২৩.০২.২০২৪ তারিখ সকাল ১১.২০ মিনিট। **এএ/৭,** ১৩১৪৯-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-এপিডিজে-২৩-১, ৭৩০, ২০০০০০০ টাকা, ২৩.০২.২০২৪ তারিখ সকাল ১১.৩০ মিনিট। **এএ/৮,** ১৩১৮৭-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-আরপিএইচ-২৩-১ , ৭৩০, ০ টাকা, ২৩.০২.২০২৪ তারিখ সকাল ১১.৪০ মিনিট। **এএ/৯,** ১৩১৮৭-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-আরপিএইচ-২৩-১, ৭৩০, ০ টাকা, ২৩.০২.২০২৪ তারিখ সকাল ১১.৫০ মিনিট। **এএ/১০,** ১৩১৮৭-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-আরপিএইচ-২৩-১, ৭৩০, ০ টাকা, ২৩.০২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। **এএ/১১,** ১৩১৬১-এসএলআর-আর ১-কেওএএ-বিএলজিটি-২৩-১, ৬২৬, ০ টাকা, ২৩.০২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২.১০ মিনিট। **এএ/১২,** ১৩১৬১-এসএলআর-এফ ১-কেওএএ-বিএলজিটি-২৩-১, ৬২৬, ০ টাকা, ২৩.০২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২.২০ মিনিট। **এএ/১৩,** ১৩১৬১-এসএলআর-এফ ২-কেওএএ-বিএলজিটি-২৩-১, ৬২৬, ০ টাকা, ২৩.০২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২.৩০ মিনিট। **এএ/১৪,** ১২৩৬৩-এসএলআর-এফ ১-কেওএএ-এইচডিবি-২৩-২, ৩১৩, ০ টাকা, ২৩.০২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২.৪০ মিনিট। **এএ/১৫,** ১৯৬০৭-এসএলআর-এফ ১-কেওএএ-এমডিজেএন-২৩-১, ১০৪, ০ টাকা, ২৩.০২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২.৫০ মিনিট। **এএ/১৬,** ১৩১৮৫-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-জেওয়াইজি-২৩-১, ৭৩০, ২০০০০০০ টাকা, ২৩.০২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টা। **এএ/১৭,** ১৩১৮৫-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-জেওয়াইজি-২৩-১, ৭৩০, ২০০০০০০ টাকা, ২৩.০২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.১০ মিনিট। **এএ/১৮,** ১৩১৭৩-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এজিটিএল-২৩-২, ২০৯, ২০০০০০০ টাকা, ২৩.০২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.২০ মিনিট। **এএ/১৯,** ১৩১৬৯-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-এসএইচসি-২৩-১, ২০৯, ০ টাকা, ২৩.০২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **এএ/২০,** ১৩১৭৫-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এসসিএল-২৩-১, ৩১৩, ২০০০০০০ টাকা, ২৩.০২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৪০ মিনিট। **এএ/২১,** ১৩১৭৫-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-এসসিএল-২৩-২, ৩১৩, ২০০০০০০ টাকা, ২৩.০২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৫০ মিনিট। **এএ/২২,** ১২৩১৭-এসএলআর-এফ ১-কেওএএ-এএসআর-২২-২, ১০৫, ০ টাকা, ২৩.০২.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। **এএ/২৩,** ১৩১৬৫-এসএলআর-এফ ১-কেওএএ-এসএমআই-২৩-২, ১০৪, ০ টাকা, ২৩.০২.২০২৪ তারিখ দুপুর ২.১০ মিনিট। **এএ/২৪,** ১২৩৪৩-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এইচডিবি-২৩-১, ৭৩০, ২০০০০০০ টাকা, ২৩.০২.২০২৪ তারিখ দুপুর ২.২০ মিনিট। **এএ/২৫,** ১৩১৩৭-এসএলআর-এফ ১-কেওএএ-এএমএইচ-২৪-১, ১০৪, ০ টাকা, ২৩.০২.২০২৪ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিট। **রেট ইউনিটঃ** প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং ফি (প্রত্যেকটির জন্য)। **ন্যূনতম আইএনসিআর (%)ঃ** ০.২ (প্রত্যেকটির জন্য)। **ইএমডিঃ** ৫% (প্রত্যেকটির জন্য)

SDAH-371/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

IN THE PUBLIC TRUST REGISTRATION OFFICE
GREATER MUMBAI REGION, MUMBAI
Dharmadaya Ayukat office Sasmira Bhavan,
Sasmira Road, Worli, Mumbai- 400 030

Public Notice of Inquiry

Change Report No. ACC/ II/ 135/ 2024
Filed by**- Shri Nilesh Mehta**
In the Matter of **"Shrimad Rajchandra Aatma Tatva Research Centre"**
PTR No. E- 19123 (MUMBAI)

All concerned having Interest:-

Whereas the applicant of the above trust has filed application under section 22 of the Maharashtra Public Trust Act, 1950 for bringing the below described property on the record of the above named trust and an inquiry is to be made by the Asst. Charity Commissioner II, Greater Mumbai Region, Mumbai viz.

Whether below mentioned property is the property of the trust and could be registered in the name of the trust

DESCRIPTION OF THE PROPERTY:-

Premises No. 21A, Naresh Mitra Sarani, Kolkata-700026, under Police Station- Bhowanipore, KMC Ward No.072, sub Registry Office- Alipore, District- 24 Parganas (South) admeasuring 02 cottah 10 chittak together with 2 storied building admeasuring 1180 sq.ft

Purchase consideration - Rs.46,33,447/-
Bounded as under
On the North by: Portion of Premises No.21, Beltola road
On the South by: Portion of Premises No.21, Beltola road
On the East by: Premises No 20, Beltola road
On the West by: 8ft and Partly 6th wide common passage, leading to Shyamananda road.

This is to call upon you to submit your objections if any, in the matter before the Assistant Charity Commissioner II, Greater, Mumbai Region, Mumbai at the above address in person or by a pleader on or before 30 days from the date of publication of this notice failing which the change report will be decided and disposed off on its own merits.

Given under my hand and seal of the Jt. Charity Commissioner, Maharashtra State, Mumbai

This **30th** day of Month of **January 2024**

Seal

Sd/-
Superintendent
Public Trust Registration Office
Greater Mumbai Region, Mumbai

পাকা সেতুর দাবিতে বিক্ষোভ, রাস্তা অবরোধ বাসিন্দাদের

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ সেতু না থাকায় ছোট্ট নৌকায় করে পারাপার করতে হতো মানুষকে, কখনো বা রোগীকে কাঁধে করে নদী পেরোতে হতো, গ্রামবাসীদের উদ্যোগে অস্থায়ী বাঁশের সেতু তৈরী হলেও এলাকাবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল পাকা সেতুর। এই দাবি পূরণ করতে বিক্ষোভ, রাস্তা অবরোধ বা সরকারী দফতর ঘেরাও , আইনি ভাবে বিভিন্ন দফতরে চিঠি চাপাঠির লড়াই চালিয়ে অবশেষে সাফল্য এলো, প্রায় ৩০টি গ্রামের মানুষের দাবি মেনে কালনার মন্তেশ্বরের গাব্রপুর থেকে মেমারি দুই নম্বর ব্লকে সোঁতলা গ্রামে সংযোগকারী পাঁকা সেতুর কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলো, উদ্বোধনের অপেক্ষায় দিন গুণছেন এলাকাবাসীরা। কালনার মন্তেশ্বরের বাঁকা নদীর দুই পাড়ে রয়েছে প্রায় তিরিশটি ছোট বড় গ্রাম, এই গ্রামের মানুষরা যে কোনো দরকারি কাজে কালনা শহরে আসতে গেলে প্রায় ১৮ থেকে কুড়ি কিলোমিটার ঘুর পথে যেতে হতো, নতুন সেতু থেকে চলাচল শুরু হলে তা অনেকটাই কমে যাবে, পাকা সেতুর দাবিতে এলাকার মানুষ একজোটে লড়াই ও আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিলেন,এই ব্রিজের নিচ দিয়ে বয়ে গেছে বাঁকা নদী। বর্ষার সময় এই নদীর চেহারা নেয.ভয়ংকর। আগে মাঝে মাঝে ঘটতো ভয়াবহ দুর্ঘটনা, নৌকাডুবি থেকে শুরু করে, সাঁতরে নদী পার হতে গিয়ে অনেকেই ডুবে প্রাণ দিয়েছে এই বাঁকা নদীতে। এলাকাবাসীদের উদ্যোগে একটি অস্থায়ী ব্রিজ সেখানে তৈরি হলো সেই ব্রিজ হয়েছিল নষ্ট বেশ কয়েক বছরের মধ্যেই। এরপরই জেলা পরিষদের উদ্যোগে এই কংক্রিটের ব্রিজ তৈরি হচ্ছে, উদ্বোধন হলে সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দেওয়া হবে এই পাকা নদীর ওপরের ব্রিজ। ব্রিজ হাওয়াতে স্থানীয় এলাকার ৩০ টি গ্রামের মানুষের যাতাযেতের ব্যাপক সুবিধা হবে। কালনা থেকে মন্তেশ্বর পৌঁছানোর দূরত্ব কমবে প্রায় ১৮ থেকে ২০ কিলোমিটার।

মৃতদেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ফালাকাটার নব নগরে প্রাথমিক স্কুল সংলগ্ন এলাকায় এক ব্যাক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য। মৃত ওই ব্যাক্তির নাম নিতাই দাস। বয়স আনুমানিক ৪৫ বছর। তার বাড়ি ডালিমপুর এলাকায়। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে ফালাকাটা ব্লকের নবনগরের বাণী ভবন স্কুল সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে সংশ্লিষ্ট এলাকার এক শৌচালয়ের পিছনে এক ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখেন এলাকার বাসিন্দারা। চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। এদিকে খবর পেয়ে জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই ব্যাক্তির দেহ উদ্ধার করে। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
KHEJURI- I DEV. BLOCK
Kamarda Bazaar :: Purba Medinipur

NIT No- WB/BDO/KH-1/31/23-24
Tender 2024_ZPHD_661604_1-3

E-Tender is invited by the Block Development Officer, Khejuri-I Dev. Block, of 3 nos Different Scheme etc. Details may be had in **website- https://wbtenders.gov.in & https://purbamedinipur.gov.in**

Sd/- Block Development Officer
Khejuri- I Dev. Block

E-Tender Notice

Application are invited from bonafied contractors/agencies vide NIT bearing memo nos are- **105/RGP/24, 106/RGP/24, 107/RGP/24, 108/RGP/24 ,dated-08/02/2024** of the undermentioned for"CONSTRUCTION OF ROAD, SINKING OF SUBMERSIBLE PUMP, COMPOST PIT and SEGREGATION CAGE" works under Rasapunja Gram Panchayat, TM Block., South 24 Parganas. Last Date of Bid Submission: 19/02/2024, 11:00 am, Date of Opening 21/02/2024, 11:00 am. For details, please see **www.etender.com.** And office Notice Board

Sd/- Prodhan
Rasapunja Gram Panchayat
T/Maheshtala Dev. Block
South 24 Parganas

Cooch Behar Municipality
TENDER NOTICE

The Chairman of Cooch Behar Municipality invites 2nos. e-tenders for "Supplying and installation of pre and post level iron removal plant for solar operated drinking water facilities under Cooch Behar Municipality" vide Tender Id- **2024_MAD_662624_1 and 2024_MAD_662654_1**. eTender submission end date - **15/02/2024**. Details information will be available from the website - **(i) http://wbtenders.gov.in (ii) www.coochbeharmunicipality.com**

Sd/-Chairman,
Cooch Behar Municipality.

রোজ ডে উপলক্ষ্যে বাজারে গোলাপের পসরা সাজিয়ে বসেছে বিক্রেতারা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ভালোবাসার মরশুমের সপ্তাহে প্রথম দিন রোজ ডে। প্রেমিক-প্রেমিকা হোক বা যে কোনও প্রিয়জন,

হাতে ধরে গোলাপ উপহার দেওয়ার দিন আজই। ভালোবাসার ফুল গোলাপ। ভালোবাসার ভাষা বুঝতে ও বোঝাতে পারে গোলাপ। তাই উপহার হিসেবে গোলাপের চাহিদা এখনও সবকিছুর উর্ধ্বে। তবে রোজ ডে উপলক্ষ্যে বাজারে গোলাপের পসরা সাজিয়ে.বসে থাকলেও দেখা মিলল না ক্রেতাদের। আগের বছরের তুলনায়.বিক্রি বাটটা অনেক কম বললেন বিক্রেতারা। সাধারণ দিনে দোকানে দুই হাজারের মতো গোলাপ রাখলেও রোজ ডে উপলক্ষ্যে পাঁচ থেকে আট হাজার গোলাপ রাখছেন বিক্রেতারা। ৩০ টাকা থেকে শুরু করে ৬০ টাকা দরে একেকটি গোলাপ বিক্রি হচ্ছে।

Jiaganj-Azimganj Municipality
P.O.-Azimganj; Dist.-Murshidabad
West Bengal; PIN-742122.
e-mail – jamunicipality@gmail.com
Phone: 03483-253222

Sl.	Name of Work	Tender ID	Last Date of Bid submission
1.	Replacement of L.E.D Street Light in existing Street Light Poles at Different Roads and places within Jiaganj – Azimganj Municipality.	2024_MAD_662920_1	23.02.2024 at 11.30 AM

Please see the details on https://wbtenders.gov.in/

Chairman
Jiaganj – Azimganj Municipality

DEHIBATPUR GRAM PANCHAYAT
VILL-DEHIBATPUR,P.O. ALATI,
P.S.-PURSURAH, HOOGHLY
Notice Inviting Tender

NIT vide **NIT No: 15/DGP/2023-2024** Sl. 1; Fund : 5th S.F.C Dated 07/02/2024 are invited by the Prodhan Dehibatpur Gram Panchayat, from reliable and bonafied Tenderer for work. Tender fees & EMD by bank draft/NEFT/RTGS from any working day from **07/02/2024 to 13/02/2024(from 12:00 Noon to 4:00 PM)**, Last date of dropping of Sealed Tender Form on or before **13/02/2024 (up to 4.00 PM)**. Date of Opening of Tender **16/02/2024 at 12.00 Noon**. For details contact the above office or visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-Prodhan
Dehibatpur Gram Panchayat

উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক

রেজি অফিসঃ গ্রেপ গার্ডেন, নং.২৭, ৩য় তল, 'এ' ক্রস, ১৮ মেন, ৬ ব্লক, কোরামাঙ্গালা, বেঙ্গালুরু- ৫৬০০৯৫, কর্ণাটক
শাখা অফিস ঃ ৪ র্থ তল, ঋষি টেক পার্ক, প্রিমিসেস নং.০২০৩৬০, প্লট নং. ডিএইচ ৬ / ২, অ্যাকশন এরিয়া ১ডি, নিউ টাউন- ৭০০১৬০, কলকাতা

সার্ফেসি আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে ডিমান্ড নোটিশ

যেখানে আপনি নীচের উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা, গ্যারান্টের এবং মর্টগাগরা তাদের বন্ধক রেখে উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছেন স্থাবর সম্পত্তি। আপনার সকলের দ্বারা ডিফল্ট হওয়ার ফলে, আপনার ঋণ অ্যাকাউন্টটি নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, যেখানে উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক আইনের অধীনে একটি সুরক্ষিত পাওনাদার হওয়া এবং নিরাপত্তা স্বার্থ (এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালার বিধি ২ এর সাথে পড়া উল্লিখিত আইনের ১৩(২) ধারার অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে। ২০০২, নোটিশে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধের জন্য কলাম নং ২-এ উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ বন্ধকদের আহ্বান জানিয়ে ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছে। নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ভবিষ্যতের সুদের সাথে, কিন্তু নোটিশগুলি বিভিন্ন কারণে তাদের কিছুতে পরিবেশন করা যায়নি।

ক্রম নং.	নাম ও ঠিকানা ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ গ্যারান্টর/ মর্টগাররা	ঋণ অ্যাকাউন্ট নং. / ঋণ পরিমাণ/ শাখা	নিরাপত্তা বিস্তারিত বলবৎ করা হবে	তারিখ এন পিএ এবং ডিমান্ড নোটিশ তারিখ	পরিমাণ এ কারণে হিসাবে
১	১. মোহম্মদ সালেম এস /ও আব্দুল খালেক ২. আর্জিনা বিবি ডব্লু / ও আব্দুল খালেক, দুজনেরই বাড়ি দিঘা, অগ্রদূত ক্লাব, বারাসাত-১, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩২৪৮	৩৩০৭২১০১ ৭০০০০০০৭ টাকা ২০,০০,০০০ দক্ষিণেশ্বর	৪ সাতক পরিমাপের আবাসিক জমির সমস্ত অংশ এবং পার্সেল মৌজায় পড়ে আছে- দীঘা, জেএল নং ৯৪, থানা - দত্তপুকুর, জেলা- ২৪ পরগনা (উত্তর), পরগনা নিয়ে গঠিত - আনোয়ারপুর, আরএস এবং এল.আর. দাগ নং ১১১৪, L.R. খতিয়ান নং ১১৫৭, তৌজি নং ১৪৬, হোল্ডিং নং ৫০৫, কাশিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিধির মধ্যে এবং তার উপর সমস্ত উন্নতি। অনুযায়ী সীমানা দলিল- উত্তরঃ আব্দুল কাশেম মন্ডলের সম্পত্তি দক্ষিণঃ ইমাম আলী মন্ডলের সম্পত্তি পূর্বঃ আব্দুল রাজ্জাক আলী মন্ডলের সম্পত্তি পশ্চিমঃ ৮ ফুট কাঁচা রাস্তা, কমন প্যাসেজ ও আব্দুল অহিদ মন্ডলের সম্পত্তি ৩০.০৪.২০১৯ তারিখের নিবন্ধিত উপহার দলিলের ভিত্তিতে মোহাম্মদ সালামের (আপনার মধ্যে নং ১) মালিকানাধীন। ১-১৫২৫- ০৩৯৯০ ডিএসআর- ।।। উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গের অফিসের আগে। নিরাপত্তা চুক্তির বিশদ বিবরণঃ তৈরির জন্য টাইটেল ডিড জমা দেওয়ার স্মারক বন্ধক, তারিখ -২৭.০৪.২০১৯।	০৮.০৯.২০২৩ এবং ১৬.১১.২০২৩	টাকা ২৮,২০,২০৫.৩৭ ৩১.১০.২০২৩ পর্যন্ত

তাই কলাম নং ২ এ উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা / সহ ঋণগ্রহীতা/ গ্যারান্টার এবং মর্টগাগারকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে, তাদের কাছে সমস্ত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে কলাম নং ৬-এ দেখানো সমষ্টিগত পরিমাণ অর্থপ্রদান করার আহ্বান জানানো হয়েছে। এই নোটিশ প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে উল্লিখিত পরিমাণটি সংশ্লিষ্ট ঋণ অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে প্রদেয় হিসাবে পাওয়া যায়, যেমনটি কলাম নং ৬.১ টি-এ দেখানো তারিখে স্পষ্ট করা হয়েছে যে যদি সামগ্রিক পরিমাণ ভবিষ্যতের সুদ এবং অন্যান্য পরিমাণ যা প্রদেয় হতে পারে অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত, অর্থ প্রদান না করা হলে, কলাম নং ৪-এ বর্ণিত সম্পত্তির উপর নিরাপত্তা সুদ প্রয়োগের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিতে উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ককে বাধ্য করা হবে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই প্রকাশনাটি এই ধরনের অধিকার এবং প্রতিকারের প্রতি কোনো বাধা ছাড়াই করা হয়েছে যা উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে উপলব্ধ আইনের অধীনে উল্লিখিত আর্থিকগুলির ঋণগ্রহীতা/ সহঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/বন্ধক। আপনার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে আইনের ১৩(৮) ধারার প্রতিও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সুরক্ষিত সম্পদ খালাস, আপনাকে আরও অনুরোধ করা হচ্ছে যে উল্লিখিত আইনের ধারা ১৩(১৩) অনুসারে, আপনি উপরোক্ত দ্রব্যের নিষ্পত্তি বা তার সাথে লেনদেন থেকে বিরত/ নিষিদ্ধ সিকিউরড ক্রেডিটরের পূর্ব সম্মতি ব্যতীত বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় সুরক্ষিত সম্পদের নিরাপত্তা বা স্থানান্তর।

তারিখ- ০৭.০২.২০২৪, স্থান ঃ পশ্চিমবঙ্গ

স্বা /- অথরাইজড অফিসার, উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক

শ্রীরামপুর স্টেশনে ৫৩ বছরের জৈন বুক স্টল বন্ধ হয়ে গেল, চালুর দাবিতে জোরদার লড়াই

মলয় সুর, হুগলি, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ হাওড়া- ব্যান্ডেল মেন লাইন শাখায় শ্রীরামপুর স্টেশনের এক ও দুই নং প্লাটফর্মের মাঝে একটি বইয়ের দোকান ছিল। এতে বিভিন্ন ধরনের বই খবরের কাগজ পত্রপত্রিকা

চাকরির ফর্ম সবই মিলতো। ট্রেনের যাত্রীরা স্থানীয় লোকেরা কেনাকাটা করতেন। বইমেলার মত বই ঘেঁটে দেখতেন। এমনকি যুবক-যুবতীরা চাকরির ফর্ম এখান থেকেই নিয়ে যেতেন। এই ইন্টারনেটের যুগে সবকিছুই খোঁজ মিল তো এই বইয়ের স্টল থেকে। ইস্টার্ন রেলের নির্দেশে কয়েকদিন আগে দোকানটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রেলের এই একতরফা নির্দেশে জনমানসে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে। এই প্লাটফর্মে বইয়ের দোকান বাঁচাতে পথে নেমেছেন নাগরিক সমাজ। ইতিমধ্যেই তারা গণ স্বাক্ষর করা শুরু করেছেন। এখান থেকে গণ স্বাক্ষর করা স্মারকলিপি হাওড়ার ডি আর এম এর কাছে পাঠানো হবে। প্রতিলিপি দেওয়া হবে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কে। এরা হলেন কবি, সাহিত্যিক, সংগীত শিল্পী, নাট্যকর্মী, সমাজকর্মী প্রত্যেকে সামিল হয়েছেন। যেমন কবি মৃদুল দাশগুপ্ত , রামকিশোর ভট্টাচার্য, অনিমেষ গোস্বামী, সমাজকর্মী ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সংগীত শিল্পী ইন্দ্রানী গোস্বামী, মানবাধিকার কর্মী কিরিটি রায় , গৌতম সরকার প্রমুখরা উপস্থিত ছিলেন। সাধারণ মানুষের আশঙ্কা প্লাটফর্মে ধর্মীয় বই ছাড়া অন্য কোন বই মিলবে না। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য কেবলমাত্র শ্রীরামপুর স্টেশন নয় রাজ্যের প্রত্যেক স্টেশনে বইয়ের স্টল খোলা হোক। যেখানে সবরকম বই , সংবাদপত্র থাকবে। রেল জানিয়েছে, টেন্ডারের মাধ্যমে মাল্টিপারপাস স্টল করতে হবে স্টেশনে। কর্পোরেটের সঙ্গে লড়াই করে টেন্ডার এ আদৌ ছাড়পত্র মিলবে কিনা জানা নেই। তবে পেলেও ভাড়া গুনতে হবে অনেকটাই বেশি। ১৯৭১ সালে অশোক জৈন শ্রীরামপুর স্টেশনে ওই বুক স্টল চালু করেন। ৫৩ বছরের বইয়ের দোকান তুলে দেওয়া কেন্দ্রীয় সরকারের জঘন্য নীতি কে সকল শ্রেণীর মানুষ ভালোভাবে দেখছেন না। বর্তমানে দোকানের মালিক অভিষেক জৈন বলেন হাওড়া বর্ধমান মেন লাইনে স্টেশনে একটাও বইয়ের স্টল নেই। যা একমাত্র শ্রীরামপুরে ছিল। এছাড়া এই শহরে তিনটে বড় পুরনো কলেজ রয়েছে, পাঁচটি বাংলা মিডিয়ামের হাই স্কুল , এবং দুটি ইংলিশ মিডিয়ামের স্কুল আছে। সেই সমস্ত স্কুল-কলেজের পাঠ্য বই সংগ্রহ করার পুরো দায়িত্ব থাকতো। তবে রেলের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে না গিয়ে অভিষেক চাইছেন বইয়ের স্টলটি যেভাবে হোক বেঁচে থাকুক। তবে মাল্টিপারপাস স্টল হলে রেলের ভাড়া ৩৫ হাজার টাকা হবে। শুধু বুক স্টল হলে ভাড়া কম হবে। তবে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্রের কথায়, চুক্তির ভিত্তিতে স্টেশনের দোকানগুলি ব্যবসা করে। যে কোন চুক্তিরই মেয়াদ রয়েছে। সেই মেয়াদের নবীকরণও করা হয়। বর্তমান পলিসিতে (নীতি) ওই বইয়ের দোকান এক্সটেনশনের (সময়সীমা বৃদ্ধি) সুযোগ না থাকায় নবীকরণ করা যাচ্ছে না। সেই কারণেই হয়তো বন্ধ হয়েছে। রেলের বক্তব্য অনুযায়ী একটি স্টেশনে একটি পণ্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে স্থানীয় হস্তশিল্প বা হেরিটেজ কেন্দ্রিক শিল্পকর্ম বিক্রির সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এটি আগে ছিল না।

সিউড়ি স্টেশনে পুনর্নির্মাণের কাজ চলছে জোর কদমে

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারী ঃ সিউড়ি রেলওয়ে স্টেশন, আসানসোল বিভাগের অধীনে অন্ডাল-সাঁইথিয়া শাখার একটি প্রধান রেলওয়ে স্টেশন। এটি পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার, জেলা সদর সিউড়িকে পরিষেবা প্রদান করে। বক্রেশ্বর মন্দির এবং উষ্ণ প্রস্রবণ পরিভ্রমণকারী তীর্থযাত্রী এবং পর্যটকদের জন্য এই স্টেশনের অত্যন্ত গুরুত্ব রয়েছে। এই স্টেশনের গুরুত্ব বিবেচনা করে, রেল অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে সিউড়ি স্টেশনের জন্য একটি বিস্তৃত পুনর্নির্মাণ প্রকল্পের পরিকল্পনা শুরু করেছে। পূর্ব রেল গর্বের সাথে জানায় যে, ৩.৫ কোটি টাকার মোট বিনিয়োগের সঙ্গে মর্যাদাপূর্ণ অমৃত ভারত প্রকল্পের অংশ হিসাবে সিউড়ি স্টেশনে চলমান পুনর্নির্মাণ প্রকল্পের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। পুনর্নির্মাণ প্রকল্পটির কারণে সিউড়ি স্টেশন একটি আধুনিক স্থাপত্য ও সংস্কার লাভ করবে যা তার সমসাময়িক নকশা ও তার ভৌগোলিক তাৎপর্যের মেলবন্ধনে পূর্ণতা পাবে। পুনঃ উন্নয়নের প্রথম পর্যায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে- ট্রাফিক সঞ্চালনের উন্নতি এবং সঞ্চালন এলাকার সৌন্দর্যায়ন। বিদ্যমান সম্মুখভাগের উন্নতি, এর আলো সহ উচ্চতা। আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্য, ওয়েটিং হল, টিকিট কাউন্টার ইত্যাদির উন্নতি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Sukesh Chandra Ghosh (পুরাতন নাম) পিতা Sudhir Ghosh, ঠিকানা-A-10203, Kalyani Ranaghat, P.O.- Kalyani, P.S.- Kalyani, Dist- Nadia, Pin- 741235, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 06.02.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sukesh Ghosh (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sukesh Ghosh (নতুন নাম) এবং Sukesh Chandra Ghosh (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Sarmila Ghosh (পুরাতন নাম) স্বামী Sukesh Ghosh,ঠিকানা-A-10203, Kalyani Ranaghat, P.O.- Kalyani, P.S.- Kalyani, Dist- Nadia, Pin- 741235, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, ০৬।০২।২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sharmila Ghosh (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sharmila Ghosh (নতুন নাম) এবং Sarmila Ghosh (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Giyatri Rani Ghosh (পুরাতন নাম) স্বামী Atul Krishna Ghosh, ঠিকানা-A-10203, Kalyani Ranaghat, P.O.- Kalyani, P.S.- Kalyani, Dist- Nadia, Pin- 741235, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, ০৬।০২।২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Gayetri Ghosh (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Gayetri Ghosh (নতুন নাম) এবং Giyatri Rani Ghosh (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, MdMustakinSiddique S/o Mohammed Asik R/o 82B, Dr.Sudir Bose Road, Khiddirpore, Kolkata-700023, W.B. shall henceforth be known as Mohammed Mustakim.I declare that Mohammed Mustakimand MdMustakinSiddiqueis same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 21-11-2019.

Name Change

I, Prodip Kumar Banik S/o Umesh Chandra Banik R/o AruparaRamrajatala, P.O- GIP Colony, P.S.-Jagacha, Dist- Howrah, Pin-711112shall henceforth be known as Pradip Kumar Banik. I declare that Pradip Kumar Banikand Prodip Kumar Banikis same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 07-02-2024.

Name Change

I,Rina Devi PrasadW/oJanak Deo PrasadR/o340/N.D.B Road, NaskarhatMadhyapara, P.S.- Kasba, Dist.- Kolkata, Pin-700039shallhenceforth be known as Chinta Prasad. I declare that Chinta Prasadand Rina Devi Prasadis same and one identical person by virtue ofaffidavitswornbeforethe NotaryPublicatKolkataon07-02-2024

Name Change

I, ShamshadSiddiqueS/o Md. SiddiquiR/o 14A, Lock Gate Road, Cossipore, Kolkata- 700002, W.B. shall henceforth be known as ShamsadBano.I declare that ShamsadBano and Shamshad-Siddique is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 21-11-2019.

Name Change

I, Swagata Lahiri W/o- Shouvik Chatterjee D/o- Subhendu Sekhar Lahiri R/o- Saptarshi Apartment, Basistha-1, Flat-2A, 2B 23/C A.C Sarkar Road, Ariadaha, Kamarhati (M), Dakshineswar, North 24 Parganas, W.B, Pin-700076shall henceforth be known as Swagata Chatterjee. I declare that Swagata Lahiri and Swagata Chatterjeeis same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 07-02-2024.

Name Change

I, (Old Name) MOHAMMED SAHUBUDDIN AHAMED S/o- MD NASIRUDDIN, Residing at Vill- Kojalsa, Post- Sreegran, Ps - Ketugram, Dist- Bardhaman, Pin- 713129, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MOHAMMED SAHUBUDDIN AHAMED To MD SAHABUDDIN AHAMED (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD SAHABUDDIN AHAMED in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 02/02/2024, MD SAHABUDDIN AHAMED and MOHAMMED SAHUBUDDIN AHAMED both are Same and one identical person.

বাংলাদেশ সীমান্তে এসে আশ্রয় নিলেন মিয়ানমারের আরও ৬৩ সীমান্তরক্ষী

এম এ আহাদ শাহীন, বাংলাদেশ, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ জীবন বাঁচাতে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে এসে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে সে দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বর্ডার গার্ড পুলিশ (বিজিপি) এর আরও ৬৩ সদস্য। এর আগে গত চার দিনে মিয়ানমার সেনা ও বিজিপি সদস্যসহ ২৬৪ জন আশ্রয় নিয়েছিল।বুধবার (৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে টেকনাফের হোয়াইক্যংয়ের উত্তর কোনাপা।। সীমান্ত দিয়ে তারা অস্ত্রশস্ত্রসহ বাংলাদেশে আশ্রয় নেয় বলে জানিয়েছেন টেকনাফ-২ বিজিবির অধিনায়ক লে. কর্নেল মহিউদ্দিন আহমেদ।তিনি বলেন, আমরা

৬৩ মিয়ানমার বিজিপিকে আমাদের হেফাজতে নিয়েছি। এরা সবাই বিজিপি সদস্য কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে অধিনায়ক বলেন, ভাষা সমস্যাসহ নানা কারণে আমরা পরিপূর্ণ পরিচয় নিশ্চিত হতে পারিনি। তবে যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করেছি তাতে সকলেই মিয়ানমারের বর্ডার পুলিশের সঙ্গে যুক্ত।তিনি আরও বলেন, জনগণের জানমাল ও সীমান্ত নিরাপত্তায় বিজিবি বদ্ধপরিকর।এ নিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া বিজিপি সদস্যের সংখ্যা দাঁ।।লো ৯৫ জনে। তাদের নিরস্ত্রীকরণ করে নিরাপদ আশ্রয়ে .নেওয়া হয়েছে বলে জানায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) তথ্য অফিসার শরিফুল ইসলাম। তিনি বলেন, এ পর্যন্ত মিয়ানমার সেনা ও বিজিপি সদস্যসহ ৩২৭ জন বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। এ ব্যাপারে পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কবি সুভাষ-হেমন্ত মুখোপাধ্যায় অবধি কমলা লাইনের স্ট্রেচ পরিদর্শনে রেলওয়ে নিরাপত্তার প্রধান কমিশনার

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ শ্রী জনক কুমার গর্গ, রেলওয়ে নিরাপত্তার প্রধান কমিশনার আজ (অর্থাৎ ০৭.০২.২০২৪ সকালে একটি ট্রেন যাত্রা শুরু করে অরেঞ্জ

লাইনের কবি সুভাষ থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রসারিত উভয় ট্র্যাকে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিগন্যালিং সিস্টেম পরিদর্শন করেছেন।এই অন-বোর্ড পরিদর্শন শুরুর আগে, শ্রী গর্গ কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনে মেট্রো রেলওয়ে এবং রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে একটি উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠক করেন। এই বৈঠকে পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের সাহায্যে আরভিএনএল কর্মকর্তারা তাকে এই প্রকল্পের প্রযুক্তিগত বিবরণ এবং কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করেন। বৈঠকের পর, সিসিআরএস এই স্টেশনে প্রবেশ ও প্রস্থান গেট, এএফসি-পিসি গেটস, স্টেশন কন্ট্রোল রুম, এসকেলেটর, লিফট, সাইনেজ বোর্ড, ফায়ার ডিটেকশন এবং সাপ্রেশন সিস্টেম, স্টেশন বাফার এবং অন্যান্য যাত্রী সুবিধাগুলি পরিদর্শন করেছে।পরে, তিনি একটি মেট্রোর মোটরম্যানের ক্যাবে উঠেছিলেন এবং এই প্রসারিত ইআই সিগন্যালিং সিস্টেমটি পরীক্ষা করতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্টেশন পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্টেশনের বাইরে ক্রসওভার পয়েন্টটিও পরীক্ষা করেছেন যা বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হলে রেকটিকে বিপরীত করতে সক্ষম করবে। রেকের উল্টে যাওয়া পরীক্ষা করার পরে, তিনি এই স্টেশনটিও পরিদর্শন করেন এবং পরে একই মেট্রোতে কবি সুভাষ স্টেশনে ফিরে আসেন। শ্রী ভি কে শ্রীবাস্তব, প্রধান প্রকৌশলী এবং অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (এজিএম) এবং মেট্রো রেলের অন্যান্য উচ্চ-স্তরের আধিকারিক এবং শ্রী রাজেশ প্রসাদ, এমডি এবং রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড-এর অন্যান্য উচ্চ-স্তরের আধিকারিকরা

Name Change

I, (Old Name) MOHAMMED NASIRUDDIN S/o- MD ALLAH HAFEZ, Residing at Vill- Kojalsa, Post- Sreegran, Ps - Ketugram, Dist- Bardhaman, Pin- 713129, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MOHAMMED NASIRUDDIN To MD NASIRUDDIN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD NASIRUDDIN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 02/02/2024, MD NASIRUDDIN and MOHAMMED NASIRUDDIN both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) PRODIP JYOTI KARMAKER S/o- TARAKESWAR KARMAKAR, Residing at Vill- Birnagar, Post- Birnagar, Ps - Tehatta, Dist- Ranaghat, Pin- 741127, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from PRODIP JYOTI KARMAKER To PRADIP JYOTI KARMAKAR (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) PRADIP JYOTI KARMAKAR in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 02/02/2024, PRADIP JYOTI KARMAKAR and PRODIP JYOTI KARMAKER both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) RIPAN SARDAR S/o- SAMADUL SARDAR, Residing at Vill- Binodnagar, Post- Binodnagar, Ps - Tehatta, Dist- Nadia, Pin- 741155, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from RIPAN SARDAR To RIPON SARDAR (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) RIPON SARDAR in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 17/01/2024, RIPON SARDAR and RIPAN SARDAR both are Same and one identical person.

হিন্দুস্থান ন্যাশনাল গ্লাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

Leaders in Glass Containers

CIN : L26109WB1946PLC013294

রেজি. অফিসঃ ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১ টেলিফোন-(৯১)(৩৩) ২২৫৪-৩১০০ ফ্যাক্সঃ(৯১)(৩৩) ২২৫৪-৩১৩০

ই-মেইলঃ **cosechngil.com** ওয়েবসাইটঃ**www.hngil.com**

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস (লক্ষ টাকায়) ইপিএস ডেটা ছাড়

এস আই নং।	বিবরণ	৩ মাস শেষ			নয় মাস শেষ		বছর শেষ
		৩১.১২.২০২৩	৩০.০৯.২০২৩	৩১.১২.২০২২	৩১.১২.২০২৩	৩১.১২.২০২২	৩১.০৩.২০২৩
		(অনিরীক্ষিত)			(অনিরীক্ষিত)		(নিরীক্ষিত)
১।	অপারেশন থেকে মোট আয়	৬১,৭৪৩	৬১,২০২	৫৮,৯৪৬	১,৯৩,০৫১	১,৭৯,৫৭৯	২,৪৫,৭২৩
২।	নিট লাভ (ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়ের জন্য	৪,৪৬৮	৬,৫০৫	(৭৬৪)	১৯,৬৯১	(২৫,২০৪)	(২৩,২৯০)
৩।	নিট লাভ (ক্ষতি) ট্যাক্স পরবর্তী সময়ের জন্য	৪,৪৫৮	৬,৪৯৫	(৭৬৪)	১৯,৬৫৯	(২৫,২০৪)	(২৩,৩৩২)
৪।	মেয়াদের জন্য মোট বিস্তৃত আয় সময়ের জন্য নিট লাভ (লোকসান) সমন্বিত (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)	৪,৪৩৪	৬,৪৭১	(৬৫৮)	১৯,৫৮৮	(২৪,৮৮৫)	(২৩,৪২৬)
৫।	পেইড আপ ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (মুখী মূল্য টাকা ২-)	১,৭৯১	১,৭৯১	১,৭৯১	১,৭৯১	১,৭৯১	১,৭৯১
৬।	নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-		-	(১,০১,৫৫৪)
৭।	আয় শেয়ার প্রতি (প্রতিটি টাকা ২-) মৌলিক এবং পাতলা (ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবার্ষিক পরিসংখ্যানের জন্য বার্ষিক নয়)	৪.৯৮	৭.২৫	(০.৮৫)	২১.৯৫	(২৮.১৪)	(৩১.০৩.২০২৩ তারিখে) (২৬.০৫)

মন্তব্যঃ

১. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি ০৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪-এ অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪-এ রেজোলিউশন প্রফেশনালের সভাপতিত্বে পরিচালকদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
২. উপরেরটি সেবি(লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস এখানে উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.bseindia.com, www.nseindia.com, www.cse-india.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন **www.hngil.com** পাওয়া যায়।
৩. পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যান যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনরায় গোষ্ঠীবদ্ধপুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

(সঞ্জয় সোমানি)
(পরিচালক)
DIN: 00124538
স্থানঃ নয়াদিল্লি
তারিখঃ ফেব্রুয়ারি ০৭, ২০২৪

(গিরিশ শ্রীরাম জুনেজা)
রেজোলিউশন প্রফেশনাল
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ফেব্রুয়ারি ০৭, ২০২৪

Name Change

I, (Old Name) MD ROHIDUL ISLAM S/o- ESRAIL HAQUE, Residing at Vill- Natungram, Post- Lalgola, Ps - Lalgola, Dist- Murshidabad, Pin- 742148, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD ROHIDUL ISLAM To MD RAHIDUL ISLAM (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD RAHIDUL ISLAM in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 02/02/2024, MD RAHIDUL ISLAM and MD ROHIDUL ISLAM both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) MD KAMRUZZAMAN SEKH S/o- MD SAMSUZZOHA, Residing at Vill- Baninathpur, Post- Sargachhi, Ps - Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742134, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD KAMRUZZAMAN SEKH To MD KAMRUZZAMAN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD KAMRUZZAMAN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 02/02/2024, MD KAMRUZZAMAN and MD KAMRUZZAMAN SEKH both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) RAFIKUL ISLAM NADAB S/o- KHALILUR RAHAMAN, Residing at Vill- Choto Sujapur, Post- Choto Sujapur, Ps - Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732206, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from RAFIKUL ISLAM NADAB To RAFIKUL ISLAM (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) RAFIKUL ISLAM in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 02/02/2024, RAFIKUL ISLAM and RAFIKUL ISLAM NADAB both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) KABERI ROY(SARKAR) W/o- LATE UTTAM KUMAR ROY, Residing at Vill- Mahanandapally, Post- Jhaljhalia, Ps - Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732102, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from KABERI ROY(SARKAR) To KABERI SARKAR (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) KABERI SARKAR in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 02/02/2024, KABERI SARKAR and KABERI ROY(SARKAR) both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) JAYANTA KUMAR KUNDU S/o- LATE JAGABANDHU KUNDU, Residing at Vill- Gazole Shikshak pally, Post- Gazole, Ps - Gazole, Dist- Malda, Pin- 732124, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from JAYANTA KUMAR KUNDU To JAYANTA KUNDU (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) JAYANTA KUNDU in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 02/02/2024, JAYANTA KUNDU and JAYANTA KUMAR KUNDU both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) ABDUL MUTTALEB SEKH S/o- SHAMSHER ALI, Residing at Vill- Sukhsagar madhyapara, Post- Sukhsagar, Ps - Nakashipara, Dist- Nadia, Pin- 741154, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ABDUL MUTTALEB SEKH To ABDUL MUTTALEB SHAIKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ABDUL ABDUL MUTTALEB SHAIKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 02/02/2024, ABDUL MUTTALEB SHAIKH and ABDUL MUTTALEB SEKH both are Same and one identical person.

Name Change

I, Munna Prasad, son of Late Mukhdev Prosad, R/o Vill-Barka Teghra, P.O-Chotka Teghra, PS-Maharajganj, Dist-Siwan, Bihar-841238. Change my name Munna Prosad to Munna Prasad vide affidavit on 11.10.2023 before the learned Metropolitan Magistrate 1st class at Kolkata. Munna Prasad and Munna Prosad Identically same person.

Name Change

I, Mohammed Abu Sufian Mondal (old name) S/O Mohammed Golam Sattar Mondal, Residing at Vill- Ghola, P.O.- Bhebia, P.S.- Hasnabad, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743456, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Abu Sufian Mondal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/02/2024. Abu Sufian Mondal (new name) and Mohammed Abu Sufian Mondal (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Profuulla Sardar (old name) S/O Manasa Sardar, Residing at Vill- Munsigheri, P.O.- Gopalpur, P.S.- Haroa, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743445, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Prafulla Sardar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/02/2024. Prafulla Sardar (new name) and Profuulla Sardar (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Saurav Das (old name) S/O Debkumar Das, Residing at Vill- Jhorehat, P.O.- Jhorehat, Block- Sankrail, P.S.- Sankrail, Dist- Howrah, Pin- 711302, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sourav Das (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/02/2024. Sourav Das (new name) and Saurav Das (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Wajda Jalal (old name) W/O Mir Jalaluddin, Residing at 29A/H/4, Kavi Md Iqbal Road, P.S.- Ekbalpore, Kolkata- 700023, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Wazda Jalal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/02/2024. Wazda Jalal (new name) and Wajda Jalal (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Arpita Sengupta (old name) W/O Biplab Sengupta, residing at 109, Bidhan Pally, Garia, Dist- South 24 Pgs, Pin-700084, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Arpita Sengupta Sen (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/02/2024. Arpita Sengupta Sen (new name) and Arpita Sengupta (old name) both are same identical person.

Name Change

I ANWARA BEGAM, DAUGHTER OF SEKH SURMAN,WIFE OF SEKH RABIUL, RESIDING AT BANDER BILL,DELHI ROAD,PO&PS-DANKUNI,HOOGHLY-712311,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANWARA BEGUM VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/02/2024.THAT ANWARA BEGAM AND ANWARA BEGUM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I MD FARUK ABDULLA, S/O JAYNAL ABEDIN,D.O.B- 04/01/1989,R/O UTTAR KOLSUR, KARMAKAR PARA, PO KOLSUR, PS DEGANGA, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743438, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FARUK ABDULLA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/02/2024, THAT MD FARUK ABDULLA AND FARUK ABDULLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MD JAYNAL ABEDIN, S/O LATE FAKIR AHAMMAD MONDAL, R/O UTTAR KOLSUR, KARMAKAR PARA, PO KOLSUR, PS DEGANGN, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743438, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAYNAL ABEDIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/02/2024, THAT MD JAYNAL ABEDIN AND JAYNAL ABEDIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I UMA PANDEY, W/O SOURAV DAN, R/O WARD - 17, NAPIT PARA, NAMOPARA, PURULIA-1, PURULIA-723103, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS UMA RANI DAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/02/2024, THAT UMA PANDEY AND UMA RANI DAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,SHEZRIN DUTIA EDULJI,WIFE OF PHIROZE EDULJI, RESIDING AT 84 LELIN SARANI,FLAT A/3, KHORSHED MADAN MANSION,PS-TALTALA, KOLKATA -700013,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHEZRIN VIRAF DUTIA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/02/2024.THAT SHEZRIN DUTIA EDULJI AND SHEZRIN VIRAF DUTIA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,TAPAS KUMAR MUKHOPADHYAY,C/O SISIR MUKHERJEE, RESIDING AT 171 BIDHAN PARK,TAKI ROAD(NORTH),BARASAT - 1, NORTH24PARGANAS - 700124,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TAPAS MUKHERJEE VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/02/2024.THAT TAPAS KUMAR MUKHOPADHYAY AND TAPAS MUKHERJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,SISIR KUMAR MUKHOPADHYAY, C/O BIHUTI MUKHERJEE, RESIDING AT KUTUL SAHI ROAD 6 BARASAT, NORTH24PARGANAS - 700124,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SISIR MUKHERJEE VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/02/2024.THAT SISIR KUMAR MUKHOPADHYAY AND SISIR MUKHERJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,AZIZ AHAMED,SON OF ZULFIQUAR AHMED, RESIDING AT SITI PARA ROAD,SOUTH KAZIPARA,, NORTH24PARGANAS - 700125,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AZIZ AHMED VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/02/2024.THAT AZIZ AHAMED AND AZIZ AHMED ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,ZULFIKAR AHAMED,SON OF NESAR AHMED, RESIDING AT SITI PARA ROAD,SOUTH KAZIPARA,, NORTH24PARGANAS - 700125,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ZULFIQUAR AHMED VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/02/2024.THAT ZULFIKAR AHAMED AND ZULFIQUAR AHMED ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SAYED MOBASHIR HUSSAIN, S/O SYED QAISER HUSSAIN, R/O 5, DAMZEN LANE, PS BOWBAZAR, KOLKATA -700073, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SYED MOBASHIR HUSSAIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/02/2024, THAT SAYED MOBASHIR HUSSAIN AND SYED MOBASHIR HUSSAIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MUMTAZ BEGUM & MUMTAZ QAISER, W/O SYED QAISER HUSSAIN, R/O 5, DAMZEN LANE, PS BOWBAZAR, KOLKATA -700073, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MUMTAZ KHANAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/02/2024, THAT MUMTAZ BEGUM & MUMTAZ QAISER AND MUMTAZ KHANAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Prosenjit Mukhopadhyay (old name) S/O Sadhan Chandra Mukherjee, Residing at 186/2A, Kalipada Mukherjee Road, Purba Barisha, Kolkata- 700008, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Prosenjit Mukherjee (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/02/2024. Prosenjit Mukherjee (new name) and Prosenjit Mukhopadhyay (old name) both are same identical person.

Name Change

I SENTHIL KUMAR, S/O VIJAYA KUMARAN, R/O 17 TOWER 3, 375 PRINCE ANWAR SHAH ROAD, KOLKATA -700068, WEST BENGAL,STATE THAT MY MINOR CHILD SAHAANA SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAHAANA SENTHIL KUMAR ,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/02/2024, THAT SAHAANA AND SAHAANA SENTHIL KUMAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MANALI BHATTACHARYYA, D/O NAGENDRA NATH DE, R/O 4RB 2/5, BLOCK GA ,PURBACHAL HOUSING ESTATE SECTOR III , PHASE II, KOLKATA 700097,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANALI DE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/02/2024, THAT MANALI BHATTACHARYYA AND MANALI DE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I PRASHANTA KUMAR PAL, S/O SUDHIR PAUL, R/O 8 NO BIJAYNAGAR, NAIHATI, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743165, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRASHANTA KUMAR PAUL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/02/2024, THAT PRASHANTA KUMAR PAL AND PRASHANTA KUMAR PAUL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SHGUFTA NAZ, W/O MD SHAKIR ALI ANSARI, R/O 36, PILKANA 1ST LANE, PS GOLABARI, HOWRAH - 711101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAGUFTA PARWEEN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/02/2024, THAT SHGUFTA NAZ AND SHAGUFTA PARWEEN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MOHAMMED FEROZ ALAM, S/O MD HANIF, R/O 8/1, PILKHANA 2ND BYE LANE, PS GOLABARI, HOWRAH - 711101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD FEROZ ALAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/02/2024, THAT MOHAMMED FEROZ ALAM AND MD FEROZ ALAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SUBHAS CHANDRA SAM, S/O TIN KARI SAM, R/O BERGHOSH SHASHPUR, PS INDAS, BANKURA-722205, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUBASH CHANDRA SAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/02/2024, THAT SUBHAS CHANDRA SAM AND SUBASH CHANDRA SAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SAMIRAN GHOSH,SON OF SHACHIN GHOSH, RESIDING AT 1 SUBHAS PARK,P.O- HARIDEVPUR.P.O-THAKURPUKUR,KOLKATA-700082,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAMIR GHOSH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/02/2024.THAT SAMIRAN GHOSH AND SAMIR GHOSH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I RASHMI BANTHIA, W/O RISHABH KUMAR BANTHIA, R/O 7, RAMESH MITRA ROAD, 4TH FLOOR, 4B, OPPOSITE SBI BANK, VTC BHAWANIPORE, PO BHAWANIPORE, KOLKATA -700025, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RASHMI PARAKH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/02/2024, THAT RASHMI BANTHIA AND RASHMI PARAKH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I NETAI SARKAR, S/O BNIRENDRA NATH SARKAR, R/O SHANTIPUR, BANKDEBIPUR (P), SANTIPUR, NADIA, PIN-741404, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NITAI SARKAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/02/2024, THAT NITAI SARKAR AND NETAI SARKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Md Saifuddin Mondal (old name) S/O Arman Mondal, Residing at Khalpar, Chhoto Jagulia, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743294, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Saifuddin Mondal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/02/2024. Saifuddin Mondal (new name) and Md Saifuddin Mondal (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Irshad Husain (old name) S/O Talib Husain, Residing at 3rd-FR-FL-3C, 27, Ahiripukur 1st Lane, Kolkata-700019, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Irshad Hussain Rizvi (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/02/2024. Irshad Hussain Rizvi (new name) and Irshad Husain (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Tanjeem (old name) W/O Irshad Hussain Rizvi, Residing at 3rd-FR-FL-3C, 27, Ahiripukur 1st Lane, Kolkata- 700019, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Tanzeem Fatma (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/02/2024. Tanzeem Fatma (new name) and Tanjeem (old name) both are same identical person.

বেআইনি ফুটপাত দখলের তদন্তে মহকুমা শাসকের দফতর

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ফুটপাত দখল হয়ে যাওয়ার ফলে রামপুরহাট পুরসভার যানজট বেড়ে চলেছে দিন দিন। জন সাধারণের অভিযোগের ভিত্তিতে ফুটপাত কতটা দখল হয়েছে, তার নির্দেশ দেয় জেলা প্রশাসন। তার প্রেক্ষিতে নড়েচড়ে বসলো রামপুরহাট মহকুমা প্রশাসন। বুধবার মহকুমা শাসক সৌরভ পাণ্ডে জানান, মৌখিক ভাবে সাধারণ পাবলিক ফুটপাত দখল নিয়ে ফোন করেন। তবে সব ফুটপাত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনার জন্য ডাকা হয়েছে। দেখা হবে কার কি রকম কাগজপত্র আছে। জানা গেছে, দিনের পর দিন দখল হয়ে যাচ্ছে ফুটপাত। অস্থায়ী দোকানকে কংক্রিটের দোকান গড়ে স্থায়ী করে তোলা হচ্ছে জেলখানার দেওয়াল ঘেঁষে। এতে জেলখানার নিরাপত্তার অসুবিধা হতে পারে। সে কথাও মাথায় রয়েছে প্রশাসনের। প্রসঙ্গত, রামপুরহাট পাঁচমাথা মোড় থেকে ব্যাঙ্করোড রাস্তায় জেলখানার ধারে গজিয়ে উঠেছে একাধিক দোকান। এক সময় অস্থায়ীভাবে ওই সমস্ত দোকান গজিয়ে উঠলেও দিনে দিনে সেই সময় দোকান কংক্রিটের গড়ে উঠেছে। দিন কয়েক আগেও একটি দোকান গজিয়ে উঠেছে জেলখানার প্রাচীরের গা ঘেঁষে। এতেই নজরে পড়েছে প্রশাসনের। বছর দেড়েক আগেও ওই সমস্ত দোকান উচ্ছেদের নোটিশ জারি করেছিল জেলা প্রশাসন। কিন্তু বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক চাপে পিছু হটতে হয়েছিল প্রশাসনকে। এবারের নোটিশে ২০ জন ফুটপাত ব্যবসায়ীকে ৮ ফেব্রুয়ারি মহকুমা শাসকের অফিসে প্রয়োজনীয় কাগজ নিয়ে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের রামপুরহাট শহর সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিম্মি বলেন, প্রশাসনের সঙ্গে আমরা সবরকম সহযোগিতা করব। তবে যারা দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা করছে তাদের কথা মাথায় রেখে পুনর্বাসনের দাবি রাখছি। রামপুরহাট মহকুমা শাসক সৌরভ পাণ্ডে বলেন, ওখানে কিসের ভিত্তিতে ওরা বসেছে আমরা দেখব। সেই জন্য তাদের ডাকা হয়েছে। সমস্ত কাগজপত্র দেখার পর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

শিলিগুড়ির মিলনপল্লী সরকারি আবাসনের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার মিলনপল্লী এলাকায় একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল সেখানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, দার্জিলিং জেলা টিএমসি- এর সভাপতি পাপিয়া ঘোষ সহ অন্যান্যরা। এধরণের আরো ভবন তৈরি হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান।

সন্দেশখালি মামলায় তদন্ত করবে কারা? স্থগিতাদেশ প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ সন্দেশখালিকাণ্ডের তদন্তে সিট গঠনের নির্দেশে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের। রাজ্য পুলিশ ও সিবিআইকে নিয়ে সিট গঠনের নির্দেশে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ। রাজ্য পুলিশের তদন্তের পর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ আপাতত স্থগিত থাকবে। কোনও এফআইআরের উপরই তদন্ত করতে পারবে না রাজ্য পুলিশও। দু'পক্ষের বক্তব্য শোনার পরে আদালত পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে। ৬ মার্চ পরবর্তী শুনানি।ইডি প্রথম থেকেই চেয়েছিল সন্দেশখালি কাণ্ডের তদন্ত করুক কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। এই মর্মে তারা কলকাতা হাই কোর্টে আর্জিও জানিয়েছিল। কিন্তু হাই কোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত তাঁর নির্দেশে জানিয়ে দেন, শুধু সিবিআই নয়, এই মামলার তদন্ত করবে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) তৈরি করা হবে। সেই সিটের মাথায় থাকবেন সিবিআই এবং রাজ্য দু'তরফেরই অফিসার এসপি পদ মর্যাদার আধিকারিক। এছাড়া দু'পক্ষেরই সমান সংখ্যক সদস্য সিটে থাকবে বলে জানিয়েছিল আদালত। বিচারপতি এ-ও জানিয়েছিলেন আদালতের নজরদারিতে এই তদন্ত হবে। কিন্তু বিচারপতির সেই নির্দেশ মনঃপুত হয়নি কেন্দ্রীয় সংস্থা ইডির। সম্প্রতি তারা এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবানমের দ্বারস্থ হয় এবং জরুরি ভিত্তিতে ই মামলার শুনানির আর্জি জানায়। বুধবার ইডির সেই আবেদনেরই শুনানি হয় হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে। ইডির দাবি ছিল সন্দেশখালির তদন্ত নিয়ে প্রধান বিচারপতির দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্যও। তাদের দাবি ছিল ইডির আর্জির ঠিক বিপরীত। আদালতকে তারা বলেছিল, সন্দেশখালির ঘটনার তদন্ত রাজ্যের হাতেই থাকুক। অর্থাৎ পুলিশকেই এর তদন্তভার দেওয়া হোক। তারাই বিষয়টি খতিয়ে দেখবে। বুধবার এই দু'টি মামলারই এক সঙ্গে শুনানি হওয়ার কথা ছিল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে। আর তা হয়ও। রেশন 'দুর্নীতি'র তদন্তে এক মাস আগে সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে তাঁর গ্রাম সরবেরিয়ায় আক্রান্ত হন ইডির আধিকারিকেরা। শাহজাহানের বাড়ির সামনেই প্রায় হাজার খানেক গ্রামবাসী ঘিরে ধরেন ইডির দলটিকে। ইডির সঙ্গে ছিল সশস্ত্র কেন্দ্রীয় বাহিনী। সে সবের পরোয়া না করেই ইট, পাথর, বাঁশের লাঠি নিয়ে গ্রামবাসীরা চড়াও হন তাঁদের উপর। ঘটনাস্থল থেকে কোনক্রমে প্রাণ হাতে নিয়ে পালিয়ে আসে ইডির দলটি। তত ক্ষণে ইডির তিন আধিকারিক গুরুতর জখম হয়েছেন। কলকাতায় ফিরে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয় তাঁদের। এই ঘটনার নিন্দায় সরব হন রাজ্যের বিরোধী দল থেকে শুরু করে রাজ্য সি ভি আনন্দ বোস। কলকাতায় এসে বিশেষ বৈঠক করেন ইডির শীর্ষ কর্তাও। গত ৫ জানুয়ারি হামলার ঘটনা ঘটেছিল। তার এক সপ্তাহের মধ্যেই ইডির তরফে এই ঘটনায় সিবিআই তদন্ত চেয়ে মামলা দায়ের করা হয় কলকাতা হাই কোর্টে।

প্রেমিকাকে চিঠিতে মৃত্যুর কথা লিখে মেদিনীপুরের যুবক নিখোঁজ, উদ্ধার দেহ

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ গত চারদিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন মেদিনীপুর শহরের এক বাসিন্দা। বুধবার তাঁর দেহ উদ্ধার হল শহরের বাসস্ট্যান্ড লাগোয়া নির্মীয়মাণ একটি ফ্ল্যাটের সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে। বুধবার দুপুরে তাঁর পচাগলা দেহ উদ্ধার করল কোতোয়ালি থানার পুলিশ। দেহটি ইতিমধ্যেই ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। সূত্রের খবর, প্রেমিকাকে পাঠানো চিঠিতে মৃত্যুর কথা লিখে নিখোঁজ হয়েছিলেন ই যুবক। চিঠিতে লেখা ছিল, ''আমি তোমাকেই ভালোবাসি। তোমাকে নিয়েই বাঁচার স্বপ্ন দেখেছিলাম। কিন্তু সেটা মনে হয় এ জীবনে তা আর সম্পূর্ণ হল না।'' পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। যুবক ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে নিখোঁজ ছিলেন। বুধবার সকালে তাঁর মোটর বাইক এবং জুতো উদ্ধার হয়। পরে নির্মীয়মাণ ওই ফ্ল্যাটের সামনের রাস্তার পাশে একটি ফাঁকা জায়গা থেকে দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসতে দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের। সেখানে ঢুকে একটি সেপটিক ট্যাঙ্কে যুবকের দেহ পড়ে থাকতে দেখেন পুলিশ আধিকারিকরা। যে নির্মীয়মাণ ফ্ল্যাটের পাশ থেকে ওই যুবকের দেহ উদ্ধার হয়েছে, তার নিরাপত্তারক্ষীর কথায়, ''যিনি মারা গিয়েছেন তাঁকে চিনি না। ৪ ফেব্রুয়ারি দুপুরের দিকে ছবি তুলতে তুলতে ফ্ল্যাটে উঠেছিলেন উনি। তার পরে আর জানি না। মনে হয়েছিল যে উনি নেমে গিয়েছেন। কিন্তু আজ মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।'' যুবকের দেহ উদ্ধারের পরে পর প্রকাশ্যে এসেছে চিঠির ছবিও। মৃতের পরিবারের দাবি, ওই চিঠিতেই আত্মঘাতী হওয়ার কথা লিখে গিয়েছেন তিনি। পরিবার সূত্রে খবর, ঝাড়খন্ডের এক যুবতীর সঙ্গে প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল মৃতের। যদি মৃতের এক আত্মীয়ের অভিযোগ, প্রেমিকাই খুন করেছেন ই যুবককে। তাঁর দাবি, সম্পত্তি হাতানোর উদ্দেশেই এই খুন করা হয়েছে। সম্প্রতি, ওই যুবকের প্রেমিকা অন্য এক জনের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে যান বলে মৃতের পরিবারের দাবি। ওই যুবক আত্মহত্যা করেছেন না খুন হয়েছেন, তা খুঁজে বার করতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কাজের দাবি ও পরিবেশ দূষণ রোখার দাবিতে বেসরকারি কারখানার গেট বন্ধ করে বিক্ষোভে সামিল হন গ্রামবাসীরা

দুরন্ত বার্তা, কাঁকসা, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ স্থানীয়দের কাজের দাবি, ও পরিবেশ দূষণ রোখার দাবি নিয়ে কাঁকসার বাঁশকোপার একটি বেসরকারি কারখানার গেট বন্ধ করে বিক্ষোভে সামিল হন গ্রামবাসীরা। এদিন কারখানার গেটের সামনে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের জেরে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কাঁকসা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। গ্রামবাসীদের অভিযোগ কারখানার দূষিত ছাই গোটা গ্রামে ছড়িয়ে গিয়ে অনেকেই স্বাস কষ্টে ভুগছে। গ্রামের অধিকাংশ জমির উর্বরতা নষ্ট হয়ে গেছে। গত এক বছর আগে তারা এই বিষয়ে আন্দোলন করলে কারখানা কর্তৃপক্ষ দূষণ বন্ধ করার জন্য গ্রামবাসীদের আশ্বাস দিয়েছিল। কিছুদিন বন্ধ থাকার পর পরে ফের দূষণের মাত্রা বেড়ে যায়। যার জেরে সমস্যায় পড়েন গ্রামের মানুষ। অন্যদিকে গ্রামের বহু বেকার যুবক কাজ পাওয়ার আশায় কারখানা গড়ার জন্য জমি দিয়েছিলেন কিন্তু কারখানা কর্তৃপক্ষ বহিরাগতদের কাজের নিলেও স্থানীয়দের কাজ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে বলে অভিযোগ। তাই যতক্ষন না তাদের দাবি পূরণ হবে এই আন্দোলন চলবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন গ্রামবাসীরা।

কাউন্সিলিং এর দাবিতে প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ মেধা তালিকায় নাম রয়েছে কিন্তু এখনো কাউন্সিলিং হয়নি, কাউন্সিলিং এর দাবিতে এদিন

কোচবিহার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ দপ্তরের সামনে বিক্ষোভে সামিল হলেন টেট পাস শিক্ষকরা। তাদের দাবি অন্যান্য জেলায় যাদের মেধা তালিকা তৈরি হয়েছিল তারা কাজ শুরু করে দিয়েছে কিন্তু কোচবিহার জেলায় এখনো হয়নি। অবিলম্বে কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে নিয়োগপত্র হাতে তুলে দেওয়া হোক। সজল শর্মা জানান, আজকের মধ্যেই তারা চাইছেন যাতে মেধা তালিকা কাউন্সিলিংয়ের ডেট দিয়ে দেয় সংসদ। অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন তারা।

বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বাস প্রদান

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে নর্থ বেঙ্গল হ্যান্ডিক্যাপড রিহ্যাবিলিটেশন সোসাইটিকে একটি বাস প্রদান করলো একটি সংস্থা। বুধবার মেডিক্যাল সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত নর্থ বেঙ্গল হ্যান্ডিক্যাপড রিহ্যাবিলিটেশন সোসাইটির কার্যালয়ে অনুষ্ঠানিকভাবে এই বাস প্রদান করা হয়। জানা যায়, বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্রছাত্রীরা এই কেন্দ্রে পড়াশোনা করে এবং তাদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে অনেকটাই সমস্যা হয়। তাদের যাতে যাতায়াতের কোন সমস্যা না হয় তার জন্যই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

আশিঘর মোড়ে ইউকো ব্যাংকের উদ্বোধন

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ এদিন আশি ঘর মোড়ে ইউকো ব্যাংকে উদ্বোধন হলো। উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন মেয়র গৌতমদেব ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার এ ছাড়া ব্যাংকের আধিকারিকরা ও ব্যাংকের কর্মচারীরা। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও ফিতা কেটে উদ্বোধন হলো। বেশ কিছু লোনের স্যানশন হয়েছিল সেগুলি তুলে দেওয়া হলো গ্রাহকদের হাতে, তুলে দিলেন মেয়র গৌতম দেব ও ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। পাশাপাশি শিলিগুড়ির তেরাই লায়ন্স ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় রক্তদান শিবির ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। মেয়র গৌতম দেব জানান, একটি ব্যাংকে যে যে সুবিধা গুলি থাকে এই ব্যাঙ্কে সব রকম সুবিধা রয়েছে। এছাড়া তিনি আরো জানান, কোন জায়গায় ব্যাংক থাকলে সেই জায়গার অর্থনৈতিক উন্নতি হয়। এছাড়া তিনি রক্তদান শিবির ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্য চিকিসা শিবিরের বিষয় উল্লেখ করেন।

অমানবিক ভাবে গরু বোঝাই করাকে কেন্দ্র করে স্থানীয়দের বিক্ষোভ ঃ আটক ট্রাক

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, , ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ দশ চাকা কনটেইনারের মধ্যে নির্মম, অমানবিক ভাবে প্রায় ৫০টি গরু বোঝাই করার সময় স্থানীয় গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়ে গেল একটি ট্রাক। এই ঘটনায় বুধবার উত্তেজনা ছড়াল পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানার আঝাপুর অঞ্চলের ১৯ নং জাতীয় সড়কের কাছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার দুপুর প্রায় ১টা নাগাদ আঝাপুর পুলিশ ফাঁড়ির অদূরে জাতীয় সড়কের ফ্লাই ওভারের নিচে একটি ট্রাক থেকে আরেকটি ট্রাকে প্রায় ৫০ টির মত গরু তোলা হচ্ছিল। ঘটনাটি দেখে স্থানীয় বাসিন্দা ও পথচারীদের সন্দেহ হওয়ায় তারা গাড়িটিকে আটকে বিক্ষোভ শুরু করে। তাদের বিক্ষোভে বিপদ বুঝে ট্রাকটির চালক গাড়িটিকে ফেলে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের অভিযোগ, জাতীয় সড়ক দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ভিন রাজ্য থেকে গরু পাচারের কাজ চলছে। মাঝে মধ্যে পুলিশের জালে কিছু গাড়ি ধরা পড়লেও বেশিরভাগ সময়ই পাচারকারীরা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যায়। এদিন গরু বোঝাই গাড়ি ধরা পড়ার পরই জামালপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। গরু সহ গাড়িটিকে পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। তবে জামালপুর থানা সূত্রে জানা গেছে, গরুগুলি পাচার করা হচ্ছে বলে যে অভিযোগ উঠছে তা ঠিক নয়, কারন গরুর মালিকের কাছে বৈধ চালান ও কাগজপত্র ছিল। কিন্তু গরুগুলিকে খুবই অমানবিক ভাবে একটা কন্টেনারে ঠেসে রাখা হচ্ছিল। এটা অবশ্যই আইনত অপরাধ। কারন কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় সরকারেরই নির্দেশ রয়েছে পশুদের উপর কোন রকম অত্যাচার করাকে অপরাধ বলে গন্য করে এই কাজে যুক্ত সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তি বা ব্যাক্তিবর্গকে এনিমেল ক্রুয়েলটি অ্যাক্ট - এর আওতায় অভিযোগ দায়ের করতে হবে। সেই অনুযায়ী এনিম্যাল ক্রুয়েলিটি অ্যাক্ট এ মামলা করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ বলে জানা গেছে।

ক্রমেই জনপ্রিয় হচ্ছে মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষা

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্যে ইতিমধ্যে ১২টি মাদ্রাসা ইংরেজি মাধ্যম চালু করেছে। আরও দুটি এক মাসের মধ্যে যোগ দেবে। এই পদ্ধতি ঐতিহ্যগত ইসলামী শিক্ষা এবং আধুনিক শিক্ষা কাঠামোর মিশ্রণ অর্জন করেছে বলে মনে করেন মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ। প্রতিযোগিতার বাজারে মাদ্রাসায় পড়ুয়াদের আরও দক্ষ ও সক্ষম করে তুলতে বেশ কিছুদিন ধরেই নানা পরিকল্পনা নিচ্ছে মাদ্রাসা বোর্ড। এর সভাপতি আবু তাহের কামরুদ্দিন বুধবার জানান, ''পশ্চিমবঙ্গে ৬১৪-র পর এডেড, ২৩৪টি আনএডেড, ৪৯৭টি এমএসকে মাদ্রাসা আছে। পড়ুয়ার সংখ্যা হাই মাদ্রাসা, আলিম, ফাজিল মিলিয়ে ৭ লক্ষের ওপর। প্রথম দুটি ১০-ম স্ট্যান্ডার্ডের। তৃতীয়টি দ্বাদশ শ্রেণির শেষে নেওয়া হয়। পড়ুয়াদের ৬৫ শতাংশের বেশি ছাত্রী। পশ্চিমবঙ্গে এর আগে ২০১৪ সালে আটটি মাদ্রাসায় ইংরেজিতে পড়ানোর একটি পাইলট প্রকল্প শুরু হয়েছিল। কর্মীদের ঘাটতি সত্ত্বেও, এই মাদ্রাসাগুলি প্রতি বছর স্কুলছুটের সংখ্যা শূন্যের কাছাকাছি নেমে এসেছে। কমপক্ষে ৫০০ শিক্ষার্থী পড়ছে এই মাধ্যমে। প্রকল্পের সাফল্যের ফলে আরও মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষা চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এটি প্রতিবেশী দেশগুলিরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যার ফলে শ্রীলঙ্কা এবং নেপালের স্কুলগুলি পশ্চিমবঙ্গে গৃহীত পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষার পদ্ধতির প্রতিলিপি করছে। মাদ্রাসা বোর্ডের সভাপতি আবু তাহের কামরুদ্দিন জানান, ''আমরা আটটি মাদ্রাসা দিয়ে ইংরেজি মাধ্যম শুরু করেছিলাম। এখন আমাদের ১২টি প্রতিষ্ঠান আছে। আমরা যা আশা করেছিলাম তার চেয়ে বেশি সাড়া পাওয়া গেছে। আমরা ১৪ টি মাদ্রাসায় এই মডেল অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এর মধ্যে ১২টিতে ইংরেজিতে ক্লাস শুরু হয়েছে। জেলায় মাদ্রাসাগুলিতে ঐতিহ্যগত শিক্ষাদানের পদ্ধতি থেকে ১৮০-ডিগ্রী বাঁক নিয়ে, প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে শিক্ষার্থীদের ইংরেজিতে শিক্ষা দেওয়া শুরু হয়েছে। এটি ঐতিহ্যগত ইসলামী শিক্ষা এবং আধুনিক শিক্ষা কাঠামোর মিশ্রণ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আবু তাহের কামরুদ্দিন বলেন, ''প্রথম দিকে এটি অনুষদ এবং ছাত্র উভয়ের জন্যই কঠিন ছিল। মাদ্রাসার অনেক শিক্ষার্থীই প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী। তাদের অভিভাবকদের অনেকেই কৃষক বা ক্ষুদ্র সময়ের ব্যবসায়ী। কিন্তু প্রতিযোগিতায় তাদের এগিয়ে থাকার তাগিদ ছিল অদম্য। এটি আমাদের সাফল্যের সাথে আমাদের প্রথম সোপানের দিকে নিয়ে গেছে। তিনি এই প্রতিবেদককে জানান, আগের চেয়ে মাদ্রাসার গুণগত মান বেড়েছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় এবং শিক্ষকতায় যেরকম অনেক পড়ুয়া যাচ্ছে, তেমনই মালদার কালিয়াচকের ৩টে ব্লকে ৯৭ জন নিট উত্তীর্ণ হয়েছে। এটা যথেষ্ঠ আশার ব্যাপার। হাই মাদ্রাসায় হিন্দু পড়ুয়াও আসছে। বর্ধমান, বীরভূমে এদের শতাংশ অন্যান্য জেলার চেয়ে বেশি। স্কুলগুলি শিশুদের ইংরেজিতে সৃজনশীল লেখায় উৎসাহিত করার সাথে সাথে, অনেকে এখন ষষ্ঠ শ্রেণিতেও ছোট গল্প বা গল্পের বইয়ের পর্যালোচনা লিখেছেন, দাবি করেছেন। যে ভাষা প্রায় বিদেশী ছিল, তার সঙ্গে শিশুরা কীভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছে, তা দেখে আমরা গর্বিত। ''রাজ্যের সংখ্যালঘু বিষয়ক দপ্তরের সেক্রেটারি বায়দুর রহমানের মতে, ''মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য চ্যালেঞ্জ আর বড় ছিল। তারা নিজেদের আরও উন্নত করতে শুরু করেছেন। নদীয়ার একটি মাদ্রাসার একজন শিক্ষক এখন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ নিতে যাচ্ছেন। পদ্ধতির এই পরিবর্তন অভিভাবক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই উৎসাহিত করেছে।

লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি শুরু মালদায়

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃলোকসভা ভোটের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল মালদায়। বিধানসভা ভিত্তিক মাস্টার ট্রেনারদের প্রশিক্ষণ পর্ব হল মালদা টাউন হলে। প্রত্যেক বিধানসভা থেকে ১৫ জনকে ভোটের কাজ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হল জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে।

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ৩৩-এসডিএসটিই-এএসএন-২০২৩-২৪, তারিখঃ ০৬.০২.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম/স্থানঃ** ''আসানসোল ডিভিসনের বিভিন্ন শাখায় ট্র্যাক নবীকরণ কাজ''। {[(১) খানা-প্রধানখন্তা-সিটিআর (পি)-১৯.৬৯৯ টিকেএম], [(২) সীতারামপুর-ঝাঝা-টিআরআর(পি)-১৪.৪০৭ টিকেএম], [(৩) খানা-প্রধানখন্তা-টিআরআর(পি)-১৫.৮৮৪ টিকেএম], [(৪) সীতারামপুর-প্রধানখন্তা (আপ এবং ডাউন জিসি)-টিআরআর(পি)-২৪.৩০০ টিকেএম], [(৫) সীতারামপুর-প্রধানখন্তা (আপ জিসি)-টিআরআর(পি)-১৪.০৫০ টিকেএম], [(৬) অণ্ডাল-সাঁইথিয়া (ডাউন লাইন)-টিআরআর(পি)-১৮.৯২৭ কেএম], [(৭) অণ্ডাল-সাঁইথিয়া এবং অণ্ডাল-সীতারামপুর-টিটিআর (এফএস+টিডব্লুএস+ ডব্লুসিএমএস)-১০৬ সেট]}। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ** ২,২৫,৫৩,৪৫২.১৪ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ২,৬২,৮০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০১.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। **ওয়েবসাইট বিবরণঃ http://www.ireps.gov.in/** এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং এরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। টেন্ডারদাতা/বিডদাতাদের অবশ্যই ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং আইআরইপিএস পোর্টালে অবশ্যই রেজিস্টার্ড থাকতে হবে। কেবলমাত্র রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতা/বিডদাতারা ই-টেন্ডারিংয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

ASN-219/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

IN THE PUBLIC TRUST REGISTRATION OFFICE
GREATER MUMBAI REGION, MUMBAI
Dharmadaya Ayukat Office Sasmira Bhavan,
Sasmira Road, Worli, Mumbai- 400 030

Public Notice of Inquiry

Change Report No. ACC/ II/ 149/ 2024
Filed by**- Shri Nilesh Mehta**
In the Matter of **"Shrimad Rajchandra Aatma Tatva Research Centre"**
PTR No. E- 19123 (MUMBAI)

All concerned having Interest:-

Whereas the applicant of the above trust has filed application under section 22 of the Maharashtra Public Trust Act, 1950 for bringing the below described property on the record of the above named trust and an inquiry is to be made by the Asst. Charity Commissioner II, Greater Mumbai Region, Mumbai viz.

Whether below mentioned property is the property of the trust and could be registered in the name of the trust

DESCRIPTION OF THE PROPERTY:-

To take in record of the trust a building "Shrimad Rajchandra Aatma Tatva Research Centre- Kolkata" constructed on 19/2A Shyamananda road, Kokata-700025.

Building details as stated below:

The construction of the above - mentioned building admeasuring 6692 Sq Mtrs completed for a cost totaling to Rs. 85,69,856/- to be taken in records of the trust.

This is to call upon you to submit your objections if any, in the matter before the Assistant Charity Commissioner II, Greater, Mumbai Region, Mumbai at the above address in person or by a pleader on or before 30 days from the date of publication of this notice failing which the change report will be decided and disposed off on its own merits.

Given under my hand and seal of the Jt. Charity Commissioner, Maharashtra State, Mumbai.

This **30th** day of Month of **January 2024**

Seal

Sd/-
Superintendent
Public Trust Registration office
Greater Mumbai Region, Mumbai.

IN THE PUBLIC TRUST REGISTRATION OFFICE
GREATER MUMBAI REGION, MUMBAI
Dharmadaya Ayukat Office Sasmira Bhavan,
Sasmira Road, Worli, Mumbai- 400 030

Public Notice of Inquiry

Change Report No. ACC/ II/ 154/ 2024
Filed by**- Shri Nilesh Mehta**
In the Matter of **"Shrimad Rajchandra Aatma Tatva Research Centre"**
PTR No. E- 19123 (MUMBAI)

All concerned having Interest:-

Whereas the applicant of the above trust has filed application under section 22 of the Maharashtra Public Trust Act, 1950 for bringing the below described property on the record of the above named trust and an inquiry is to be made by the Asst. Charity Commissioner II, Greater Mumbai Region, Mumbai viz.

Whether below mentioned property is the property of the trust and could be registered in the name of the trust

DESCRIPTION OF THE PROPERTY:-

Undivided and undemarcated piece and parcel of Bastu land measuring 3 chittaks 17.125 sq.ft. be the same or a little more or less together with undivided and undemarcated area of the old dilapidated cemented flooring residential two storied building comprising ground floor having an area of 75 sq.ft. (more or less) and first floor having an area of 75 sq.ft. (more of less) standing thereon and situated in Dihi Panchannagram, Khas Mahal, Division -6, sub division M, Touzi No 1298/1299, previous holding No.239 and then holding no 461, Police station Bhawanipore, District Sub-registry office at Alipore and its Premises No. 20/1, Beltata Road, within local limit of ward No. 72 of the Kolkata Municipal Corporation, Police station Bhawanipore, Kolkata- 700025 in the district of South 24 Parganas.

Purchase consideration - Rs 10,79,489/-
Bounded as under
On the North: By 6'ft Wide road
On the South: By Beltala School
On the East: By Beltala School
On the West: By Drain and then the property of the Purchaser

This is to call upon you to submit your objections if any, in the matter before the Assistant Charity Commissioner II, Greater, Mumbai Region, Mumbai at the above address in person or by a pleader on or before 30 days from the date of publication of this notice failing which the change report will be decided and disposed off on its own merits.

Given under my hand and seal of the Jt. Charity Commissioner, Maharashtra State, Mumbai

This **30th** day of Month of **January 2024**

Seal

Sd/-
Superintendent
Public Trust Registration Office
Greater Mumbai Region, Mumbai.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), Borough-III, KMC invites online quotation tender two bid system for the following works :

(1) NIT No.: KMC/EE-III/034/FLOWER/23-24
Name of the Work : **Arrangement for holding flower show of 2023-2024 in Ward No. 34, BR-III;** Estimated Cost : **Quotation invited** (including GST & CESS); Earnest Money : **2% of Quoted Amount;** Period of Completion : **3 Days;**

(2) NIT No.: KMC/EE-III/30/30/23-24 (1st Call)
Name of the Work : **Repair of sewer line at 3/1S G. V. R. Lane in Ward No. 30 disturbed by W/S Deptt.;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 3,71,103.60;** Earnest Money : **Rs. 7,500.00;** Period of Completion : **30 Days;** Last Date and Time of submission of Bid : **15.02.2024 at 11 a.m.** (for Sl. no. 1), **15.02.2024 upto 12 noon** (for Sl. no. 2); Date and Time of opening of Tender : **17.02.2024 at 11 a.m.** (for Sl. no. 1), **17.02.2024 after 12 noon** (for Sl. no. 2); The bid forms and other details are available on and from **07.02.2024 at 5 p.m.** (for Sl. no. 1 & 2); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 & 2)

The Executive Engineer (Civil), Br-XV, KMC invites tender online percentage rate two bid systems for the following works :

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/133/059/2023-2024/R
Name of the Work : **Restoration of C.C. passage and paver block passage with allied works at Paharpur Road and other location near premises no. N128/1, J261/A, M122 etc. in Ward No. 133, BR-XV;** Estimated Cost : **Rs. 2,96,056.05** (including GST & CESS); Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **90 Days;**

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/134/017/2023-2024/R
Name of the Work : **Repairing and maintenance works of the Main Office Building for Phase-II (2023-24) of BR-XV in Ward No. 134;** Estimated Cost : **Rs. 2,55,834.13** (including GST & CESS); Earnest Money : **Rs. 5,200.00;** Period of Completion : **180 Days;**

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/139/062/2023-2024/R
Name of the Work : **Repairing of I.P.S. & C.C. passage disturbed by different PU Agency near W-19, W-123, W-115 Haziratan Lane, W-159/7 Akra Road, etc. (Block-W) in Ward No. 139, BR-XV;** Estimated Cost : **Rs. 4,62,011.93** (including GST & CESS); Earnest Money : **Rs. 9,300.00;** Period of Completion : **90 Days;** Last Date and Time of submission of Bid : **20.02.2024 at 11 a.m.** (for Sl. no. 1) & **21.02.2024 at 11 a.m.** (for Sl. no. 2 & 3); Date of opening of Tender : **22.02.2024 at 11 a.m.** (for Sl. no. 1) & **23.02.2024 at 11 a.m.** (for Sl. no. 2 & 3); The bid forms and other details are available on and from **09.02.2024 at 5 p.m.** (for Sl. no. 1 to 3); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 3)

The Executive Engineer (Civil), Borough-XI, KMC invites percentage rate tenders in two bid system for the following works :

(1) NIT No.: KMC/EEC/XI/114/058/23-24/R
Name of the Work : **Improvement of C.C. Road at Bagan Para, Naba Pally etc. in Ward No. 114;** Estimated Value (including GST & CESS) : **Rs. 4,10,348.61;** Earnest Money : **Rs. 8,300.00;** Time of Completion : **60 Days;**

(2) NIT No.: KMC/EEC/XI/114/054/23-24/R
Name of the Work : **Restoration of road providing hot mix at Dakhin Para, Ananda Pally, Thakur Para, Talbagan etc. disturbed by W.S. Deptt. in Ward No. 114;** Estimated Value (including GST & CESS) : **Rs. 4,94,647.39;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00;** Time of Completion : **60 Days;** Last Date and Time of Submission of Bid : **28.02.2024 at 12 noon** (for Sl. no. 1 & 2); Date and Time of Opening of Bid : **01.03.2024 at 12 noon** (for Sl. no. 1 & 2); The bid forms and other details are available on and from **17.02.2024 from 5 p.m.** (for Sl. no. 1 & 2); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 & 2)

The Director General (Civil), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XI/104/024/2023-24/R
Name of the Work : **Renovation of cement concrete road from 4/17A to 4/37 Viveknagar in Ward No. 104;** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,40,667.87;** Earnest Money : **Rs. 5,000.00;** Time of Completion : **60 Days;**

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XI/112/035/23-24/R
Name of the Work : **Maintenance of C.C. Road at different places viz. Postal Park, Progoti Avenue etc. in Ward No. 112;** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,99,113.14;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **60 Days;** Last Date and Time of Submission of Bid : **20.02.2024 at 12 noon** (for Sl. no. 1 & 2); The Tender will opened on : **22.02.2024** (for Sl. no. 1 & 2); The bid forms and other details are available on and from **09.02.2024 at 5 p.m.** (for Sl. no. 1 & 2); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 & 2)

The Executive Engineer (Civil), Br-XII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/107/69/23-24
Name of the Work : **Renovation of road by providing kerb & channel near Aikatan Apartment, 1715 Rajdanga Main Road & different places etc. in Ward No. 107, BR-XII;** Estimated Cost : **Rs. 2,90,657.23;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **75 Days;**

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/107/70/23-24
Name of the Work : **Repairing & maintenance of damaged road near 102 Ruby Park East & different places etc. in Ward No. 107, BR-XII;** Estimated Cost : **Rs. 2,05,728.55;** Earnest Money : **Rs. 4,500.00;** Period of Completion : **75 Days;**

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/107/71/23-24
Name of the Work : **Development of passage near Indu Park Block H, G & different places etc. in Ward No. 107, BR-XII;** Estimated Cost : **Rs. 2,98,970.56;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **60 Days;**

(4) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/109/085/23-24
Name of the Work : **Maintenance of drainage system at Mukundapur, Purbaloke, Jamuna Nagar etc. in Ward No. 109, BR-XII, KMC;** Estimated Cost : **Rs. 2,97,614.68;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **90 Days;**

(5) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/109/107/23-24
Name of the Work : **Restoration of road damaged during laying of W/S pipe near premises no. 198A/2 Dinesh Nagar, 2478 Nayabad etc. in Ward No. 109, BR-XII, KMC;** Estimated Cost : **Rs. 2,84,445.71;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **90 Days;** Last Date and Time of submission of Bid : **17.02.2024 at 12 noon** (for Sl. no. 1 to 5); Date and Time of opening of Bid : **19.02.2024 at 1 p.m.** (for Sl. no. 1 to 5); The bid forms and other details are available on and from **09.02.2024 at 5 p.m.** (for Sl. no. 1 to 5); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 5)

1411/23-24

বিপুল অর্থ ব্যয়, তাও খেলেননি

ক্ষমা চাইলেন মেসি

মায়ামি, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ ১২৪ কোটিরও বেশি অর্থ খরচ করে হংকংয়ে খেলতে ডাকা হয়েছিল ইন্টার মায়ামিকে। ম্যাচ হয়েওছে। ডেভিড ব্যাকহ্যামের টিম ১-৪ জিতেওছে। এই পর্যন্ত সবই ঠিক ছিল। কিন্তু যাঁকে দেখার জন্য বিপুল অর্থ দিয়েছে আয়োজকরা, তা পূরণ হয়নি। চোটের কারণে ওই ম্যাচ খেলতে পারেননি লিওনেল মেসি। তা নিয়েই হইচই। মেসি খেলবেন, ধরে নিয়েই চুক্তি হয়েছিল বিপুল অর্থের। সেই মতো রাখা হয়েছিল টিকিটের দামও। কাতার বিশ্বকাপ জেতা আর্জেন্টিনার ক্যাপ্টেনকে দেখার জন্য চড়া দরে টিকিট কিনেছেন ফুটবল ভক্তরা। কিন্তু তিনি না খেলায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন তাঁরা। তারই জেরে ক্ষমা চাইলেন মেসি। যা বেশ বিরল ঘটনা। মেসি বলেছেন, ''দুর্ভাগ্যবশত ফুটবলে এমন ঘটনা যখন-তখন ঘটতে পারে। যে কোনও ম্যাচ আমরা চোট পেতে পারি। তেমনই ঘটেছে আমার সঙ্গে। হংকং ম্যাচ যে কারণে খেলতে পারিনি। এটা আমার কাছেও অত্যন্ত খারাপ লাগার ব্যাপার। কারণ, আমি সব সময় খেলতে ভালোবাসি।

আমিও ফুটবল ম্যাচটা খেলতে চেয়েছিলাম। খুব ভালো করে জানি, ওই ম্যাচটা দেখার জন্য মুখিয়ে ছিল সবাই। খারাপ লাগছে খেলতে পারিনি বলে।'' ১২৪ কোটির বেশি ব্যয় করে হংকং একাদশের বিরুদ্ধে খেলতে ডাকা হয়েছিল ইন্টার মায়ামিকে। ওই চুক্তিতে স্বাভাবিক ভাবে মেসির খেলার ব্যাপারও ছিল। আটবার ব্যালন ডি'অর জেতা ফুটবলার চোট সারিয়ে উঠেছেন সদ্য। টোকিওতে ভিসাল কোবের বিরুদ্ধে খেলতে দেখা যেতে পারে তাঁকে। হংকং ম্যাচে খেলতে না পারার আক্ষেপ রয়েছে মেসিরও। আর্জেন্টিনার নায়ক বলেছেন, ''আশা করি ওখানে আবার কখনও ম্যাচ খেলব আমরা। আমিও খেলব সেই ম্যাচটা। কিন্তু সত্যিটা মেনে নিতেই হবে যে, আমি ওই ম্যাচটাতে নামতে পারিনি। কয়েক দিন আগে আমার যা পরিস্থিতি ছিল, তার থেকে এখন অনেক ভালো আছি। তবে পরের ম্যাচ খেলব কিনা, সেটা ট্রেনিংয়ের উপর নির্ভর করছে। আমি যদি সত্যি বলি, তা হলে বলব, আমি জানি না, খেলতে পারব কিনা পরের ম্যাচটা। তবে আগের থেকে ভালো আছি।''

হোমগ্রাউন্ড রাজকোটে কি কামব্যাক হবে জাডেজার?

বেঙ্গালুরু, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ রাজকোট তাঁর হোমগ্রাউন্ড। সেখানেই কি কামব্যাক হবে রবীন্দ্র জাডেজার? এই প্রশ্ন এখন সকল ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের মনে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ ৩টি টেস্টের জন্য ভারতের স্কোয়াড এখনও ঘোষণা হয়নি। সিরিজের প্রথম টেস্টের পর বোর্ডের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয় হ্যামস্ট্রিংয়ে চোটের কারণে দ্বিতীয় টেস্টে খেলবেন না রবীন্দ্র জাডেজা। তাঁর পাশাপাশি লোকেশ রাহুলও চোটের কারণে ভাইজ্যাগ টেস্টে খেলেননি। দু'জনই এখন রয়েছেন বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে। এ বার এনসিএ থেকেই নিজের ছবি শেয়ার করে ভারতীয় তারকা অলরাউন্ডার জাডেজা জানালেন কেমন আছেন তিনি। হায়দরাবাদ টেস্টে রবীন্দ্র জাডেজা ৫ উইকেট নিয়েছিলেন এবং দুই ইনিংস মিলিয়ে ৮৯ রান করেছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি রান আউট হয়েছিলেন। এখন জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের জন্য রিহ্যাবে রয়েছেন ভারতীয় অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাডেজা। এনসিএ থেকে নিজের একটি ছবি শেয়ার করে জাডেজা লিখেছেন, 'সুস্থ হয়ে উঠছি।' ছবিতে দেখা যায় একটি বেডের মধ্যে পিঠে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে রয়েছেন জাডেজা। তাঁর বাঁ দিকে লাল রংয়ের একটি স্ট্যান্ডিং টুল এ রয়েছে একটি লাল বাক্স। যেখান থেকে জাডেজার পায়ের ট্রিটমেন্ট করা হচ্ছে। কয়েকদিন আগে জাডেজা মাঠের মধ্যে দৌড়নোর একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছিলেন। তাঁর অনুরাগীরা আশাবাদী তিনি তৃতীয় টেস্টের আগে সুস্থ হয়ে উঠবেন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের তৃতীয় টেস্ট শুরু হতে হাতে এখনও সপ্তাহখানেকের বেশি সময় রয়েছে। তার আগে জাডেজা কি ফিট হয়ে উঠবেন? ১৫ ফেব্রুয়ারি জাডেজার হোমগ্রাউন্ড রাজকোটে হবে তৃতীয় টেস্ট। এ বার দেখার তাঁর আগে তিনি ফিট হয়ে ওঠেন কিনা।

আইপিএলে নেতৃত্ব কি দেবেন পন্থ, বললেন পন্টিং

মেলবোর্ন, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ বাইশ গজে ফের রাজ করতে মরিয়া ঋষভ পন্থ। তাঁর অনুরাগীরাও অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় রয়েছেন তাঁকে ফের মাঠে দেখতে। ভয়ঙ্কর গাড়ি দুর্ঘটনার এক বছরেরও বেশি সময় কেটে গিয়েছে। দ্বিতীয় জীবন পেয়ে নিজেকে বিরাট ভাগ্যবান মনে করেন পন্থ। দীর্ঘ লড়াই করে সুস্থ হয়ে উঠেছেন উত্তরাখন্ডের রুরকির ছেলে। এ বার পন্থ আবার ক্রিকেটের আঙিনায় ফেরার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন। এর আগে শোনা গিয়েছিল আগামী আইপিএলে তাঁকে দিল্লি ক্যাপিটালসে সাবস্টিটিউট প্লেয়ার হিসেবে দেখা যাবে। এ বার দিল্লির কোচ রিকি পন্টিং জানালেন, ঋষভ পন্থ বিশ্বাস করেন যে তিনি আইপিএলে খেলতে পারবেন। কিন্তু তিনি কি নেতৃত্বও দেবেন? ২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঋষভ পন্থ গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, ওই দুর্ঘটনার পর তাঁর মনে হয়েছিল পা বাদ দিতে হবে। সেই যন্ত্রণার দিনগুলো পেরিয়ে এসেছেন পন্থ। এ বার অপেক্ষা ফের স্বমহিমায় মাঠ কাঁপানোর। সম্প্রতি এমএলসির মেলবোর্ন ওয়াশিংটন ফ্রিডম টিমের কোচ হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেব রিকি পন্টিং। সেখানে পন্টিং বলেন, ''ঋষভ পন্থ খুব আত্মবিশ্বাসী যে ও এ বারের আইপিএলে খেলবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ও যে ভিডিয়ো তুলে ধরছে তাতে দেখা যাচ্ছে ও ভালো ভাবেই দৌড়তে পারছে। আইপিএলে আমাদের প্রথম ম্যাচ শুরু হতে ছয় সপ্তাহ

দেরি রয়েছে। আমরা এখনও অবশ্য এটা জানি না যে, ও উইকেটকিপিং করবে কিনা।'' পন্টিংয়ের মতে, তিনি যদি এই মুহূর্তে ঋষভকে জিজ্ঞাসা করেন তা হলে তিনি একপায়ে খাঁড়া হয়ে বলবেন, ''আমি প্রত্যেকটা ম্যাচ খেলব। আমি প্রতিটি ম্যাচেই কিপিং করব এবং ৪ নম্বরে ব্যাটিং করব। ও এটাই পছন্দ করে। এ বার দেখার সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে কী হয়। ও এক কথায় অসাধারণ প্লেয়ার। ও আমাদের প্রকৃত অধিনায়র। গত বছর আমরা প্রবলভাবে ওকে মিস করেছি।'' অজি তারকা পন্টিং জানান, ১৪টি ম্যাচে না হলেও যদি সম্ভব হয় ১০টা হলেও ম্যাচে পন্থকে খেলানোর চেষ্টা করব আমরা। অবশ্য পুরোটাই নির্ভর করবে ঋষভ কেমন থাকেন তার ওপর।

বিশ্রাম নেই অশ্বিনের!

চেন্নাই, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ ভারত-ইংল্যান্ড দ্বিতীয় এবং তৃতীয় টেস্টের মধ্যে রয়েছে ১০ দিনের বিরতি। ভারতীয় দলের ক্রিকেটারেরা সকলেই কয়েক দিনের জন্য বাড়ি চলে গিয়েছেন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে ফিরবেন তিনি। রোহিত শর্মা, শুভমন গিলেরা বিশ্রাম নিলেও অন্য মাঠে নেমে পড়লেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ঠাসা সূচির মধ্যে সুযোগ পেলে বিশ্রাম নিতে পছন্দ করেন ক্রিকেটারেরা। বিশ্রামের সময়ও অশ্বিন নিজেকে ব্যস্ত রাখেন ক্রিকেটের মধ্যেই। ক্রিকেট নিয়ে পড়াশোনা করেন। গবেষণা করেন। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে নানা বিষয় মতামত দেন। এ বার তাঁকে দেখা গেল অন্য ভূমিকায়। দু'টেস্টের মাঝের বিরতিতে সতীর্থদের মতো অশ্বিনও বাড়ি ফিরে গিয়েছেন। চেন্নাইয়ে ফিরেও নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন ক্রিকেটীয় কাজে। তাঁকে দেখা গেল তামিলনাড়ু প্রিমিয়ার লিগের নিলামে। বুধবার নিজের ফ্র্যাঞ্চাইজি ডিন্ডিগুল ড্রাগনসের হয়ে ক্রিকেটার কিনলেন অভিজ্ঞ অফস্পিনার। নিলামের টেবিলে অশ্বিনের ছবি ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে। এই ভূমিকায় অশ্বিন অবশ্য নতুন নন। আগেও তাঁকে দেখা গিয়েছে তামিলনাড়ু প্রিমিয়ার লিগের নিলামে। তবে আন্তর্জাতিক সিরিজের মাঝে ক্রিকেটার থেকে কর্তার ভূমিকায় আগে তাঁকে দেখা যায়নি। নিলামে অংশগ্রহণ করার পর আগামী মরসুমের দল নিয়ে নিজের মতামতও জানিয়েছেন অশ্বিন।

৬ বছর পর আবার রিয়াল মাদ্রিদে ফিরছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো!

রিয়াধ, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ সদ্য ৩৯এ পা দিয়েছেন পর্তুগিজ সুপারস্টার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। বয়সকে তুড়ি মেরে মাঠে নেমে এখনও ম্যাজিক দেখান সিআর সেভেন। সৌদি আরবের জনপ্রিয় ক্লাব আল নাসেরের জার্সিতেও সাফল্যের মুখ দেখেছেন রোনাল্ডো। এরই মাঝে শোনা গিয়েছে ৬ বছর পর আবার রিয়াল মাদ্রিদে ফিরছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। ২০১৮ সালে রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়েছিল সিআর সেভেনের। রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে টানা তিন বার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছিলেন রোনাল্ডো। কিন্তু দলের সঙ্গে বিচ্ছেদটা সেই অর্থে মসৃণ পথে হয়নি। তা হলে ফের কেন রিয়াল মাদ্রিদে ফিরছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো? ২০০৯ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ৪৩৮টি ম্যাচে গোল করেছেন ৪৫০টি। সময় যত এগিয়েছে রোনাল্ডোর সঙ্গে রিয়াল মাদ্রিদের সম্পর্কের ক্ষতে কিছুটা প্রলেপ পড়েছে। যে কারণে এ বার রিয়াল মাদ্রিদের পক্ষ থেকে সম্মান

জানানো হবে রোনাল্ডোকে। আরবের সাংবাদিক সাউদ আল সারামি মারফত জানা গিয়েছে, স্প্যানিশ ফুটবল জায়ান্টসরা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো এবং আল নাসেরকে নতুন সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এ বার শোনা গিয়েছে, রোনাল্ডোর বর্তমান ক্লাব আল নাসেরের সঙ্গে একটি ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে পারে রিয়াল মাদ্রিদ। আপাতত সান্তিয়াগো বার্নাব্যু স্টেডিয়ামের উদ্বোধন কবে হবে তা জানা যায়নি। চলতি মরসুমের শেষে কিংবা ২০২৫ সালের শুরুতে তা হওয়ার কথা। আর সেই সময় রিয়াল মাদ্রিদ প্রেসিডেন্ট ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ চাইছেন মুখোমুখি হোক ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো এবং কিলিয়ান এমবাপে। সাংবাদিক ফ্যাব্রিজিও রোমানোর মতে, কিলিয়ান এমবাপের সঙ্গে রিয়াল মাদ্রিদের চুক্তি সঠিক পথেই এগোচ্ছে। এবং নতুন মরসুম থেকে সম্ভবত পিএসজির জায়গায় রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে খেলতে দেখা যাবে ফরাসি তারকা ফুটবলার এমবাপেকে।

টেস্ট বিশ্বকাপের পয়েন্ট তালিকায় ধাক্কা ভারতের

দুবাই, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ বিশাখাপত্তনমে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছিল ভারত। কিন্তু দু'দিন পরেই আবার বদলে গেল পয়েন্ট তালিকা। দেশের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে প্রথম টেস্টে ২৮১ রানে হারিয়েছে নিউ জিল্যান্ড। তার ফলে পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে উঠেছেন কেন উইলিয়ামসনেরা। নিউ জিল্যান্ড শীর্ষে ওঠায় তিন নম্বরে নেমে গিয়েছে ভারত। এখনও পর্যন্ত তিনটি টেস্ট খেলে দু'টিতে জিতেছে নিউ জিল্যান্ড। হেরেছে একটি টেস্ট। ফলে তাদের পয়েন্ট ২৪। পয়েন্টের শতাংশ ৬৬.৬৬। এই পয়েন্টের শতাংশের উপর নির্ভর করেই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় হিসাব করা হয়। দ্বিতীয় স্থানে নেমেছে অস্ট্রেলিয়া। ১০টি টেস্টের মধ্যে ছ'টি জিতেছেন প্যাট কামিন্সেরা। তিনটি ম্যাচ হেরেছেন। একটি ড্র হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার পয়েন্ট ৬৬। তাদের পয়েন্টের শতাংশ ৫৫.০০। তৃতীয় স্থানে থাকা ভারত ছ'টি টেস্ট খেলে তিনটি জিতেছে। দু'টি হেরেছেন রোহিতেরা। ড্র হয়েছে একটি টেস্ট। ভারতের পয়েন্ট ৩৮। পয়েন্টের শতাংশ ৫২.৭৭। দক্ষিণ আফ্রিকা হারায় চার নম্বরে উঠেছে বাংলাদেশ। তাদের পয়েন্টের শতাংশ ৫০.০০। পাঁচ নম্বরে থাকা পাকিস্তানের পয়েন্টের শতাংশ ৩৬.৬৬। ব্রিসবেনে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে পয়েন্ট তালিকায় ছ'নম্বরে উঠে এসেছে তারা। তাদের পয়েন্টের শতাংশ ৩৩.৩৩। এক ধাক্কায় সাত নম্বরে নেমে গিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। তাদের পয়েন্টের শতাংশ কমে হয়েছে ৩৩.৩৩। আট নম্বরে রয়েছে ইংল্যান্ড। ভারতের কাছে হারলেও অবস্থান বদলায়নি তাদের। তবে পয়েন্টের শতাংশ কমেছে। বেন স্টোকসদের পয়েন্টের শতাংশ এখন ২৫.০০। ন'নম্বরে থাকা শ্রীলঙ্কার পয়েন্টের শতাংশ ০.০০।

টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের মগডালে উঠে ইতিহাস বোলার বুমরার

দুবাই, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ ইংল্যান্ডের বাজবল তত্ত্ব একাই ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। হায়দরাবাদ টেস্ট জিতে মধ্যগগনে উঠে পড়া বেন স্টোকসদের মাটিতে নামিয়ে এনেছেন। আরও ভালো করে বললে বিশাখাপত্তনম টেস্টে ভারতকে জয়ের মঞ্চে তুলে এনেছেন আবার। প্রথম ইনিংসে নিয়েছিলেন ৬ উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে ৩। সব মিলিয়ে ৯১ রানে ৯ উইকেট। যে পিচ স্পিনারদের স্বর্গরাজ্য বলা হচ্ছিল, সেখানে জসপ্রীত বুমরা দেখিয়েছেন পেস বোলার যে কোনও পিচে সফল হতে পারেন। যদি গতি আর বৈচিত্র থাকে। বিশাখাপত্তনম টেস্টে বুমরার বিস্ফোরক পারফরম্যান্সের পর টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে যে লম্বা লাফ দেবেন, জানাই ছিল। তারই মধ্যে আবার ইতিহাসও তৈরি করে ফেললেন বুমরা। সোমবার মহম্মদ সামি এক ইন্টারভিউতে বলেছেন, ''ভারতের পেস বোলিং ইউনিট এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম সেরা।'' যে দেশ ব্যাটসম্যানদের জন্য পরিচিত ছিল, বিশ্ব ক্রিকেটে সেই ভারতই এখন পেস বোলিংয়ের আয়না হয়ে উঠছে। ২০১৩-১৪ থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। ভুবনেশ্বর কুমার, ইশান্ত শর্মা, উমেশ যাদবদের হাত

ঘুরে নতুন বল এখন সুইং করান, উইকেট ছিটকে দেন বিপক্ষের বুমরাই। বিশাখাপত্তনমে যশস্বী জয়সওয়াল ডাবল সেঞ্চুরি করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে ছাপিয়ে গিয়ে ৯ উইকেট নেওয়া বুমরা ম্যাচের সেরা হয়েছেন। গতির তারতম্য, পুরনো বলে রিভার্স সুইং কাট করানো আর বিপক্ষ ব্যাটারদের দুর্বলতা খুঁজে বের করা- বুমরার সমকক্ষ পেস বোলার এই মুহূর্তে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এমনকি যে অস্ট্রেলিয়া পেস বোলিংয়ের জন্য গত ২৫-৩০ বছর সুনাম অর্জন করেছে, তারাও পর্যন্ত বুমরায় মুগ্ধ। ৩০ বছরের বুমরা এর আগেও এক নম্বর তকমা পেয়েছেন। টি-২০তে, ওয়ান ডে-তে সেরা বোলারের জায়গায় পৌঁছেছেন। কিন্তু টেস্টের মগডাল এতদিন অধরাই ছিল। সেরা র‍্যাঙ্কিং ছিল তৃতীয় স্থান। বুমরা নিজের পারফরম্যান্স দিয়ে অতীত যেমন ভুলিয়ে দিচ্ছেন, তেমনই র‍্যাঙ্কিংয়ের খাতায় নতুন করে লিখছেন নিজের নাম। আমেদাবাদের ছেলে কেরিয়ারে এই প্রথম টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে একে পা রাখলেন। রাখলেন? যে বিধ্বংসী ফর্মে আছেন, এক নম্বর থেকে তাঁকে নড়ানো হয়তো সম্ভব নয়। বিষেণ সিং বেদী, রবীন্দ্র জাডেজা, রবিচন্দ্রন অশ্বিনের পর চতুর্থ ভারতীয় বোলার হিসেবে টেস্টে এক নম্বর বোলার হলেন জসপ্রীত বুমরা। এবং প্রথম ভারতীয় জোরে বোলার হিসেবে টেস্টে এক নম্বর হলেন বুমরা।

বিশাখাপত্তনমে হারের পরই ভারত ছাড়ল ইংল্যান্ড দল!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ভারত সফরের শুরুটা দুর্দান্ত হয়েছিল ইংল্যান্ড ক্রিকেট টিমের। এক যুগ পর ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জয়ের স্বপ্ন দেখছে ইংল্যান্ড। সিরিজ আপাতত সমতায়। বিশাখাপত্তনমে যশস্বী জয়সওয়ালের ডাবল সেঞ্চুরি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে শুভমন গিলের সেঞ্চুরি। জসপ্রীত বুমরার অনবদ্য বোলিং। চার দিনেই বিশাল ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে রোহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন ভারত। সিরিজ এখন ১-১ অবস্থায়। বিশাখাপত্তনম টেস্টের পরই ভারত ছাড়ল ইংল্যান্ড ক্রিকেট টিম। ভারতে আসার আগে আবু ধাবিতে শিবির করেছিল ইংল্যান্ড ক্রিকেট দল। উপমহাদেশের পিচ এবং

পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতেই সেখানে শিবির ছিল বেন স্টোকসদের। তাদের স্পিনাররা যে দুর্দান্ত প্রস্তুতি সেরেছেন, তা দুই টেস্টেই দেখা গিয়েছে। স্পিনের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন ব্যাটাররাও। তবে স্পিনের পাশাপাশি জসপ্রীত বুমরার মতো ভয়ঙ্কর পেসারকেও যে সামলাতে হবে, এ যেন তাদের সিলেবাসের বাইরের প্রশ্ন ছিল। দু-ম্যাচেই নজরকাড়া বোলিং করেছেন বুমরা। তৃতীয় টেস্ট রাজকোটে। শুরু হবে ১৫ ফেব্রুয়ারি। মাঝে দীর্ঘ বিরতি। সে কারণেই ফের আবু ধাবি পাড়ি দিয়েছে ইংল্যান্ড ক্রিকেট টিম। একদিকে যেমন সিরিজের বাকি তিন টেস্টের প্রস্তুতিতে লক্ষ্য, তেমনই মানসিক ভাবে নিজেদের তরতাজা রাখতে চাইছেন ইংল্যান্ড ক্রিকেটাররা। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ রয়েছে। কয়েকটা দিন প্রতিযোগিতা মূলক ক্রিকেটের বাইরে কাটানোর সুযোগ। নিজেদের রিল্যাক্স রাখতেই ইংল্যান্ড ক্রিকেট টিমের এই পরিকল্পনা। যাতে রাজকোট টেস্টের আগে মানসিক ভাবে আরও তরতাজা হয়ে ফেরা যায়।

মাহির মাথায় লাল টিকা, লাইনে দাঁড়িয়ে দেওরি মন্দিরে দিলেন পুজো

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ঈশ্বরে তাঁর অগাধ আস্থা রয়েছে। তাঁকে আবার অনেকে ঈশ্বর রূপে পূজোও করেন। তিনি ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। মাহি ভীষণ ধার্মিক। ঈশ্বরে তাঁর বিশ্বাসের কথা অনেকেরই জানা। ধার্মিক ধোনির প্রসঙ্গ উঠলেই তাঁর অনুরাগীদের মনে পড়ে ২০১১ সালের বিশ্বকাপের কথা। কারণ, ২০১১ সালে ভারত বিশ্বকাপ জেতার পরই মুন্ডন করিয়েছিলেন ধোনি। আসলে ধোনি ঈশ্বরের কাছে মানত করেছিলেন ভারত সে বার বিশ্বকার জিতলে তিনি কেশচ্ছেদন করাবেন। সেই মানত পুরণ করতেই ধোনি মুন্ডন করিয়েছিলেন বিশ্বকাপ জয়ের পরের দিনই। মাহি প্রায়শই রাঁচির দেওরি মন্দিরে যান। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর এক ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা গিয়েছে তিনি অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে এক মন্দিরে পুজো দিয়েছেন। সেটি

কোন মন্দির জানেন? মহেন্দ্র সিং ধোনি আসলে গিয়েছিলেন রাঁচির দেওরি মন্দিরে। সেখানে সকলের সঙ্গে লাইন দিয়েই পুজো দেন তিনি। ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে তাঁর পাশে অবশ্য পুলিশ দেখা যায়। ধোনির কপালে ছিল লাল রংয়ের টিকা। মাহির হাতে মা দেওরির জন্য চুনরি (ঈশ্বরকে দেওয়া হয় এমন এক বস্ত্র) ছিল। ধোনি মা দেওরির আশীর্বাদ নিতে আগেও গিয়েছেন। প্রিয় তারকা ধোনিকে দেখে ওই মন্দিরে পুজো দিতে আসা বাকি দর্শনার্থীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়ায়। অনেকে মাহির সঙ্গে সেলফি তোলার আবদার করেন। হাসিমুখে সেই আবদার মেটাতে দেখা যায় মাহিকে। দেওরি মন্দিরের বিশাল আকর্ষণ হল সেখানকার ৭০০ বছরের পুরনো মা দুর্গার (কালী) মূর্তি। যে মূর্তিতে রয়েছে ১৬টি হাত। মা দেওরি বেশ জাগ্রত। এই মন্দিরে অনেকেই বাঁশের মধ্যে হলুদ ও লাল রংয়ের সুতো বেঁধে যান, তাঁদের মনোস্কামনা পূরণ করার জন্য।

'বিশ্বসেরা বিরাট, রোহিত সবচেয়ে ভয়ঙ্কর' । সামি

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ দেশের মাটিতে চলছে হাইভোল্টেজ ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজ। সেই সিরিজে অবশ্য খেলছেন না ভারতীয় তারকা পেসার মহম্মদ সামি। জানা গিয়েছে, তাঁর গোড়ালির চোটের অবস্থা ভালো নয়। যে কারণে তিনি এখন ২২ গজ থেকে দূরে রয়েছেন। ইংল্যান্ড সিরিজের প্রথম দুই টেস্টে ব্যক্তিগত কারণ সরে দাঁড়িয়েছিলেন বিরাট কোহলি। দুই দলের এখনও ৩টি টেস্ট ম্যাচ বাকি রয়েছে। তার জন্য অবশ্য ভারতীয় স্কোয়াড এখনও অবধি ঘোষণা করা হয়নি। এরই মাঝে বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মাকে দরাজ সার্টিফিকেট দিলেন মহম্মদ সামি। বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম দুই জনপ্রিয় ক্রিকেটার বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা। এই রো-কো জুটিকে (রোহিত ও কোহলি) আটকানো যে কঠিন, তা অনেক প্রতিপক্ষটা বেশ ভালোই জানেন। এ বার সে কথাই শোনা গেল সামির মুখে। সাক্ষাৎকারে ভারতীয় পেসার মহম্মদ সামি বলেছেন, ''বিশ্বের সবচেয়ে সেরা ব্যাটার হল বিরাট কোহলি। একাধিক রেকর্ড ভেঙে চুরমার করেছে বিরাট। আমার মনে হয় বিরাট বিশ্বের সেরা ব্যাটার এবং এই মুহূর্তে বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাটার হল রোহিত শর্মা।'' সামিকে জিজ্ঞাসা করা হয় তাঁর মতে, সেরা ভারতীয় এবং সেরা আন্তর্জাতিক অধিনায়ক কে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সামি প্রথমেই বলেন, ''এটা কঠিন প্রশ্ন। কারণ এটার উত্তর দিতে গেলে একজনের সঙ্গে আর একজনের তুলনা চলে আসে। আমার মনে হয় সবার আলাদা আলাদা প্রতিভা। তবে যে বেশি সফল তাঁর নামই আগে আসে। আমার মতে তাই এই জায়গায় রয়েছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। তিনি যা অর্জন করেছেন, তা অন্য কেউ করেননি।''

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com